প্রকাশনার ৮১ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ০৭ ◆ ২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

- তপস্যাকাল : বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নবায়নের কাল
- খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের নিজেদের ভাষায় অবদান
- পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট
- উপবাসকাল : যিশুর সান্নিধ্যে থাকার কাল

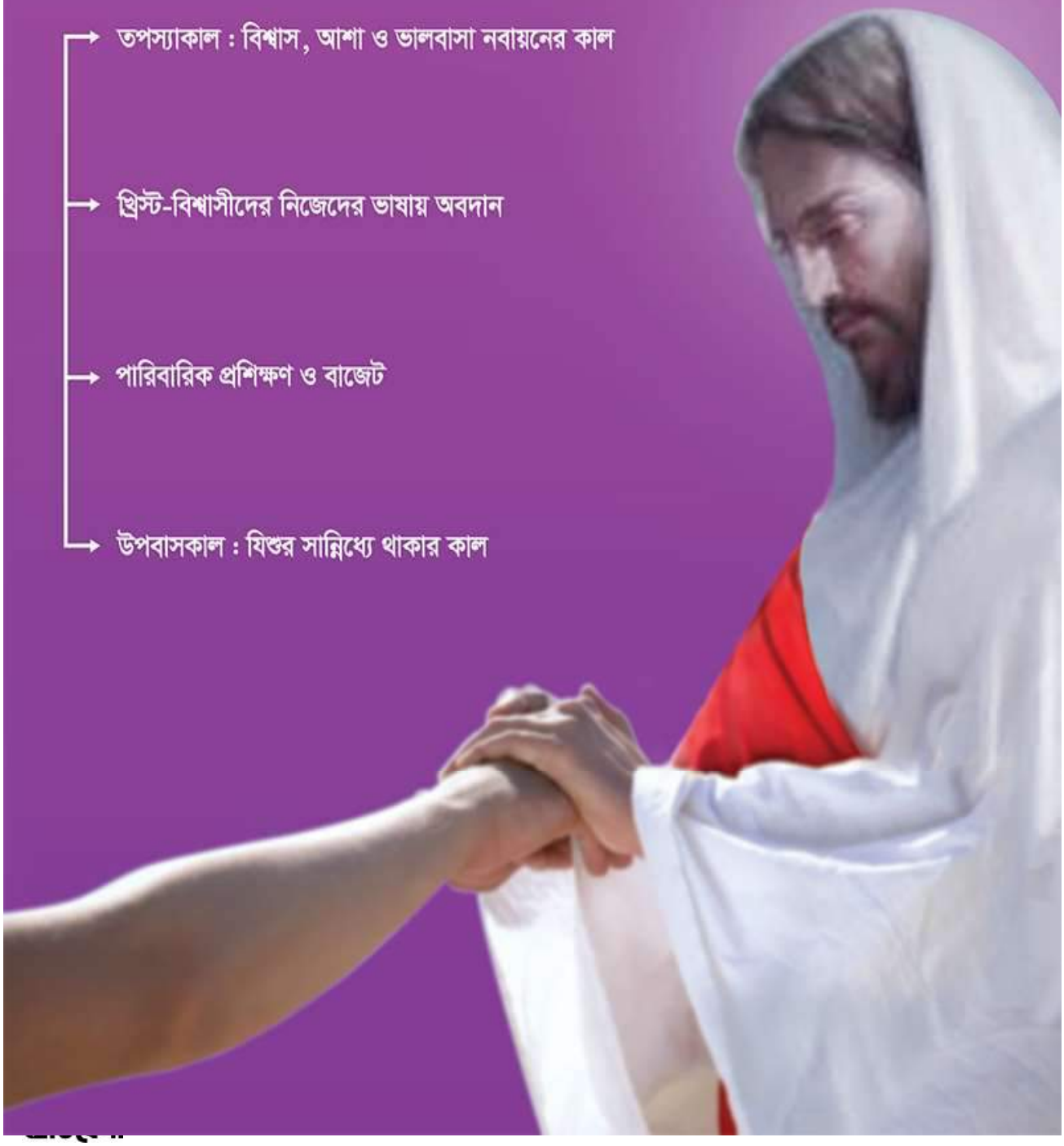

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। বিশ্বময় করোনা পরিস্থিতির কারণে ফেব্রুয়ারির প্রথম শুক্রবারের পরিবর্তে এপ্রিলে নভেনা ও পর্বোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে আর্থিক অনুদান ও মানত পূরণ করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তার জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহান তীর্থোৎসবে যোগদান করে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

নভেনা খ্রিস্টযাগ

১৪ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ০৬:৩০ মিনিট এবং
বিকাল ০৪ টায়

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

২৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭ টায়
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০ টায়

যোগাযোগের ঠিকানা

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত
সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে-

পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী
নাগরী, গাজীপুর

বিজ্ঞ/৪৩/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৭
২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

জীবন নবায়নের উত্তম সময় তপস্যাকাল

এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষের তপস্যাকাল শুরু হয়েছে কপালে ছাই লেপন করার মধ্যদিয়ে। ৪০ দিনের এই তপস্যাকালীন যাত্রা চলমান থাকবে পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত। ত্যাগ, সংযম ও দয়া-দান অনুশীলন করে এক এক জন ব্যক্তি খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা করেন। খাঁটিত্বের প্রথম ধাপে একজন ব্যক্তি আত্ম-মূল্যায়ন করে নিজের দুর্বলতা ও সবলতা আবিস্কার করবে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে এবং দুর্বলতা জয় করতে প্রয়াসী হবে। নিজের ভূল-ভ্রান্তি, স্বার্থপরতা-উদাসীনতা, পাপ-অন্যায় উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হবে। যে অনুতাপ থেকে আসবে আত্মদহন ও আত্মোপলব্ধি। ফলশ্রুতিতে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া-ভালবাসায় আরো বেশি বিশ্বাসী হবে এবং তিনি যে পরিবর্তিত হয়ে উত্তম মানুষ হয়ে ওঠতে পারবেন সে আশায় এগিয়ে চলবেন। তপস্যাকালে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-সচেতনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নবায়িত মানুষ হবার সুযোগ লাভ করে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বাণীতে সকলকে আহ্বান করেছেন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন আনতে।

বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন ঘটানোর সাথে-সাথে প্রার্থনা, দয়া-দান ও উপবাসের নবায়ন ঘটানোর মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সবসময়ই আমরা প্রার্থনা, দয়া ও উপবাস বা ত্যাগস্বীকার করতে পারি। এগুলো আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ়তা দান করে ও মন্দতার উপর বিজয়ী হতে সহায়তা করবে। সব ধর্মেই কৃচ্ছতাসাধন ও ত্যাগস্বীকারের কথা বলা হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে নিয়ম করে তা আরোপও করা হয়। তবে খ্রিস্টধর্মে এই কৃচ্ছসাধন, ত্যাগস্বীকার ও উপবাস স্বাধীনভাবে করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। আর তাই ধরা-বাধার কোন নিয়ম না থাকলেও অনেকেই ৪০ দিন উপবাস থাকেন। কেউ-কেউ মাছ-মাংস ত্যাগ করেন। ত্যাগের ফসল সঞ্চিত অর্থ গরীব-দুঃখীদের সাথে সহভাগিতা করেন বা কোন মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করেন। তপস্যাকালকে ঘিরে ত্যাগ ও সহভাগিতার এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক। ভোগ-বিলাসিতাবাদ ও আরাম-আয়েসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে তপস্যাকালকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভস্ম বুধবার, পুণ্য শুক্রবার উপবাস এবং তপস্যাকালের প্রতি শুক্রবার মাছ-মাংসাহার ত্যাগ করার রীতিটার প্রতি যেন সকলে শ্রদ্ধাশীল হই। ধর্মীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কোন কারণে যেন তপস্যাকালের শুক্রবারে ঘটা করে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন না করি।

তপস্যাকালে আমরা যিশুর জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাঁর বাণী ধ্যান ও সহভাগিতা করি এবং একই সঙ্গে তাঁর সেবা কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রদের সাথে আমাদের ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের ফসল সহভাগিতা করার মধ্যদিয়ে। করোনাকালে অনেক মানুষ চরম দারিদ্র, ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা অভিজ্ঞতা করছে। আমাদের ছোট-ছোট ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়াই। তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করতে একটু দরদী হই। আমাদের স্বার্থপরতা, আমিত্ববোধ, উচ্চাকাঙ্খা, হীনমণ্যতা, পূর্বধারণা প্রভৃতি অন্যের পাশে দাঁড়াতে বাঁধা সৃষ্টি করে। এ সকল মানবিক দুর্বলতাগুলোকে জয় করার শক্তি সঞ্চয় করি এই তপস্যাকালে আরেকটু বেশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে।

আসলে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে নিজেকে বেশি করে নিবিষ্ট করতে পারলেই আমরা আমাদের মধ্যকার হিংসা-দ্বেষ, মনোমালিন্য, বিবাদ-বিশৃংঙ্খলা, অনৈতিক জীবন-যাপন, ভোগ-বিলাসিতা, পরশ্রীকাতরতা, গুজব-পরনিন্দা, খ্রিস্টীয় জীবনে উদাসীনতাসহ আরো অনেক মন্দতা পরিহার করে পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসায় সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবন গড়ে তুলতে পারব। †

তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল : ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র ; তাঁর কথা শোন। - *(মার্ক ৯:৭)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ১৫ টি **বয়স** : ২২-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন** : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচএসসি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ০৬ টি **বয়স** : ২৫-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন** : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্ঠম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম/স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, ঠিকানা, পদবী ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে।

২. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গন্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৪. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৫. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৬. ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৭. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৮. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৯. আবেদনপত্র **আগামী ১৮/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১০. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

১৩. কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/৪৭/২১

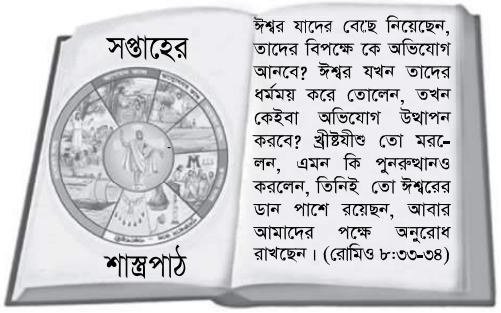

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আদি ২২: ১-২, ৯-১৩, ১৫-১৮, সাম ১১৬: ১০, ১৫, ১৬-১৭, ১৮-১৯, রোমীয় ৮: ৩১-৩৪, মার্ক ৯: ২-১০

১ মার্চ, সোমবার
দানিয়েল ৯: ৪খ-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮

২ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসাইয়া ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৭, ১৬খগ, ১৭, ২১, ২৩, মথি ২৩: ১-১২

৩ মার্চ, বুধবার
জেরেমিয়া ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৫-৬, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২৮

৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরেমিয়া ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

৫ মার্চ, শুক্রবার
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩ক, ১৭খ-২৮ক, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

৬ মার্চ, শনিবার
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২৯, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পইরিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. উইনিফ্রেড আরএনডিএম
+ ২০০৯ সিস্টার. মেরী শান্তি এসএমআরএ

১ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. কর্ণেলিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৫ সিস্টার বার্ণার্ড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯১৫ ফাদার হিউবার্ট পিটার্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড মাসার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিত্র (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

৬ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৬০ সিস্টার এম. করোনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোসেফ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জেন ডরিস মাকত্তি সিএসসি (ঢাকা)

ঘোষণা

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের মেট্রোপলিটন আর্চবিশপ নিযুক্ত

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার ভাতিকান সিটি সময় দুপুর ১২ টা ও বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫ টায় কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন আর্চবিশপ হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

His Holiness, Pope Francis, the supreme pontiff of the Universal Catholic Church appointed Most Rev. Lawrence Subrato Howlader CSC as the Metropolitan Archbishop of Chattogram at friday, 19 Feb. 2021 at Vatican City local time 12 pm and Bangladesh local time 5 pm.

আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠানুষ্ঠান হবে ৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল চট্টগ্রাম।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে মনোনীত আর্চবিশপ মহোদয়কে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! **- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

সমবায় ঋণদান সমিতি প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ১৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব এবং ধর্মপল্লীভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির বৈশিষ্ট্য ও নীতি আদর্শ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা দুইটি একটু দেরীতে হলেও জনসম্মুখে তুলে ধরায় প্রশংসার দাবিদার। লেখকদ্বয়ের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সমবায়ী অভিনন্দন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি পালকীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পূর্বে এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালকবৃন্দকে ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে পারেনি বলে আজ এই অচলাবস্থার সৃষ্টি। উপরোক্ত লেখা দু'টি মনোযোগসহ পড়ে মনে "নতুন দিগন্তে আবার সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে।" যেমন: ক্রেডিট ইউনিয়নের চ্যাপলেইন শুধু আবশ্যকই নয় বরং বাস্তবায়নে একমত পোষণ করে জীবন সায়াহ্নেও শারীরিক দুর্বলতায় শ্রবণদৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়া সত্ত্বেও পুনরায় কলম ধরলাম। বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে Credit শব্দটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করি। যেমন: C - Courage : সাহসিকতার সাথে সত্য কথা প্রকাশ করা। R-Reliable : আস্থাসহকারে। E - Efficient : সক্ষম এর মাধ্যম। D - Durable : টেকসই/স্থায়ীত্ব প্রমাণ করতে। I - Intelligent : বুদ্ধি দিয়ে। T - Trust Worthy : বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারলে সে হবে একজন প্রকৃত সমবায়ী। কেননা এই বিশ্বস্ত না হওয়ার কারণে সমিতি সর্বদাই নানাবিধ সমস্যায় জড়িত হয়ে উন্নতির পথে বাঁধাগ্রস্ত হবে। বর্তমানে ক্যান্সার রোগীকেও সুচিকিৎসায় (ব্যয় স্বাপেক্ষ হলেও) রোগ মুক্ত করা সম্ভব। তদ্রুপ প্রতিটি ধর্মপল্লীর স্কুলের শিক্ষক/সিস্টার/কেটেখ্রিস্টসহ উৎসাহী যুবক-যুবতীদের সহযোগিতায় নিজ এলাকায় শিক্ষা সেমিনার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের (Grass Root Lavel) ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূল নীতি, ক্রেডিট ইউনিয়নের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষাদানে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় অদূর ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে। ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠিত ঋণদান সমিতির শিক্ষা তহবিল হতে খরচ বহনে সক্ষম হবে বিধায় অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুর অভাব নেই, অভাব শুধু একটি ত্যাগস্বীকারের। সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

তপস্যাকালের ২য় রবিবার
বর্ষ- খ পূজনবর্ষ
প্রথম পাঠ : আদি ১-২, ৯-১৩, ১৫-৮;
দ্বিতীয় পাঠ : রোমীয় ৮:৩১-৩৪;
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ৯:২-১০

প্রতিটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে ভাল থেকে উত্তমতার দিকে, উত্তমতা থেকে আরও উত্তমতার দিকে যাত্রা করতে হয়। অন্যদিকে, রিপুর তাড়না থেকেও মুক্ত হয়ে আশীর্বাদের জীবনের দিকে ধাবিত হতে হয়। কাজেই এটি হল একটি তীর্থযাত্রার মতো; আমরা অনবরত আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে ঈশ্বরের দিকে যাত্রা করি। এ জন্য আমাদেরকে হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে হয়।

প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করতে এতোটুকুও দ্বিধাবোধ করেননি। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আব্রাহাম হবে বহু জাতির পিতা। অথচ তাকেই কি না ঈশ্বর বললেন, একমাত্র পুত্র ইসায়াককে বলী দিতে! আব্রাহাম কিন্তু কোনভাবেই গড়িমসি করেননি, তিনি ঈশ্বরের কথা শুনেছেন এবং মেনেও নিয়েছেন। কারণ ঈশ্বরের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ গভীর বিশ্বাসের ফলে ঈশ্বর তার এ ভক্তকে পুরস্কৃত করেন। তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বাসীদের পিতা, আমাদের সকলের সামনে একটি প্রদীপ্ত আদর্শ।

আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সাধারণত বিভিন্ন মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতেন এবং মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একবার সৌজন্য সাক্ষাতের সময় তার কাছে অভিযোগ এলো যে, সাক্ষাতপ্রার্থীগণ নিয়ম-কানুন মানেন না। বার বার নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও তারা ভুল কাজটিই করেন। তখন প্রেসিডেন্ট একটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি প্রত্যেকজন দর্শনার্থীর সাথে করমর্দনের সময় সকলকেই বলতে লাগলেন, "আজ আমি আমার ঠাকুরমাকে মেরে ফেলেছি"। প্রত্যুত্তরে সকলে বলতে লাগল, "খুব ভাল, খুব ভাল। আপনি চালিয়ে যান। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" শেষে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কথা শুনে খানিকটা থেমে বললেন, "আমি জানি, আপনার ঠাকুরমা অনেক আগেই স্বর্গে গিয়েছেন।"

'শোনা' যোগাযোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে বা তার আদেশ পালন করতে আমাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যিশু তার তিন শিষ্য পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে একটি উচু পাহাড়ের উপর গেলেন। সেখানে যিশুর চেহারা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল; যিশুর রূপ বদলে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এটি তাঁর গৌররান্বিত চেহারা। সেখানে দেখা দিয়েছিলেন প্রবক্তা এলীয় ও মোশী। কিন্তু শিষ্যগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেখানে কি করবেন, কার জন্য ঘর বানাবেন ইত্যাদি নিয়ে। আর তখনই তারা শুনতে পেলেন, "এ আমার একান্ত প্রিয়জন। তোমরা এর কথা শোন।" অর্থাৎ ঈশ্বর যিশুর শিষ্যদের বলছেন তাঁর পুত্রের কথা শুনতে। খ্রিস্টে দীক্ষিত হিসেবে আমরাও যিশুর কথা শুনতে আহ্বান পাই। পিতা ঈশ্বর আমাদেরও নির্দেশ দিচ্ছেন প্রিয়পুত্র যিশুর কথা শুনতে। মূলত বাণীর মধ্যদিয়েই আমরা প্রভু যিশুর কথা প্রতিনিয়ত শুনছি। নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, আমরা কি সত্যিই প্রভু যিশুর কথা শুনি? যদি শুনে থাকি, তবে মেনে চলি কী? আমরা কি প্রার্থনা, মিশা ও ধর্মকর্মের আহ্বান শুনি? পাশাপাশি, আমরা কি দুঃখী মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাই?

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকালের অর্থ আমাদেরকে বার বার স্মরণ করতে হয়। তপস্যাকালকে ইংরেজীতে Lent বলা হয়। Lent শব্দের অর্থ বসন্তকাল। অর্থাৎ তপস্যাকাল হল মণ্ডলীর বসন্তকাল। আমাদের দেশে এখন বসন্তকাল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, গাছে গাছে নতুন কচি পাতা, ফুল ও ফল। শীতে সব পাতা ঝরে গিয়ে এ বসন্তে গাছগুলো নতুনভাবে নতুন পাতায় ভরে উঠছে। মণ্ডলীর এ বসন্তকালেও আমাদেরকে পুরাতন সব কিছু ফেলে দিয়ে নতুনভাবে জীবন সাজাতে হয়; জীবনকে রূপান্তরিত করতে হয়। জীবনের মন্দতা ঝেড়ে ফেলে নতুন চিন্তা, নতুন মনোভাব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন আশা এবং বিভিন্ন সদগুণাবলীর আভরণে জীবন সাজাতে হয়। এটাই তো তপস্যাকালের অন্যতম আহ্বান। কেননা, দীক্ষাস্নানে আমরা নবজন্ম লাভ করি; পাপস্বীকারে পুনর্মিলিত হই ও জীবন নবায়ন করি; খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুতে যিশুময় হয়ে উঠি; হস্তার্পণে হই আত্মায় বলবান। তাই কষ্ট হলেও, কঠিন হলেও, সত্যসুন্দর জীবন, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক ও আচণের মধ্যদিয়ে অন্তরে-বাহিরে বদলে যাওয়াতেই প্রকৃত গৌরব।

প্রসাধনী মেখে বা মেকআপ করে আমরা আমাদের বাহ্যিক অবয়ব রূপান্তরিত করতে পারি, অনেক সুন্দর করে তুলতে পারি। আবার মুখোস করে সঙও সাজতে পারি। কিন্তু তা আমাদের প্রকৃত রূপান্তর নয়। কেননা এ রূপান্তর সাময়িক বা অস্থায়ী। তাই আমাদের প্রয়োজন জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে রূপান্তরিত হওয়া। রাগান্বিত চেহারা, রাগান্বিত চাহনী, হুঙ্কার, অন্যকে অবমাননা, টিটকারী, মিথ্যা দ্বারা চতুরামী, ছল চাতুরী, অনৈতিক জীবন প্রভৃতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত-সৌম্য, উদারতা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃপ্রেম, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি সদগুণের আলোকে পরিচালিত জীবনই তো প্রকৃত রূপান্তরিত জীবন। তাই আসুন, আমরা আব্রাহামের মতো অবিচল বিশ্বাস রেখে এবং যিশুর কথা হৃদয় দিয়ে শুনে আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাই। এভাবে সত্যিকারভাবেই খ্রিস্টের শিষ্য হয়ে উঠি এবং অনেক আনন্দ নিয়ে পাস্কা পর্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হই। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন॥ ❑

তপস্যাকাল ২০২১ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর বাণী

"দেখ, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি" (মথি ২০:১৮)

তপস্যাকাল : বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নবায়নের কাল

সুপ্রিয় ভাই বোনেরা,

যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলেছেন, তখনই তিনি তাঁর প্রেরণ-কর্মের গভীরতম অর্থ প্রকাশ করেছেন - পিতার ইচ্ছার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রেরণ-কাজের অংশীদার হতে।

পুনরুত্থান-অভিমুখে আমাদের তপস্যার যাত্রায় আসুন আমরা তেমন একজনকে স্মরণ করি, যিনি "নিজেকে নম্র করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন" *(ফিলিপ্পীয় ২:৮)*। মন-পরিবর্তনের এই সময়ে আসুন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করি, আশার "জীবন-বারি" থেকে জল আহরণ করি এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করি, যিনি আমাদেরকে খ্রিস্টের ভাই-বোন করে তোলেন। নিস্তার জাগরণীতে আমরা আমাদের দীক্ষার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করব এবং পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশীলতায় আমরা পুনর্জন্ম লাভে নতুন মানব ও মানবী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা করব। গোটা খ্রিস্টীয় জীবনের তীর্থযাত্রার মত এই তপস্যার তীর্থ যেন এখনই পুনরুত্থানের জ্যোতিতে আলোকোজ্জ্বল হয় - যা খ্রিস্টানুসারী হিসেবে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্ত সমূহকে অনুপ্রাণিত করে।

যিশু যেমন উপদেশ দিয়েছেন - উপবাস, প্রার্থনা এবং দানকর্ম *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:১-১৮)* আমাদের মন পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে, আবার এ সমস্ত আমাদের মন পরিবর্তনের চিহ্নও। দারিদ্র্য ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তোলে।

১) বিশ্বাস আমাদেরকে আহ্বান জানায় সত্যকে গ্রহণ করতে এবং ঈশ্বর ও আমাদের সকল ভাই-বোনের সামনে এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে।

এই তপস্যাকালে খ্রিস্টে প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করা এবং সেই সত্যে জীবন-যাপন করার প্রথম অর্থই হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করা, মণ্ডলী যে ঐশ বাণী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দিয়ে যাচ্ছেন। এই সত্য গুটিকয়েক বুদ্ধিমান মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোন দুরূহ-অদৃশ্য ধারণা মাত্র নয়; বরং এটি তেমন এক বার্তা, যা আমাদের প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। স্তুতিবাদ জানাই অন্তরাত্মার সেই প্রজ্ঞাকে, যেটি ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে উন্মুক্ত - যে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার চেতনায় সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধতাসহ তিনি আমাদের মানব সত্ত্বা গ্রহণ করে তিনি নিজেকে করে তুলেছেন সেই পথ, যেটি অনেক কিছু দাবী করে, অথচ সবার জন্য উন্মুক্ত; এই পথই সকলকেই জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

নিজেকে এক প্রকার অস্বীকার করার অভিজ্ঞতায় পালিত উপবাস তাদেরকে সাহায্য করে, যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে। তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিস্ব করে তোলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। কেননা সাধু টমাস আকুইনাসের কথায়, ভালবাসা হচ্ছে একটি বহির্মুখী প্রণোদনা, যেটি আমাদের মনোযোগকে অন্যদের উপর নিবদ্ধ করে এবং তাদেরকে আমাদেরই একজন হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে (দ্রষ্টব্য: *Fratelli Tutti*, ৯৩)।

তপস্যাকাল হচ্ছে বিশ্বাসী হওয়ার সময়, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে স্বাগত জানানোর সময় এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে "তাঁর বসতি গড়তে" দেওয়ার সময় (দ্রষ্টব্য: যোহন ১৪:২৩)। ভোগবাদ অথবা সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে তথ্যের অতি প্রবাহের মত সব রকম বোঝায় নুইয়ে পড়া অবস্থা থেকে উপবাস আমাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এটি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় সেই একজনের জন্য, যিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি সবকিছুতে দরিদ্র, তবু "ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ" *(যোহন ১:১৪)*: তিনি ঈশ্বরপুত্র আমাদের মুক্তিদাতা।

২) আশা "জীবন-জল"- এর মত আমাদের তীর্থযাত্রা চলমান রাখতে সমর্থ করে তোলে।

যিশু যার কাছ একটু খাবার জল চেয়েছিলেন, কুয়ার ধারের সেই সামারীয় নারী যিশুর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি, যখন যিশু তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে "জীবন-জল" *(যোহন ৪:১০)* দিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই নারীর ধারণায় ছিল যিশু জাগতিক জলের কথা বলে থাকবেন; কিন্তু তিনি তো বলছিলেন পবিত্র আত্মার কথা, যাঁকে তিনি অজস্র ধারায় প্রদান করবেন পরিত্রাণ রহস্যের মধ্য দিয়ে - তা তিনি করবেন একটি আশা প্রদানের মধ্যদিয়ে, যে আশা আমাদের কখনও নিরাশ করে না। ইতিপূর্বে যিশু এই আশার কথা বলেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি "তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন" *(মথি ২০:১৯)*। পরম পিতার অনুগ্রহের দ্বারা একটি উন্মুক্ত আগামীর কথা বলছিলেন যিশু। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর কারণে আশান্বিত হওয়ার মানেই এ কথা বিশ্বাস করা যে, আমাদের ভুলে, সহিংসতা এবং অন্যায্যতার কারণে, অথবা ভালবাসাকে ক্রুশবিদ্ধকারী পাপের কারণে ইতিহাসের ইতি ঘটে না। এর অর্থ দাঁড়ায় - তাঁর উন্মুক্ত হৃদয় থেকে পরম পিতার ক্ষমা লাভ করা।

সমস্যা-সংকুল এই সময়ে যখন সবকিছুকেই ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত মনে হয়, তখন আশার কথা বলা চ্যালেঞ্জপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু তপস্যাকাল হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে আশার সময়, যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকাই, যে ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের হাতে বিক্ষত তাঁর সৃষ্টির যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন *(দ্রষ্টব্য: Laudato Si, ৩২-৩৩; ৪৩-৪৪)*। সাধু পল জোর দিয়ে আমাদের বলেন, আমরা যেন পুনর্মিলনে আমাদের আশা রাখি: "তোমরা পরমেশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" *(২য় করিন্থীয় ৫:২০)*। মন-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিহিত সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে বিনিময়ে আমরাও অন্যদের মাঝে এই ক্ষমার প্রসার ঘটাতে পারি। আমরা নিজেরা ক্ষমা পেয়ে অন্যদের সাথে একটি নিবিষ্ট সংলাপে প্রবেশ করার ইচ্ছায় ক্ষমা দান করতে পারি; আর যারা দুঃখ ও ব্যথার অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাদের জীবনে স্বস্তি আনতে পারি। আমাদের কথা ও কাজের মধ্যদিয়েও ঈশ্বরের ক্ষমার আহ্বান আসে। আর তখনই আমরা ভ্রাতৃত্বের পুনরুত্থান-উৎসবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

তপস্যাকালে আমরা যেন আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে "স্বস্তি, শক্তি, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণার কথা বলতে পারি, কিন্তু তুচ্ছকারী কথা, বেদনাদায়ী কথা, রাগের কথা বা অপমানজনক কথা যেন না বলি (*Fraterlli Tutti*, ২২৩)। কখনও কখনও শুধুমাত্র একটু দয়ালু হয়েই অন্যদের মাঝে আশা সঞ্চার করা যায়। "সবকিছু এক দিকে রাখার ইচ্ছা মনে ধারণ ক'রে, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে, একটি হাসি উপহার দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ ব্যঞ্জক একটি কথা বলে, সর্বব্যাপী নিলিপ্ততার মধ্যেও অন্যদের কথা শুনে আশার সঞ্চার করা যায়" *(ঐ, ২২৪)*।

নির্জনধ্যান ও মৌন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদেরকে আশা দেয়া হয় অনুপ্রেরণা ও আত্মিক আলো হিসেবে। এই আলোই আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ আর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর জ্যোতি ছড়ায়। এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:৬)* আর কোমল ভালবাসাময় পরম পিতার সাথে সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করা।

প্রত্যাশাকে তপস্যার সাধনায় অভিজ্ঞতা করার সাথে যে বিষয়টি জড়িত তা হচ্ছে, খ্রিস্টে আমরা নব যুগকে প্রত্যক্ষ করি, যে যুগে ঈশ্বর "সব কিছু নতুন ক'রে তোলেন" *(দ্রষ্টব্য: প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২১:১-৬)*। এর মমার্থ হলো, খ্রিস্টের আশায় আশান্বিত হওয়া, যে খ্রিস্ট ক্রুশের উপরে তাঁর জীবন দিয়েছেন, যাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত করেছেন; আর সর্বদা "প্রস্তুত থাকা, যেন আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করা আশার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে যেন আমরা এর স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারি" *(১ম পিতর ৩:১৫)*।

৩) খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরন করে সবার জন্য আকুলতা ও মমতাময় ভালবাসা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ও আশার সর্বোত্তম প্রকাশ

ভালবাসা অন্যদেরকে বৃদ্ধি পেতে দেখে উল্লসিত হয়। সেই কারণেই অন্যদের জীবনে যন্ত্রণা, একাকিত্ব, অসুস্থ্যতা, বাস্তুচ্যুত অবস্থা, অবজ্ঞা ও অভাব দেখে এই ভালবাসা কষ্ট পায়। ভালবাসা হচ্ছে অন্তরের নাচন। এটি আমাদের ভেতরের আমি থেকে আমাদের বের করে আনে আর সৃষ্টি করে সহভাগিতা ও মিলনের বন্ধন।

"ভালবাসার সভ্যতার অভিমুখে অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে সামাজিক ভালবাসা। এতে আমরা সবাই যে আহূত, তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এর প্রণোদনার জন্য ভালবাসা একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম। কেবল আবেগ নয়, এটি হচ্ছে সবার জন্য উন্নয়নের একটি কার্যকর পথ আবিষ্কারের উপায়" (*Fratelli Tutti,* ১৮৩)।

ভালবাসা হচ্ছে একটি উপহার, যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলে। এটি অভাবীজনদেরকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে, বন্ধুজন, ভাই বা বোন হিসেবে দেখতে সমর্থ করে তুলে। ক্ষুদ্র একটি দান যদি ভালবাসার সাথে দেওয়া হয়, তবে তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি জীবন ও সুখের উৎস হয়ে ওঠে। এমনটিই ঘটেছিল সেরেফ্‌তা শহরের বিধবার খাদ্যের জালা ও তেলের পাত্রকে কেন্দ্র করে, যে বিধবা প্রবক্তা এলিয়কে তেল দিয়ে তৈরী রুটি খেতে দিয়েছিলেন *(দ্রষ্টব্য: ১ম রাজাবলী ১৭: ৭-১৬)*। একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল যখন যিশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে, তা ভেঙ্গে শিষ্যদের হাতে দিয়েছিলেন, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য *(দ্রষ্টব্য: মার্ক ৬:৩০-৪৪)*। যখন আমরা আনন্দ ও সরলতার সাথে দান করলে আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটে- তা সে সামান্যই হোক অথবা প্রচুর পরিমাণেই হোক।

ভালবাসার সাথে তপস্যাকালের অভিজ্ঞতা করা মানেই হচ্ছে তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া, যারা কোভিড-১৯ এর কারণে কষ্ট পাচ্ছে বা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত ভাবছে এবং যারা ভয়ের মাঝে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর অনিশ্চতার এই দিনগুলিতে আসুন আমরা ভৃত্যের উদ্দেশে প্রভুর এই কথা মনে রাখি : "ভয় পেও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি" *(ইসাইয়া ৪৩:১)*। আমাদের দয়ায় কাজে আমরা পুননিশ্চয়তার কথা বলতে পারি এবং অন্যদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করতে পারি যে, ঈশ্বর তাদেরকে পুত্র ও কন্যা হিসেবে ভালবাসেন।

দানশীলতার দ্বারা পরিবর্তিত সুস্থির দৃষ্টিই কেবল অন্যদের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে মানুষকে সমর্থ করে তুলে। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্ররা পায় মর্যাদা, তাদের মর্যাদাকে করা হয় সম্মান, তাদের পরিচয় ও কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করা হয়। এভাবেই তাদেরকে সমাজের অঙ্গীভূত করা হয় *(Fraterlli Tutti, ১৮৭)*।

সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে বিশ্বাস করার, ভালবাসার ও আশায় থাকার সময়। মন পরিবর্তন, প্রার্থনা এবং আমাদের সম্পদ সহভাগিতার এই তপস্যাকালীন যাত্রার ডাক সমাজ ও ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে সহায়তা করে বিশ্বাসকে পুর্নজীবিত করতে, যে বিশ্বাস আসে জীবন্ত খ্রিস্ট থেকে, আসে পবিত্র আত্মার প্রাণবায়ুতে অনুপ্রাণিত আশা থেকে, আর আসে পরম পিতার প্রেমময় হৃদয়ের নিসরিত ভালবাসা থেকে।

মারীয়া, মুক্তিদাতার জননী- যিনি ক্রুশের নীচে এবং মণ্ডলীর অন্তরাত্মায় চির বিশ্বস্ত, তিনি তাঁর ভালবাসাময় উপস্থিতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করুন। পুনরুত্থানের আলোর অভিমুখে আমাদের যাত্রায় পুনরুত্থিত প্রভুর আশীর্বাদ আমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান, ১১ নভেম্বর ২০২০, তুরস এর সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবস

পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

উপবাস কাল : যিশুর সান্নিধ্যে থাকার কাল

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

উপবাস কথাটি দু'টি শব্দ থেকে এসেছে 'উপ' এবং 'বাস'। 'উপ' কথার অর্থ হল কাছে বা নিকটে আর 'বাস' কথার অর্থ হল বসবাস করা। অর্থাৎ কারও নিকটে বা কাছে বসবাস করা। এই সময় আমরা যেসকল কাজ করি সে সকল কাজের মধ্যদিয়ে যিশুর কাছে আসার চেষ্টা করি তাঁরই সান্নিধ্যে বাস করি। এই সময় মণ্ডলীতে উপবাস, দান এবং প্রার্থনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা যেন আত্মশুদ্ধি অর্জনের মধ্যদিয়ে যিশুর কাছে থাকি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। এই বিশেষ সময়ে আমরা যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাই, ক্রুশের কথা স্মরণ করি, যিশুর সাথে ক্রুশের দিকে অর্থাৎ কালভারীর দিকে যাত্রা করি। একই সাথে আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের ক্রুশ বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ক্রুশ হল পরিত্রাণের প্রতীক, গৌরবের প্রতীক সেই সাথে ভালবাসার প্রতীক। ক্রুশের পথে যাত্রা করার মধ্যদিয়ে যিশুর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করি, তাঁকে অনুসরণ করি। মানুষকে সেই পথে হাঁটতে উৎসাহিত করি।

উপবাস কালকে মন পরিবর্তনের কালও বলা হয়ে থাকে। যখন আমরা পাপ করি তখন যিশু হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকি। আবার যখন মনপরিবর্তন করি, পাপের জন্য অনুতপ্ত হই তখন যিশুর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটে। শুধু যিশুর সঙ্গে নয় ভাই মানুষদের সঙ্গেও পুনর্মিলন ঘটে। মন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই এই সময় হল মন পরিবর্তনের সময়। আমরা যেন মন পরিবর্তন করে যিশুর কাছে থাকি, তাঁর পথে যাত্রা করি। "সময় হয়ে এসেছে ঐশ রাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাওঃ তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর *(মার্ক ১:১৫)*"।

উপবাস কাল হল আত্মশুদ্ধির কাল। নিজেকে শুদ্ধ করার কাল। এই শুদ্ধ বা পবিত্র হল কথা, কাজ, চিন্তা ও জীবনাচরণের শুদ্ধতা। মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। সবাই কম বেশি পাপী। তাই আমাদের সবার আহ্বান "স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র *(মথি ৫:৪৮)*।" এই পবিত্র হওয়ার অর্থ হল নিজেকে শুচিশুদ্ধ করার মধ্যদিয়ে যিশুর সান্নিধ্যে বসবাস করা। বর্তমান জগতে দেখা যায় মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। এই সকল ব্যস্ততার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে করতে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। যান্ত্রিকতায় খাপ খাওয়াতে গিয়ে অনেক মানুষ পাপের দিকে চলে যাচ্ছে। এখানে তাকে সচেতন হতে হয় পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করতে হয়। পবিত্র হওয়া শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয়, গোটা স্বত্ত্বায়ই আমাদের পবিত্র হতে হয়। আমাদের চিন্তা, চেতনা, কথা-বার্তা, ধ্যান ধারণা, কাজ-কর্ম যেগুলো মানুষের জন্য মঙ্গলকর নয় তা বাদ দিতে হয়। নিজেকে পাল্টে দিতে হয়। যেন আমি গোটা সত্ত্বায় পবিত্র হতে পারি। যিশুর সান্নিধ্যে সর্বদা থাকতে পারি।

উপবাস কালে প্রার্থনার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আশীর্বাদ আসে। কোন প্রার্থনাই বৃথা যায় না। "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো তা করো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকে ডাক, আড়ালে থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব-কিছু দেখতে পান তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন *(মথি ৬:৫-৬)*।" প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে নয় মানুষের সঙ্গেও মিলন ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রার্থনা করি ঠিকই কিন্তু আমাদের জীবনের পরিবর্তন হয় না। এ রকম হলে আমাদের প্রার্থনা আর ভণ্ড ফরসীদের প্রার্থনা একই রকম। এই তপস্যাকালে যেন আমাদের প্রার্থনা প্রকৃত প্রার্থনা হয়। জীবনের পরিবর্তন হয়। সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপবাসের মধ্যদিয়ে আমি নিজেকে সংযত করি। ত্যাগের মধ্যদিয়ে যেন ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি। শুধু মাত্র খাবারের উপবাস নয়, কথা, চিন্তা ও কাজের উপবাস করতে হয়। দানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়। তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা উপবাস, প্রার্থনা ও দান করি যেন এই সময় আরও বেশি যিশুর সান্নিধ্যে থাকি।

উপবাস কালকে অনেক নামে ডাকা হয়। এই কাল হল তপস্যাকাল, মন পরিবর্তনের কাল, কৃচ্ছতা সাধনের কাল, ত্যাগের কাল, উপবাস কাল, প্রার্থনা করার কাল, দানের কাল, ক্রুশের পথে যাত্রার কাল। যে নামেই এই সময়কে অভিহিত করা হোক না কেন সবগুলো করা হয়ে থাকে যিশুর সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে। যিশুর সান্নিধ্যে থাকতে হলে আমাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হয়। যাদের আমরা দেখতে পারি না, ঘৃণা করি তাদের যেন ভালবাসি, আমাদের মধ্যে অহংকার থাকলে তা যেন চূর্ণ করি। অহংকারের পরিবর্তে যেন নম্র হই, ভোগের পরিবর্তে যেন ত্যাগী মনোভাবাপন্ন মানুষ হই। যাদের ক্ষতি করার চিন্তা করি, তাদের যেন ভাল করতে চেষ্টা করি। পরশ্রীকাতরতা না করে যেন পরের মঙ্গল করি। পরের সমালোচনা না করে যেন পরের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করি। অন্যে ভাল করলে আমি যেন তাকে উৎসাহিত করি। আমরা এই কাজ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছে বসবাস করতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ক্রুশ রয়েছে। কারও জীবনের ক্রুশ ছোট কারও ক্রুশ বড়। আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা নিরাশা, অভাব অনটন, কাজের অভাব, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, যে কোন কাজের ব্যর্থতা এগুলো আমাদের জীবনের এক একটি ক্রুশ। যিশু যেমন ক্রুশ বহন করেছেন, যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন, আমরাও যেন আমাদের জীবনের ক্রুশ বহন করি, যিশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে শক্তি লাভ করি। আমরা যারা বোঝার ভারে ক্লান্ত আমরা যেন যিশুর কাছে আসি। যিশু নিজেই বলেছেন তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দেব। যিশু আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কাছে আসার আহ্বান করেন। তিনি আরও বলেন- যে আমার শিষ্য হতে চায় সে তার ক্রুশ বহন করে আমার অনুসরণ করুক।

মাতামণ্ডলী এই তপস্যাকালে ৪০টি দিন আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা যেন যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। এই তপস্যাকালে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কিছু সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। আমাদের যে সকল দুর্বলতা বা মলিন দিক রয়েছে তা বাদ দিতে পারি। আমার মিথ্যা বলার প্রবণতা থাকলে বাদ দিতে পারি, ধুমপানের অভ্যাস থাকলে বর্জন করতে পারি, পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকলে যত্নবান হতে পারি, মোবাইলে বেশি কথা বলার প্রবণতা থাকলে পরিমিত কথা বলতে পারি, মোবাইলে গেমস খেলায় আসক্ত থাকলে বাদ দিতে পারি, মোবাইলে মন্দ কিছু দেখার অভ্যাস থাকলে বাদ দিতে পারি, ঘৃণা করার প্রবণতা থাকলে ভালবাসতে পারি, যাদের সাথে কথা বলি না আমি উদ্যোগী হয়ে কথা বলতে পারি, অনেক দিন ধরে ক্ষমা করতে না পারলে ক্ষমা করতে পারি, ভোগ করার প্রবণতা থাকলে ত্যাগী হতে পারি, অপচয়ের প্রবণতা থাকলে মিতব্যয়ী হতে পারি, উদার মনোভাব না থাকলে উদার হতে পারি, অন্যকে দান করতে সাহায্য করতে পারি। আমার পরিবারের মানুষকে সময় দিতে পারি, একসাথে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা করতে পারি। সময়ের অপচয় করার মনমানসিকতা থাকলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারি। মোট কথা আমার যে সকল বদভ্যাস রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে ভাল কাজ করতে পারি। এগুলোর চর্চার মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বসবাস করতে পারি। নিজের জীবন প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারি। অন্যকেও উৎসাহিত করতে পারি।

উপবাস কাল আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি বিশেষ সময়। এই সময় আমরা যেন প্রকৃত উপবাস, প্রার্থনা ও দান করতে পারি। মানুষ ও ঈশ্বরের আরও সান্নিধ্যে আসতে পারি। নিজের জীবন প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারি। পাওয়ার পরিবর্তে মানুষকে আরও বেশি করে দিতে চেষ্টা করি। নিজের ক্রুশ বহন করি, যিশুর ক্রুশ থেকে শক্তি লাভ করি। অন্যকে ক্রুশের পথে হাঁটতে উৎসাহিত করি। আমি নিজে যিশুর সান্নিধ্যে থাকি অন্যদেরও যিশুর সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি॥ ❑

সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম

সুনীল পেরেরা

মৃত্যুর পূর্বে শেষ রাতে, যিশু তার শিষ্যদের নিয়ে গেৎসিমানী বাগানে এলেন প্রার্থনা করতে। বললেন, "জেগেই থাকো, প্রার্থনা করো যেন প্রলোভনে না পড়ো।" একটু পরেই ক্লান্ত শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়ে। যেমনটি আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই। তাঁর অবাধ্য হয়ে শয়তানের প্রলভনে পড়ি। অন্যদিকে যিশু কাঁদছেন আমাদের বিশাল পাপের বোঝার কথা স্মরণ করে। মানুষের সমস্ত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেই তাকে ক্রুশের কষ্টময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এসব জেনেও তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণ করতেই বিনম্রভাবে বললেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

ইচ্ছে করলে যিশু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। মারমুখো জনতার মধ্যদিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারতেন অক্ষত দেহে। কিন্তু তাহলে বেদনার পেয়ালায় চুমুক দেবে কে? সর্বোপরি পিতার অনুগত, ঈশ্বর ইচ্ছার প্রতিমূর্তি।

বিশ্বাসঘাতক যুদাসের লোভের কারণে যিশু ধৃত হলেন। মহাযাজক কাইফার গৃহ-প্রাঙ্গণে চলে সারারাত অমানুষিক নির্যাতন। প্রহারে প্রহারে এমন ক্ষত-বিক্ষত হলো যে, যিশু আর উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না। চলে মহাসভার বিচার। কিন্তু কোনো আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার মহাসভার নেই। তাই তারা যিশুকে রোমান শাসক পিলাতের বিচারালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

ধূরন্দর শাসক পিলাত। একদিকে ইহুদিদের প্রচণ্ড দাবী যিশুর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে এই সম্রাটের প্রতিনিধি। রোমান আদালতে বিচার চাইতে হলে চাই নির্দিষ্ট অভিযোগ, চাই প্রমাণ, চাই সাক্ষ্য।

ইহুদিরা যিশুর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনল। **প্রথমঃ** লোকটা আমাদের জাতিকে বিকৃত করেছে; **দ্বিতীয়ঃ** লোকটা মহান সম্রাটকে কর দিতে বারণ করেছে; আর **তৃতীয়ঃ** এই ধর্মদ্রোহী নিজেকে ইহুদিদের রাজা এবং ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছে। প্রথম অভিযোগ অস্পষ্ট, দ্বিতীয় অভিযোগ অসত্য। যিশু বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" তৃতীয় অভিযোগই গুরুতর। এটা রাজদ্রোহের সামিল। পিলাত তা উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে যিশু নিজে বিচার সভায় স্বীকার করেছেন তিনি রাজা। কিন্তু দুর্বলচিত্ত পিলাত নানা ফঁন্দি এটেও যিশুকে মুক্তি দিতে পারেনি। জনতার উত্তেজিত গর্জনের কাছে পরাভূত হলেন তিনি। শেষ চেষ্টা ছিল, যিশুকে বেত্রাঘাত করে ছেড়েই দেবেন। রোমান সৈন্যদের হাতে শুরু হয় পৃথিবীর সব চাইতে ঘৃণ্যতম ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। যিশু নীরব, নিথর, অচঞ্চল। এতেও ইহুদিদের মন ভরল না। তাদের এক দফা, এক দাবী যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু। কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছে।

এতেই পিলাত ভয় পেয়ে গেল। সত্যিই যদি তাই হয়। লোকটা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে। অথচ যিশুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা হলো ঈশ্বর নিন্দার সামিল। যার একমাত্র শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড।

পরাজিত, অসহায় পিলাত অবশেষে জলে হাত ধুয়ে যিশুকে ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দিল ক্রুশীয় দণ্ড বিধানে। হাত ধুলেই দায়িত্ব মুছে ফেলা যায়? পিলাতের নীতিবোধ, তার বিচার বুদ্ধিতে, তার বিবেকে এমনকি তার স্ত্রীর স্বপ্নও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে যিশুর প্রতি কঠোর দণ্ড না দিতে। তবুও সে পারল না, জনতার দাবীর কাছে পরাজিত হলো। মিথ্যার কাছে সত্যের পরাজয়। এখন জলের- ছলনা করলে কী হবে, রক্ত না থাকলেও তার হাত থেকে রক্তের দাগ ওঠে যাবে না। চোখের জল ছাড়া শুধু জলে কি দাগ ওঠে? পিলাত ক্ষমতালোভী এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির অসহায় নায়ক।

যিশু নিজেকে কখনো বলেছেন মনুষ্যপুত্র, কখনো ঈশ্বরপুত্র। যিনি মনুষ্যপুত্র তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। মানবী আর ঐশী দুই বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নয়, যিশুতে এক সত্ত্বা। যিনি ঈশ্বর পুত্র তিনিই ঈশ্বর। যিশু নরায়িত ঈশ্বর। যিশু ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরের বিষয় জানাতে নয়। স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরকে জানার অর্থই ঈশ্বরকে ভালবাসতে জানা। যিশুর মধ্যদিয়েই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই। যে ঈশ্বর নিস্বার্থভাবে শুধু দিলেন, প্রতিদানে কিছুই চাইলেন না। ঈশ্বর অহর্নিশ ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। "পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত যারা, আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের শান্তি দেব, তোমাদের ভার মোচন করব।" সমাজ-সংসারে যারা মূল্যহীন, ঈশ্বরের কাছে তাদেরও দাম আছে। এমনিতে যে তুচ্ছ সেও ঈশ্বরের বরণীয়।

আমাদের পাপের বোঝা বহন করে যিশু কালভেরীর পথে কত কষ্ট করেছেন, কত লাঞ্ছনা, কত ধিক্কার, কত উপহাস সহ্য করেছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা, চাবুকের প্রহার আর সূর্যের প্রখর তাপে প্রভুর পা কাঁপছে থর থর করে। তবু সৈন্যরা তাকে টেনে, হিচড়ে নিয়ে গেল কালভেরী পাহাড় চূড়ায়। জনশ্রুতি রয়েছে, আদি পিতা আদমকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

যিশুর হাত ও পা পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হলো ক্রুশের উপর। তারপর দু'জন দস্যুর মাঝে ক্রুশটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। মৃত্যুর চরম মূহুর্তেও যিশু পাপীদের সঙ্গী হলেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বিস্ময়কর বাণী, "পিতা এদের ক্ষমা কর। এরা কি করছে তা এরা জানে না।" যে শত্রুরা তাকে মৃত্যুর জন্যে ক্রুশে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যারা তাকে কষাঘাতে রক্তাক্ত করেছে , তাদের প্রতি কোন ক্ষোভ নয়, ক্রোধ নয়, অভিশাপ নয়। তাদের প্রতি ক্ষমা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এই তো যিশুর হৃদয়, ক্ষমাশীল পিতার কোমল হৃদয়।

পৃথিবীর মানুষেরা জানে না তারা কি করছে। একদিন সমস্ত পৃথিবীই জানবে ঐ ক্রুশের অর্থ কী, কী এর ইঙ্গিত। সেদিন শুধু অত্যাচারী মানুষের লজ্জা ও কলঙ্কই দেখবে না, দেখবে মানুষের জন্য ঈশ্বরের আত্মদান। তাই দেখে মানুষও জগত জুড়ে উৎসর্গের মহোৎসবে মেতে উঠবে।

যিশু তীক্ষ্ণতম মৃত্যু যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন আর তারই ক্রুশের নীচে বসে তার গায়ের জামাটা নিয়ে সৈন্যরা জুয়া খেলছে। এত বড় নির্মম উদাসীনতার দৃশ্য আর কী হতে পারে? ঈশ্বর আর্তনাদ করছেন আর আমরা মদগর্বিত সভ্য মানুষের দল তাকিয়েও দেখছি না। কে কোন ভাগের বস্তুটা আয়ত্ব করব তারই প্রাণান্ত চেষ্টা। ঐ জামাটা যিশুর মা মারীয়া যিশুকে হাতে বুনে দিয়েছেন। বাড়ি ছেড়ে বেরুবার আগে এটিই তার মায়ের শেষ উপহার।

মা! যাকে সবাই পরিত্যাগ করেছে মা কিন্তু তাকে ছাড়তে পারেননি। যিশুর আর কেউ না থাক, মা আছেন। মারীয়া এই ছেলেকেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। ত্রিশ বছর মায়ের সাথে সংসারের সমস্ত কাজ করেছেন। "আমার ডাক এসেছে" এই বলে তিন বছর আগে সেই যে বাড়ি ছেড়েছেন, মা কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেন নি। সোনার বরণ দেহটি রোদে পুড়ে কেমন কালো হয়ে গেছে। জনতা উপহাস করছে কতভাবে। মারীয়া শুনতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না। তার মনে হচ্ছে বড় বড় ধারালো পেরেক যেন তার বুকের পাঁজরে বিদ্ধ হচ্ছে। তিনি মা অথচ তার সাধা নেই পুত্রের কপালে হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দেন, এক চুমুক ঠান্ডা জল খাওয়ান তৃষ্ণার্ত পুত্রকে। মারীয়ার মুখে ভাষা নেই, চোখে অশ্রু নেই, যেন শোক প্রতিমার প্রস্তর মূর্তি। এই মা-ই যিশুর শেষ আশ্রয়, সেই মাকেও তিনি আমাদের জন্য বিলিয়ে দিলেন। দিলেন পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের লালন পালন করতে। মারীয়া যেমন যিশুর মা, তাই মারীয়া আমাদেরও মা।

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের নিজেদের ভাষায় অবদান

ফাদার সুশীল লুইস

পৃথিবীতে ৩০ কোটির অধিক লোক বাংলায় কথা বলে। ইতিহাস, গুণ, মান, গভীরতা হিসাবেও বাংলা এক সম্পদশালী ভাষা। সেদিক থেকে বাংলার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য, গভীরতা, সৌন্দর্য, গুরুত্ব, ইতিহাস, মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা প্রায়ই বাংলা ভাষার বিষয়ে স্মৃতিচারণসহ অনেক কথা বলে থাকি, বিচিত্রানুষ্ঠান করে থাকি। তবে ভাষা প্রসঙ্গে কে, কী করতে পারি, কখন কীভাবে করতে পারি সেটি হল এক বড় বিষয়। শুধু মুখে অনেক কথা বলা নয়, তবে ভাষার বিষয়ে জরুরীভাবে করা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় খুব সহজে বার-বার সবার সামনে আসতে পারে। **যেমন:**

আমরা অনেক ইংরেজি শিখি, পড়ি, লিখি, আয়ত্ত করি, কিন্তু কেন বাংলাকে গুরুত্ব দিব না? নিজেরা কেন নিজেদের দেশের ভাষায় বিভিন্ন কিছু লিখি না, পড়ি না, বলি না, করি না, করতে পারলে, লিখতে পারলে তখন নিজের ভাষায় সব হতে পারত। নিজেদের ভাষায় কেন বিভিন্ন কিছু সংশোধন করব না, অন্যদের কাছে ভাষাসম্পদ প্রকাশ করব না? সেদিক থেকে অনেক গুরুত্বসহ সবাইকে বার বার বলতে হবে; আগে নিজেরা যথাযথ বাংলা শিখি, তারপর ইংরেজি শিখি, লিখি ও পড়ি।

অন্য দেশের মানুষ নিজেদের ভাষায় সব করেন। আমরা শুধু প্রায়ই ইংরেজিপ্রেমের প্রথমসারির পথযাত্রী। ভিয়েতনাম, কোরিয়া, জাপান, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মানুষ যদি নিজেদের ভাষায় সব করতে পারে তবে কেন আমরা সেভাবে সব করতে পারব না?

যদি সত্যিই চাই ও চেষ্টা করি তবে বাংলায়ও দেশের ভাষাসমূহে অনেক কিছু করা যাবে। যেমন ধর্মের অভিধান, ধর্মকোষ, বিশ্বকোষ, মণ্ডলীকোষ, ইতিহাস, দর্শন, ঐশতত্ত্ব, সাধুচরিত ইত্যাদি। আমার মতে এগুলি করা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দায়িত্ব।

এসব বিষয়ে আরো চিন্তা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও সঠিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। তারপর তথ্য সংগ্রহ করে সমাজের লেখকেরা নিজে নিজে এবং বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে আরো লিখতে চেষ্টা করা দরকার।

বাংলা হল নিজেদের ভাষা এটিতেই আমরা যেমন তেমন করে বলি, লিখি, শিখি তখন ইংরেজির বিষয়ে আর কি বলা যাবে? বাংলা ভাষায় আমাদের অনেক কাজ করতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে, ভালভাবে লেখালেখি করতে হবে, সঠিক উচ্চারণে সুন্দরভাবে বলতে হবে, সেজন্য অনেক সাধনা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন। এখানে সবার বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরী যে, যেকোন ধারণায় পরিচালিত হয়ে ভাষায় নিজের খুশিতে বানান লেখা কিন্তু কোনভাবেই বর্তমান কালের "ফ্যাশন" নয়। শব্দের বানান তার নিজস্ব ধরনেই চলবে সবার সেটা সচেতন হওয়া উচিৎ।

আমাদের দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে যেসব লেখা প্রকাশিত হয় সেসব সর্বসাধারণের পাঠের ব্যবস্থা রাখা ও সেগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেসব মূল্যালন করা ও স্বীকৃতি দেয়া দরকার। এভাবে আমাদের অনেক মূল্যবান ঐতিহ্য ও সম্পদ সংরক্ষিত হবে, পরবর্তী বংশধরগণ যুগে যুগে সেসব জানবে ও সংস্কৃতিবান মানুষ হবে।

ভক্তদের মধ্যে যেসব কথা, ভাষা, লেখা, বই, নাটক, বর্ণমালা, পালাগান, কষ্টের গান, কীর্তন, রীতিনীতি, আচরণ, সামাজিকতা আদবকায়দা প্রভৃতি ঝাঁপসা হয়ে যাচ্ছে। বা কোনভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সেসব লেখায় সবার প্রচেষ্টায় সযত্নে রক্ষা করা জরুরী। একটি উদাহরণ ব্যবহার করছি: ছোটবেলায় শুনেছি মৃতব্যক্তিদের ঘরে রাতভর এবং কবরদানের শোভাযাত্রাকালে অনেক গান/কীর্তণ করা হতো, অনেক স্থানে সেসব আজ ইতিহাসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সমাজ/মণ্ডলীর পক্ষে এসব মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ করার কি কোন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ থাকতে পারে?

আমাদের ধর্মীয় অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে আছে সেসব গবেষণায় বের করে একটি সুন্দর বই হতে পারে। একইভাবে আমাদের ধর্মীয় নাম ও সেসবের অর্থগুলি নিয়েও মূল্যবান লেখা আসতে পারে। তাহলে অনেক মানুষ আমাদের বিষয়ে আরো ভাল জানতে পারবে।

আমাদের খ্রিস্টভক্তদের সংস্কৃতি-জীবন, বিশেষভাবে আদিবাসীদের বিষয়ে অনেক সুন্দর লেখা আসতে পারে। আর সেজন্য ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী সবাই সচেতন হয়ে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারেন।

নিজেদের ভাষায় উপাসনা করা, উপাসনার বই রচনা ও অনুবাদ করা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। একই সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষা, আদেশ, নির্দেশ স্ব-স্ব মাতৃভাষায় করলে সেসব মানুষের প্রাণে দাগ কাটবে, উপরন্তু অন্যরা সেসব জানবে, বুঝবে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কাজ করতে হবে।

অনেককে নিজের ভাষায় স্ব-স্ব বিষয়ে অনেক লিখতে হবে, ভাল লিখতে হবে, বেশি প্রকাশ করতে হবে। তাহলে দেশের বহু মানুষ আমাদের বিষয়ে জানবে, বুঝবে আর আমাদের বিদেশী বলবে না বরং আমাদের কাছাকাছি আসবে, সুসম্পর্কে বাস করবে।

ভাষার মাসে আমরা সবাই সচেতন হই, আর নিজেদের ভাষায় গবেষণালব্ধ মূল্যবান অনেক কিছু প্রকাশ করার পদক্ষেপ নেই তাহলে ভাষার শহীদদের আমরা উপযুক্ত সম্মান দেখাতে পারব আর নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারব। সেজন্য আমাদের পবরর্তী বংশধর আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমরা না থাকলেও আমাদের লেখা পড়ে তারা পথের দিশা ও আলোময় জ্ঞান লাভ করবে। সফল হোক যার যার মাতৃভাষার জয়যাত্রা॥ ❑

মায়ের ভাষা মাতৃভাষা

মানুয়েল চাম্বুগং

২০০০ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মধুরতম ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন এ প্রতিষ্ঠান। বিষয়টি বাঙালি জাতির জন্য গৌরব ও আনন্দের একটা দিক। এই গৌরার্বোজন আমরা পেয়েছি আমাদের দেশের সোনার ছেলে সালাম, রফিক, বরকত ও জব্বার প্রমুখসহ আরো নাম না জানা অনেকের তাজা রক্তের বিনিময়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময়ই তাদের উৎসর্গকৃত এই রক্তের মূল্য দিতে পারছি না। আধুনিক সংস্কৃতির বেড়াজালে ও আধুনিকতার নামে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভাষাকে হারাতে বসেছি। বিশেষ করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের জীবন চিত্রে তাকালে দেখতে পাবো, আজ অনেক জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। আদিবাসী ভাইবোনদের মনে আজ প্রশ্ন, বাংলা যদি এদেশের মাতৃভাষা হয় তাহলে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের মায়ের ভাষা কি তাদের কাছে মাতৃভাষা নয়? মাতৃভাষা প্রসঙ্গে লেখিকা সেলিনা হোসেন বলেন, "একজন ব্যক্তির মা যে ভাষায় কথা বলেন সেটিই তার মাতৃভাষা। আমাদের দেশে কোটি কোটি মা আছেন, যারা তাদের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলতে পারে না। তাদের সন্তানদের মাতৃভাষা, তাহলে সেই আঞ্চলিক ভাষাই, অন্য ভাষা নয়। কিন্তু এই সব সন্তানেরা কালক্রমে অন্য ভাষা আয়ত্ব করতে পারে, বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলের ভাষায় কথা না বলে প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং সে আঞ্চলিক ভাষা ভুলে না গেলেও প্রধানত জীবন-যাপনে প্রমিত বাংলা ভাষাই ব্যবহার করতে পারে।"

লেখিকা এখানে যে জিনিসটি বলতে চেয়েছেন সেটি হলো, মায়ের কাছ থেকে সন্তান যে ভাষাটি শিখে সেটিই তার মাতৃভাষা। একজন বাঙালির মাতৃভাষা যেমন বাংলা তেমনি একজন গারোর মাতৃভাষা হচ্ছে; তার মায়ের কাছ থেকে যে ভাষাটি শিখেছে সেই গারো ভাষা। বাংলা হলো তাদের কাছে রাষ্ট্র ভাষা। যে কথাটি বলছিলাম, গারো ভাষার মতো এদেশে ৫০টিরও অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি আজ বিলীন হওয়ার পথে। তাদের প্রাণের ভাষা কেন হারিয়ে যাচ্ছে, খুঁজলে আমরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও কারণ দেখতে পাবো। নিম্নে প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করছি:

- ❖ নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করা।
- ❖ পরিবারে মায়ের ভাষায় কথা না বলা।
- ❖ পারিপার্শিক প্রতিবন্ধকতা, কাজে-কর্মে, স্কুল-কলেজে মাতৃভাষা চর্চা করার পরাধীনতা।
- ❖ মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করা।
- ❖ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকায়।
- ❖ মিশ্র বিবাহ।

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুকে গারো ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "রিপেং নাম্মে দংআমা (বন্ধু কেমন আছ?)" মিষ্টি হাসি দিয়ে সে বাংলায় বললো, এই তো বন্ধু ভাল আছি, তুমি ভাল আছোতো?" "ভাল ছিলাম কিন্তু এখন ভাল নেই।" "কেন?" "কেন আবার এই যে তোমাকে কত সুন্দর করে গারো ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি বাংলায় চট করে উত্তর দিলে। আচ্ছা দোস্ত তুমি কি গারো ভাষা বলতে পারো না?" "পারি তবে বলতে লজ্জা লাগে।" বন্ধুর মুখে মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা লাগে কথাটি শুনে নিজেও খুবই কষ্ট পেলাম। মনে মনে মহাকবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের ভাষায় বললাম, "মাতৃভাষায় যার অধিকার নেই; সেই সব মানুষের নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেওয়াকে আমি ঘৃণা করি।" মাতৃভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে, তুচ্ছভাবে মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'বঙ্গবাণী' কবিতায় তাদেরকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন:

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ না যায়।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।"

কবিতার এই পঙ্কতিমালায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কবির সময়ও স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা ছিল। কবি হাকিম অনেকটা আক্ষেপ করে এই সমস্ত মানুষদের উদ্দেশে বলেছেন, "বঙ্গ দেশে জন্মগ্রহণ করে যাদের বঙ্গভাষার প্রতি মমত্বহীন তাদের জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ হয়। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি যাদের মমতা নেই, তাদের এদেশ ত্যাগ করাই উত্তম। পিতা-মাতামহের জন্ম যে দেশে হয়েছে তাদের ভাষার চেয়ে মধুর ভাষা আর কি হতে পারে!" তাই মাতা-পিতার কাছ থেকে যে ভাষা পেয়েছি সেই ভাষাকে সম্মান করে চলা ও রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কেননা মায়ের ভাষার সাহায্যেই আমরা যেকোনো বিষয়ে খুব সহজেই অন্তরোপলব্ধি করতে পারি এবং অন্যের কাছে মনের কথা সম্পূর্ণভাবে ও সাবলীলভাবে ব্যক্ত করতে পারি। অন্য কোনো ভাষা দিয়ে যেটা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর জন্য সবসময় সবারই মনে রাখা দরকার কোন জাতি যদি তার মাতৃ ভাষাকে কোনো ক্রমে হারিয়ে ফেলে তাহলে সে জাতির অস্থিত্ব বলে কিছুই থাকে না। কারণ ভাষাবিহীন কোন জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য টিকে থাকা অসম্ভব। মূলত এর জন্য আমরা শুনে থাকি। জাপান, কোরিয়া, চীন, ইতালী, বেলজিয়াম ও জার্মানি প্রভৃতি দেশসমূহ আরো অনেক দেশে পড়তে গেলে বা কাজ করতে গেলে, যে যাবে তাকে অবশ্যই সেদেশের ভাষা শিখতে হবে। নইলে কেউই সেদেশে পড়তে বা কাজ করতে পারবে না। এর কারণ একটাই তারা তাদের মাতৃভাষাকে এতটাই ভালবাসে যে ইংরেজী বলতে পারলেও তারা বলে না। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা উদাহরণ দিতে চাই। অনেক দিন আগে একটা বই-এ জেনেছিলাম, বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় কিছু আবিষ্কৃত হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিদেশে গিয়ে সে সম্পর্কে জেনে আসেন এবং নিজ দেশে নিজের মাতৃভাষায় ছাত্রছাত্রীদের সে বিষয়টি শেখান। এটাই প্রমাণ করে তারা কতটুকু নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিদেশের অনেক দেশেই বিভিন্নভাবে কার্যক্রম নিয়ে থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও দেখি প্রতিটি প্রদেশেই তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষায় ছেলেমেয়েদেরকে পড়ান। বাংলাদেশ সরকারও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের মাতৃভাষায় পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যে পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়েল বই মুদ্রিত হয়েছে। তবে সত্য কথা হলো এখন পর্যন্ত এর তেমন আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না। মাতৃভাষাকে ধরে রাখার জন্য আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি।

১. পরিবারে মাতৃভাষায় কথা বলা।
২. যেভাষায় প্রশ্ন করা হয় সেই ভাষায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা।
৩. নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া ও ভালবাসা।
৪. মায়ের ভাষায় গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করা।
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
৬. পুণ্য উপাসনায় বা প্রার্থনানুষ্ঠান নিজস্ব ভাষায় পরিচালনা করা।
৭. নিজস্ব ভাষার বর্ণমালা ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া।
৮. নিজে সচেতন হয়ে অন্যকেও সচেতন করা। ❑

তথ্যসূত্র

১. শফি, মুহম্মদ: *ভাষা আন্দোলন ঃ আগে ও পরে*, বিদ্যাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
২. হোসেন, সেলিনা: *একুশের প্রবন্ধ ২০০০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
৩. দৈনিক জনকণ্ঠ॥

পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট

ড. আলো ডি'রোজারিও

আমাদের গ্রামের আমার বেশ কাছের একজন তার ছেলেকে বিয়ে করাবে শুনে জানতে চাইলাম- তো ছেলের বিয়েতে বাজেট কত? বেশি না, দুই লাখ, অলংকার বাদে, অলংকার সব ছেলের শ্বশুর বাড়ি থেকে দিবে- তিনি হেসে উত্তর দিলেন। তার আয়ের তুলনায় খরচের পরিমাণ বেশ বেশি মনে হওয়ায় আমি তাকে আরো একটা প্রশ্ন করলাম- টাকা হাতে আছে না যোগাড় করতে হবে? কিছু আছে, কিছু যোগাড় করতে হবে- হাসি হাসি মুখে তিনি আবারো উত্তর দিলেন। সে বিয়েতে আমার দাওয়াত ছিল। অফিসের কাজে দেশের বাইরে থাকাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

বিয়ের কয়েক মাস পরে আবার তার সাথে দেখা হওয়াতে তিনি নিজে থেকেই বললেন- ছেলের বিয়েতে শেষ পর্যন্ত তার খরচ করতে হয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা। নিজেদের সঞ্চয় ছিল লাখ খানেক, ঋণদান সমিতি হতে ঋণ নেয়া হয়েছে এক লাখ, বাকী টাকা মাসিক সুদে দুই মহাজনের কাছ হতে নিয়েছেন। তিনি আফসোস করে আরো বললেন- এত টাকা যে খরচ হয়ে যাবে আগে তারা বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলে প্রথম থেকেই খরচ কম কম করতেন। আমি তাকে বললাম- বিয়ের আগে একটা বাজেট করলে বুঝতে পারতেন কী রকম খরচ হতে পারে। বাজেট আবার কী?- তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

আমাদের বাড়ীতে দক্ষিণের ভিটায় সামনে ছোট বারান্দাসহ একটি সেমিপাকা ঘর দেবার সময় আমি তিন তিনটা বাজেট তিন জনের কাছ হতে নেই। প্রথম জন ঘরের আকার-আয়তন জেনে মুখে মুখে হিসেব করে বললেন- দেড় লাখ টাকার মতোন লাগবে। কোন খাতে কত টাকা লাগবে তা বিস্তারিত তিনি দিলেন না। তবে তিনি বললেন, কাজ শুরু করলে বুঝতে পারবেন কোন জিনিস কী পরিমাণ লাগবে। দ্বিতীয় জন সেই একই আকার-আয়তনের ঘরের বাজেট দিলেন, এক লাখ ২৬ হাজার টাকার। জিনিসপত্রে কত টাকা লাগবে ও মজুরী বাবদ কত দিতে হবে, তা তিনি আলাদাভাবে উল্লেখ করলেন। এরচেয়ে বিস্তারিত আর কিছু দিলেন না।

তৃতীয়জন বাজেট দিলেন ৮৭ হাজার টাকার এবং তিনি তার বাজেটে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলেন- কতখানা ইট লাগবে, কয় বস্তা সিমেন্ট ও কয় ঘনফুট বালুর প্রয়োজন হবে,

রড লাগবে কত টন...। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করলেন- একজন রাজমিস্ত্রী কয় রোজ কাজ করবেন, তার সাথে কতজন করে হেলপার মোট কত রোজ থাকবেন এবং তাদের দিনপ্রতি কত টাকা করে দিতে হবে। আমি তৃতীয় জনকে ঘরের কাজটি করতে দিয়েছিলাম কারণ তার হিসেব করা বাজেট ছিল বিস্তারিত, বেশি স্বচ্ছ ও টাকার পরিমাণে সবচেয়ে কম। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সেই সেমিপাকা ঘরটি তৈরী করতে আমাদের লেগেছিল ৯২ হাজার টাকা। যেকোন বাজেট মোটের ওপর ১০ শতকরা এদিক সেদিক হতেই পারে। সেই সময়ের এই অভিজ্ঞতা আমাকে জীবনভর বাজেট-নির্ভর থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাজেট করাটা আমাদের বুঝতে সহায়তা করে- আমাদের ছোট বা বড় যেকোন কাজে সম্ভাব্য মোট কত খরচ হতে পারে। শুধু কী তাই? মোট খরচের টাকা কোন কোন উৎস হতে আসবে সেটারও আগাম ধারণা বাজেটে রাখা যেতে পারে। আর খাতওয়ারী বিস্তারিত খরচের একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যে সম্ভব তা তো ইতোমধ্যে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নাকি আমাদের ঘর তৈরী করেছিলেন সেই তৃতীয়জনের দেয়া বাজেটে। এই পর্যন্ত এই লেখা পড়ে আমরা চেষ্টা করলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারব- বাজেট হ'ল আর্থিক পরিকল্পনা যেখানে কোন কাজ বা উদ্যোগের মোট সম্ভাব্য খরচসহ খাতওয়ারী খরচের বিস্তারিত বিবরণ থাকে, এটাকে খরচের বা ব্যয়ের বাজেট বলা যায়। সেসাথে থাকে আয়ের বিভিন্ন উৎস উল্লেখসহ মোট সম্ভাব্য আয়, এটাকে আয়ের বাজেট বলা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খরচ বা ব্যয়ের বাজেট করা হয়, আয়ের বাজেট করা হয় না। বাজেটের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভুল বা দুর্বলতা। এই ভুল বা দুর্বলতার বাজেট গ্রামের বিয়ের ক্ষেত্রে বেশ দেখা যায়। কোন কোন বিয়ের ক্ষেত্রে তো কোন বাজেটই করা হয় না। আগেভাগে বাজেট না থাকলে যে কী ঘটে তেমন একটি বিয়ের ঘটনা তো ওপরে উল্লেখ করেছি।

আগেভাগে বাজেট করলে যেকোন কাজ বা উদ্যোগ বাস্তবায়ন সহজ হয়। অনুরূপভাবে, পারিবারিক বাজেট করলে পারিবারিক সমস্ত আয়-ব্যয় হিসেবে এনে ভেবে-চিন্তে চলা যায়। পারিবারিক বাজেট সাধারণত এক বছরের জন্য হয়, তাই এর নাম- বার্ষিক পারিবারিক বাজেট। বার্ষিক পারিবারিক বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খরচের খাতসমূহ এইভাবে থাকতে পারে: **(ক)** সঞ্চয় **(খ)** ঋণের কিস্তি দেয়া- ঋণ থাকলে **(গ)** ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে **(গ)** ঘরভাড়াসহ অত্যাবশ্যক বিল (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইত্যাদি) প্রদান- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে **(ঘ)** খাবার-দাবার **(ঙ)** যাতায়াত **(চ)** চিকিৎসা **(ছ)** বিনোদন **(জ)** পোশাক, ইত্যাদি।

উল্লেখ করা ভালো যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলতে বুঝায়– অবশ্যই করতে হবে এবং

অন্য অনেক কিছুর আগে করতে হবে। তাই, সবার আগে সঞ্চয় করতে হবে এবং তা হবে সাধ্য অনুযায়ী, যত কমই হোক না কেন। এরপর ঋণ থাকলে ঋণের কিস্তি ফেরত দিতে হবে। বাকী খাতসমূহ স্কুলের বেতন দেয়া দিয়ে শুরু করে পর্যায়ক্রমে আসবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পরিবর্তন হতে পারে, যেমন– পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকলে চিকিৎসা খাত অগ্রাধিকার পাবে। যেমন প্রতিটি মানুষ আলাদা, তেমনি প্রতিটি পরিবারও আলাাদা। সেই কারণে প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা, তাদের বয়স, প্রকৃত আর্থিক পরিস্থিতি, বাস্তব প্রয়োজন এবং সম্পদ ও আয় বিবেচনায় এনে বাজেট তৈরী করতে হয়।

কয়েকবার ইন্দোনেশিয়া যাবার সুবাদে দেখেছি সেখানে প্রতি পরিবারে রয়েছে বার্ষিক বাজেট, আছে গ্রাম ভিত্তিক দ্বিবার্ষিক বাজেট, প্যারিশে রয়েছে ত্রিবার্ষিক বাজেট। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজেট করা হয় অংশগ্রহণমূলক ভিত্তিতে অর্থাৎ সকলের অংশগ্রহণে। পারিবারিক বাজেট তৈরী করতে পরিবারের ১২ বছর বা এর অধিক বয়সের সকলে এক সাথে বসেন, আলোচনা করে স্থির করেন সকল খাত, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। তারপর সকলে মিলে হিসেব কষে দেখেন তাদের পরিবারে মোট সম্ভাব্য আয় কত হতে পারে, কে কীভাবে আয় করবে তা-ও আলোচনায় জানা হয়ে যায়।

সম্ভাব্য আয়ের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন খাতের জন্যে টাকার পরিমাণ স্থির করা হয়। এই বাজেট প্রক্রিয়া এতই স্বচ্ছ যে সবার সব কিছু জানা থাকে, কিছু না কিছু আয় করতে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়, বাজেটের বাইরে খরচ করার চিন্তা তেমন একটা কেউ করেন না। সকলে আন্তরিক থাকেন পারিবারিক বাজেট অনুসরণ করতে কারণ এই বাজেটকে তারা দেখেন পারিবারিক মান-সম্মানের বিষয় হিসেবে। প্রতি ধর্মপল্লীতে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী ভাই-বোন আছেন যারা পারিবারিক বাজেট তৈরী করতে প্রথম দিকে বিভিন্ন পরিবারকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক পরিচর্যার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কাজে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক প্যারিশ কমিটি বা প্যারিশ কাউন্সিল পারিবারিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পারিবারিক প্রশিক্ষণের একটি অংশে পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়।

এই পারিবারিক প্রশিক্ষণগুলো সেখানে পাড়া কেন্দ্রিক আয়োজন করা হয়, যাতে ঐ পাড়ার প্রতিটি পরিবারের সকল বয়স্ক ব্যক্তি অংশ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়- আড়াই থেকে তিন ঘন্টা করে তিন দিন, প্রতিদিন সন্ধেবেলা। প্রার্থনা দিয়ে শুরু ও একটু গান-বাজনা বা রসালাপ দিয়ে শেষ, মাঝখানে থাকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা। সেদেশে কোন কোন বেসরকারী সংস্থাও এই পারিবারিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

আমাদের দেশেও পারিবারিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে মানব উন্নয়ন গঠনমূলক বিষয়াদির সাথে থাকবে পারিবারিক বাজেট তৈরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতাসহ দক্ষতা বৃদ্ধির অনুশীলন। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় পারিবারিক বাজেট তৈরী করে তা অনুসরণ করলে প্রয়োজনীয় খরচে মিতব্যয়ী হওয়া যাবে ও অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দেয়া যাবে। তাতে পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুপরিকল্পিত হবে, কমবে আর্থিক দুর্যোগ। আমাদের পালকীয় কমিটি/পরিষদ সদস্যগণ এই পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে পারেন॥ ❑

MATHBARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা **মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড** এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ০৫/০২/২০২১ তারিখের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **৩০/০৪/২০২১ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর **বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন** ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যালয় জুবিলী ভবনের স্বর্গীয় আগষ্টিন ছেড়াও স্মৃতি অডিটোরিয়াম হল রুমে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের সদস্যগণ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচী:

১. ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের নির্বাচন।

সংযুক্ত : উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা এদতসংগে প্রকাশ করা হলো। অত্র খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানতে হবে। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রনি আন্তনী রোজারিও
সেক্রেটারি

সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও
চেয়ারম্যান

অনুলিপি:
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১. সকল সদস্য/সদস্যা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ;
২. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর;
৩. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর ও
৪. নোটিশ বোর্ড।

বিপ্র/৪৬/২১

আপনি ও আপনার সন্তান

শৈবাল এস গমেজ

১৫ বয়সের সৃজু খুব হাসিখুশি স্বভাবের ছেলে। সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। সৃজুর এখন বাড়ন্ত বয়স। এ সময় ওর মনে অনেক কিছুর পরিবর্তন দেখা যায় । অনেক জায়গায় নিজের মতামত দিতে চায়, একটু নিজেকে বড় বড় ভাবে, মেয়েদের দেখলে একটু মনের মধ্যে কি রকম জানি বেতালের বাঁশি বাজে প্রভৃতি লক্ষণ। বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত থাকে নিজেদের কাজে। বাবা সারাদিন অফিস করে আর মা সারাদিন তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সৃজু থাকে তার নিজের মতোই। মধ্যবিত্ত পরিবারে আর যা হয়।

একদিন সৃজু বন্ধুদের পাল্লায় পরে অন্যের বাড়ি থেকে কাঁঠাল চুরি করে, আরেক দিন তার অন্য বন্ধুর সাথে মারামারি করে, এভাবে তার অপরাধগুলো বারতে থাকে। অবশ্য একদিন সৃজু তার পরিবারের কাছে ধরা পরে গেল যে, সৃজু চুরি করে ও বন্ধুদের সাথে মারামারি করে। এতে করে তার বাবা ও মা খুব রেগে যায় এবং তাকে খুব মার ধর করে ও শাস্তি দেয়।

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ পরিবারগুলোতে এই একই কাজগুলো করে থাকে যে, সন্তান যদি কোন ভুল কাজ করে, তাহলে তাকে মারধর বা শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু আমরা কেউ সচেতন ভাবে দেখি না বা লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করি না যে তারা কেন এ ধরনের আচরণ করছে বা কেন তারা এ রকম ভুলগুলো করছে? এ থেকে বুঝা যায় যে, পরিবারে বড় যারা আছে তারা ছোটদের বা তাদের সন্তানদের ভালোবাসে না ও যত্ন নেয় না। কিন্তু সমাজে এমন মানুষও আছে যারা এদের বিপরীত। তারা কিন্তু তাদের সন্তানদের বুঝে ও তাদের সেই ভাবেই যত্ন নেয়। কিন্তু এদের সংখ্যা খুব কম।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন একজন সন্তান বা কিশোর-কিশোরীরা ভুল কাজ করে থাকে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কিশোর-কিশোরীরা তাদের বাড়ন্ত বয়সে বিভিন্ন কিছুর সম্মুখীন হয়। এ সময় তারা বুঝতে পারে না যে কোনটা তাদের করা দরকার বা করলে ও অনুসরণ করলে তাদের জীবনে সুফল বয়ে আনবে। এছাড়াও এ সময় তারা চায় যে, বিভিন্ন জায়গায় বা কোন বিষয়ে তাদের গুরুত্ব বা তাদের অস্তিত্ব যে আছে, তা যেন প্রকাশ পায় ও নিজেদেরকে অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করতে চায়। আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের রূপ চর্চায়, সাজ-সজ্জায়, কি করলে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এ সব নিয়েই ব্যস্ত থাকে ।

বয়সের ব্যবধানে এ বয়সে ছেলে-মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল-ত্রুটি একটু করেই থাকে। কিন্তু এই ভুলের জন্য যদি তাদের শাস্তি বা মারধর করি তা কি ঠিক হবে? এক বার চিন্তা করুন আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন কত ভুলই না করেছেন, কত বাবা-মাকে না বলে এবং না জানিয়েই করেছেন, তাহলে কেন নিজের সন্তানের সময় তাকে শাস্তি ও মারধর করছেন? কেন তাকে তার ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে তাকে ভুল থেকে উঠে আসতে সাহায্য করছেন না?

তাই আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের একটু বুঝার চেষ্টা করি। কেন তারা ভুল করছে? তার কারণ খুঁজে বের করি এবং বন্ধুর মত তাদের কাছে গিয়ে, তাদেরকে সাহায্য করি। যাতে তারা ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং কিছু বলার পূর্বে আগে নিজেকে আগে তার পর্যায়ে আসতে হবে এবং তার মত একটু চিন্তা করে দেখতে হবে, তারপর তাকে ঐভাবে সাহায্য করুন এবং তার সাথে বন্ধুর মত থেকে তাকে সময় দিন। দেখবেন আপনাদের সন্তান ভালো পথেই অগ্রসর হবে ॥ ❑

বাংলা ভাষা

পিয়াল লরেন্স কস্তা

বাঙালির মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা
কী সুন্দর এই বাংলা ভাষা।
এই ভাষায় মিশে আছে বাংলার মুখে মুখে।
রফিক, জব্বার, আনোয়ার ভাই
বলেছেন রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
তাদের এই দাবির ফলে
গুলি করা হয় তাদের বুকে,
হারিয়েছেন তারা নিজের প্রাণ
সেই স্মৃতির তরে গাই মোরা
অমর ২১শের গান।
ভুলিনি তোমার ২১শে ফেব্রুয়ারি
ভাষার জন্য দিয়েছিলো বাঙালি
রাজপথে দিয়েছিলো রক্তের অঞ্জলী
তাই আজও তাদের স্মরণ করি।
২১ তুমি হয়েছ আজ বাংলার অহংকার
বিশ্বের বুকে পেয়েছ তুমি ভালোবাসার স্থান
তুলে ধরেছ চেতনার গান
সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছি মোরা,
বাঙালির দেহে থাকবে যত দিন প্রাণ
তত দিন ধরে রাখবো এই ভাষার মান॥

যে সৌন্দর্য মায়ার বাঁধন

রবীন ভাবুক

অপরূপ সুন্দরের দেশ মায়াময় বাংলাদেশ। রূপ বৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে মোহিত করে। শীতের সকালে বরিশাল শহরের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য দুর্গাসাগর ভ্রমণ এবং কিছু আলোকচিত্র ধারণ করা। পাখির কিচিমিচির শব্দের মাঝে মাহেন্দ্র গাড়িটি ছুটে চলে সুনশান নিরবতার বুকচিরে কর্কশ শব্দ করে। গন্তব্য বরিশালের মাধবপাশার দূর্গা সাগর। সঙ্গী ছিল বন্ধু মিলু আর ভাইয়ের ছেলে বাপ্পি।

এক সময় বরিশালকে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হতো। সাগর গর্ভে গড়ে ওঠা বরিশালের প্রাচীন নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। শস্য আর সম্পদে ভরপুর ছিল বাংলার এই দক্ষিণাঞ্চল। যে কারণে এখানকার রাজা এবং জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থানও ছিল শক্তিশালী। আর এ কারণেই সে সময়ে বার্মিজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠনের শিকার হতে হতো এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের।

প্রাচীন রাজা-জমিদারদের স্মৃতিচিহ্নগুলো আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো এখানে সেখানে বেশকিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা বরিশাল। ইতিহাসখ্যাত এই বরিশাল জেলার একটি ইউনিয়ন মাধবপাশা। এখানেই রয়েছে রাজবংশীয় বহু প্রাচীন নিদর্শন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কীর্তিমান পুরুষ রাজা রামচন্দ্র শ্রীনগর (মাধবপাশায়) চন্দ্রদ্বীপের (প্রাচীন বরিশাল) রাজধানী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্রের সেই রাজত্বের তেমন কিছু এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু বিশাল জলধারায় নিজেকে পূর্ণ করে বুকচিতিয়ে রয়েছে দূর্গাসাগরটি। এরপরও আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করতে থাকলাম। খুঁজতে শুরু করলাম রাজবংশীয় কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

একটি চায়ের দোকানে বন্ধু ও ভাতিজাকে নিয়ে চা খাওয়া শুরু করলাম। আমার ভাইয়ের ছেলে বাপ্পি বেশকিছু ভ্রমণে আমার সাথে ছিল। ও আমার সাথে ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্জার করতে খুবই উৎসুক। চায়ের দোকানীর কাছে জানতে চাইলাম দুর্গাসাগর দিঘির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। কথার ফাঁকে জানতে পারলাম চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বংশধর দিলীপ রাজা এখনো এখানে বাস করেন। সাতপাঁচ না ভেবে একটি ইজিবাইকে রওনা দিলাম দিলীপ রাজার খোঁজে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে করতে তাকে খুঁজতে লাগলাম। তাঁকে খুঁজে পেতে তেমন সমস্যা হয়নি।

একটি পুরানো বাড়ির সামনে এসে গাড়ির চালক দেখিয়ে দিলেন এটাই দিলীপ রাজার বাড়ি। গাছপালা বেষ্টিত বাগানের মধ্যে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজবংশের বাড়িটি। দেওয়ালের আস্তর-শুরকি উঠে গেছে। অনুমেয় যে, মানুষ বসবাসের কারণে নিয়মিতভাবে এটা সংস্কার এবং রং করা হয় বলে এখনো তেমন বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েনি। বাড়ির সামনেই একটি পুরানো ভাঙা মঠ। ঘরে খিলানগুলো তার আভিজাত্য ছড়াচ্ছে। অহংকার করে ছাদের দেওয়ালগুলোও মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুনশান নীরবতা। রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যের একটি স্বাদ এখনো এখানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই পুরানো ঘরানার জানালায় চোখ যায়। রাজবংশের বর্তমান দিলীপ রাজার কন্যা জানালার কাছে

বসে রূপচর্চা করছেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই চোখের কাজল পড়া শেষ করে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

মনে মনে ভাবলাম এই মেয়ে যদি শতবছর পূর্বে আসতো, সে তখন রাজকন্যা হিসেবে পরিচিত হতো। তার রাজকন্যার মতো বেশভূষা নেই, কিন্তু তার চাহনি এবং বাড়ির পরিবেশ তাকে এখনো রাজকন্যার মতো করে রেখেছে।

মেয়েটি তাঁর মায়ের (দিলীপ রাজার স্ত্রী) সাথে সিঁড়িতে এসে জানতে চাইলো আমি কে এবং কী চাই। আমি দিলীপ রাজার স্ত্রীকে বললাম, মাসি-মা আমি দূর্গা সাগর সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি, দিলীপ রাজাকে পাওয়া যাবে কিনা? তার মেয়ে উত্তর দিলেন, তিনি এখন বাড়িতে নেই। তবে অপেক্ষা করলে দেখা হতেও পারে। আমি তাদের অনুমতি নিয়ে কিছু ছবি তুললাম। মেয়েটি পুরানো নকশা করা গ্লাসে দুধ এবং প্লেটে মুড়ি-বাতাসা নিয়ে এসে আমাকে বসতে বললো। নিজেকে কিছুটা সময়ের জন্য রাজকীয় আতিথেয়তায় হারিয়ে ফেললাম।

এর মধ্যে বন্ধু ও ভাতিজা চায়ের দোকানে বসে বারবার ফোন দিচ্ছে। অনেক সময় হয়ে গেল দিলীপ রাজার দেখা নেই। অবশেষে রাজবংশের রাজকন্যাই বলতে শুরু করল। তাঁদের রাজবংশ এবং পরগণার বিষয়ে।

চন্দ্রদ্বীপ রাজারা এখানে প্রায় ২০০ বছর রাজ্যত্ব করেছিলেন। মাধবপাশা বিভিন্ন গ্রামে সেসব রাজ-রাজাদের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবপাশার নয়নাভিরাম দূর্গাসাগর দীঘি সেই রাজাদেরই এক কীর্তি। বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ও দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রথম রাজা কন্দর্প নারারণ রায়। তিনিই এখানে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁরই বংশধর দিলীপ রাজা হলেন রাজবংশের বর্তমান বংশধর। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজবংশের ১৬তম ও সর্বশেষ রাজা সতীন্দ্র নারায়ণ রায় (দীলিপ রাজার পিতা) ১১০ বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এই দীঘিটি খনন করেন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের পঞ্চদশ রাজা শিব নারায়ণ রায়। বাংলার বারো ভূঁইয়ার একজন ছিলেন তিনি। স্ত্রী দুর্গাবতীর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা প্রমাণের জন্যই নাকি তিনি রাজকোষ থেকে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে দীঘিটি খনন করেন। তাদের বংশধর নিয়ে এবং স্থানীয়ভাবে বসবাস নিয়ে তিনি বলেন, কয়েক দশক আগে যখন রাজশাসন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের সবাই ভারতে পাড়ি জমায়। পরবর্তীতে তারা আবার নিজ ভূমিতে ফিরে আসে।

বর্তমানে দিলীপ রাজা দুর্গাসাগর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। বিভিন্ন সময়ে তিনি দুর্গাসাগরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। দিলীপ রাজার মেয়ে জানান, সাবেক পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন দুর্গাসাগর প্রকল্পের জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সেই বরাদ্দ অর্থ দিয়ে দুর্গাসাগরের সংস্কার কাজ করা হয়েছে। কিছুটা হলেও রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন কীর্তি।

এক সময় উঠতে সেই উর্বশী আধুনিক বাংলার রাজকন্যার সম্মুখ থেকে। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে বলতে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। হাত তুলে দেখিয়ে বলে, ওই মঠের সামনে আগে বিশাল আকারে পূজা হতো। মেতে থাকতো এই বাড়িটা। চোখ চলে যায়, রাজকন্যার জানালায়। অনেক পুরানো একটা আয়না তক্তপোশের পাশে। যেন এক অমরাবতির হাতের ছোঁয়ার কারুকাজ খচিত

শিল্প। জানতে চাইলাম কবেকার। রাজকন্যা বললো, তা জানি না। তবে আমাদের পিতৃপুরুষের। এমন আরো কিছু কিছু বহু পুরানো জিনিস এখনো রয়েছে। টানা লম্বা সিঁড়ির ধাপগুলো আজো রাজাদের পদচিহ্ন ধরে রেখেছে যেন। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগটা চাপিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেই পেছন থেকে রিনিঝিনি চুড়ির শব্দে কোমল সুরে বললো- শুনুন। ফিরে দেখি রাজকন্যার অবাধ্য চুলগুলো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। ঝিলমিল সুরে বললো- দুপুরে খেয়ে গেলে হতো না? আমি মুচকি হেসেই বললাম, এবেলায় যে আর সময় নেই। দীঘির পাড়ে বন্ধু আর ভাতিজা আমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। মুখটা মলিন করেই রাজকন্যা বললো- আবার কখনো এদিকে এলে আসবেন। তখন আতিথেয়তা নিতে যেন অস্বীকৃতি না জানান। আমি হাল্কা মাথা দুলিয়ে বাহিরের পথ ধরলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোনো আকর্ষণ পেছন থেকে টানছে। কি যেন ফেলে যাচ্ছি। এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের কোনো বাঁধন ছিড়ে চলে যাচ্ছি। প্রাণপনে যতই সামনের দিকে যাচ্ছি, মনটা যেন ততো পেছনে ছুটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা কথাই মনে হলো, আমি কেন রাজকন্যার নামটি একবারও জানতে চাইনি। হয়তো মনে নেই, নয়তো অগোচরেই!

দুর্গাসাগর পাড়ে এসে দেখি বন্ধু ও ভাতিজা দু'জনেই ফুরফুরে মেজাজে ঘুরছে। আমি বললাম, চল কিছু খেয়ে নেই। স্থানীয়ভাবে বাজারে খাওয়ার বন্দোবস্তও ভাল।

খাওয়া শেষে স্থানীয়দের কাছে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কথিত আছে রাণী দুর্গাবতী একবারে যতোদূর হাঁটতে পেরেছিলেন ততোখানি জায়গা নিয়ে এ দীঘি খনন করা হয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক রাতে রাণী প্রায় ৬১ কানি জমি হেঁটেছিলেন। রাণী দুর্গাবতীর নামেই দীঘিটির নাম করণ করা হয় দুর্গাসাগর দীঘি। তবে এটাও বলা হয়, দুর্গাদেবী প্রজাদের পানির সমস্যা দূর করতে রাজা শিব নারায়ন রায়কে দিয়ে এই দীঘি খনন করিয়েছেন।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী দীঘিটি ৪৫ একর ৪২ শতাংশ জমিতে অবস্থিত। এর ২৭ একর ৩৮ শতাংশ জলাশয় এবং ১৮ একর ৪ শতাংশ পাড় । পাড়টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১,৪৯০ফুট এবং প্রশস্ত পূর্ব-পশ্চিমে ১,৩৬০ ফুট। কালের বিবর্তন ধারায় দীঘিটি তার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা হারিয়েছে। দুর্গাসাগরকে পাখির অভয়ারণ্যও বলা হয়। সরাইল ও বালিহাঁসসহ নানান প্রজাতির পাখি দীঘির মাঝখানে ঢিবিতে আশ্রয় নেয়। সাঁতার কাটে দীঘির স্বচ্ছ স্ফটিক জলে। কালে-কালে দীঘিটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় ইংরেজ শাসনামলে তৎকালীন জেলা বোর্ড ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে এটির সংস্কার করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী আবদুর বর সেরনিয়াবাত দীঘিটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন। এ সময় তিনি তৎকালীন বরিশাল জেলা প্রসাশক নুরু আহাদ খানের সহযোগিতায় দুর্গাসাগর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দীঘির মাঝামাঝি স্থানে অবকাশ যাপনকেন্দ্র নির্মাণের জন্য মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়।

দীঘির চারপাশে নারকেল, সুপারি, শিশু, মেহগনি প্রভৃতি বৃক্ষরোপন করে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। দিঘির চারপাশে চারটি সুদৃশ্য শানবাধানো ঘাট থাকলেও পূর্ব-দক্ষিণ পাশের ঘাট দু'টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। পশ্চিম পাড়ে ঘাট সংলগ্ন স্থানে রয়েছে জেলা পরিষদের ডাক বাংলো। ইচ্ছা করলে ভ্রমণকারীরা এখানে অনুমতি নিয়ে রাত কাটাতে পারে।

এখানে রয়েছে বেশ বড় আকারের সিমেন্টের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ঘাটলা এবং দীঘির মাঝে সুন্দর একটি দ্বীপ যেখানে শীতকালে অতিথি পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। পাখিদের অভয়ারণ্য এই এলাকা। দীঘির পাড়ে সরু রাস্তা, মাঝে মধ্যে বসার বেঞ্চ, ঘন সবুজ বিভিন্ন ধরনের গাছও এই দীঘির সৌন্দর্য বর্ধনে ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া যেসব সৌখিন ব্যক্তি মাছ ধরতে পছন্দ করে, তাদের জন্য এখানে রয়েছে টিকিট কেটে মাছ ধরার ব্যবস্থাও। বলা হয়ে থাকে, এখানে অনেক সময় মাছ শিকারে ৪০ থেকে ৪৫ কেজি ওজনের মাছও ধরা পড়েছে।

প্রতিদিন কোনো না কোনো স্কুল-কলেজ বা যে কেউ এখানে বনভোজনে ছুটে আসে। এছাড়াও পরিবার বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে আসলে মনটা উদার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কেউ যদি নিরালায় প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে চায়, তবে তার জন্য এই দুর্গাসাগরই সেরা স্থান॥ ❑

সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম

(১০ পৃষ্ঠার পর)

ক্রুশের উপর যিশুর শেষ উচ্চারণ, " সমস্তই সমাপ্ত হলো পিতা তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পন করলাম।" এ উচ্চারণ কোনো অভিযোগ নয়, আর্তনাদ নয়, পরিপূর্ণ জয়ের তৃপ্তিতে আত্মনিবেদন। মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল, ঈশ্বর মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন। মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, এবার মানুষ ঈশ্বর হবে।

যিশুর মৃত্যুর পর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হলো, সমাধির দ্বার খুলে মৃত আত্মারা জীবিত হয়ে গেল আর মহামন্দিরের বড় পর্দাটি ছিঁড়ে দুইভাগ হয়ে গেল। এই পর্দাটিই এতদিন ঈশ্বরকে আঁড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু এখন ঈশ্বর উন্মোচিত, কত সন্নিহিত, কত অন্তরঙ্গ, কত স্পষ্ট ও স্পর্শসহ। ঈশ্বর আর লুকায়িত নয়, পলাতক নন, ঈশ্বর একেবারে চোখের উপর, একেবারে বুকের কাছটিতে। যিশুই দেখালেন, চেনালেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর কে, কেমন, কোন খানে। ঈশ্বর আমাদের জন্য বাঁচেন, আমাদের জন্য মরেন, মরে আবার বেঁচে ওঠেন, বেঁচে থাকেন। পৃথিবীতে লোভ, দম্ভ, শক্তির ফলে কত রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে কিন্তু ক্রুশে যে রাজ্যের পতাকা, সেই প্রেম আর আনন্দের রাজ্যের ক্ষয় নেই, লয় নেই। প্রেমেই প্রেমের বিস্তার, আনন্দেই আনন্দের উদ্বোধন।

যিশুর মৃত্যুর পরও তার পাজরে বর্শা বিদ্ধ করল একটি সৈনিক। ক্ষতস্থান থেকে বেড়িয়ে এলো রক্ত ও জল। এই জল আর রক্ত, করুণা আর ক্ষমাময় ভালবাসার প্রতীক।

যিশুর ক্রুশের জায়গার কাছেই একটা পাহাড়ি সমাধি গুহায় তাকে সমাধি দেওয়া হয়। ইহুদিরা তাতেও নিশ্চিত হতে পারেননি। কারণ যিশু জীবিতকালে বলেছিলেন, তিনি মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন। তাই সমাধিগুহার দরজার পাথরের উপর সিলমোহর করে দিল। বসানো হলো কড়া পাহাড়া। কিন্তু কার সাধ্য যিশুকে সমাধিতে বন্দী করে রাখে? উত্থিত যিশুকে বন্দী করে রাখার মত সমাধিগৃহ নির্মিত হয়নি আজও।

তৃতীয় দিনের প্রত্যুশে সমাধি হতে উঠে এলেন যিশু। শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হলো। মেরী ম্যাগডেলিন যিশুকে খুঁজছে দেখে স্বর্গদূত বললেন, "মৃতদের মধ্যে জীবতকে খুঁজছ কেন? তিনি পুনরুত্থান করেছেন।" মৃত্যুকে জয় করার সাধ্য কার আছে? আছে, ঈশ্বরের মৃত্যু নেই, ঈশ্বর চিরঞ্জীব। যিশু পুনরুত্থানের পর প্রথম দর্শন দিলেন সেই পাতকী মেয়েটির সাথে, যাকে তিনি ক্ষমা করে পাপের অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মেরী ম্যাগডেলিনের ভালবাসা, তার ব্যাকুলতা, তার সর্বসমর্পণই সেই দর্শন অর্জন করেছে। পরে যিশু শিষ্যদের সাথে বারবার দেখা করেছেন। এভাবেই তিনি তার পুনরুত্থানের সত্যকে সাধারণ বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু মৃত্যুকে জয় করে তিনি চলে যান নি, জয় করে ফিরে এসেছেন। যিশুর প্রেমের জালে বিশাল বিশ্বের যত মানুষ রয়েছে সবাই ধরা পড়বে। কারণ তার মানবমমতা যে অফুরন্ত।

ঈশ্বর আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা। আমরা তাঁরই অমৃতপুত্র। ঈশ্বর যেখানেই থাকেন সেখানেই স্বর্গ। তিনি স্বর্গ থেকে যখন মৃতলোকে এসে দাঁড়ালেন, তখন আমাদের এই মর্তলোকই স্বর্গ। মর্তে স্বর্গ রচনা, এতো ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি। ঈশ্বর যখন মানুষ হয়েছেন তখন মানুষকেও ঈশ্বর হতে হবে। ঈশ্বরের রাজত্বে আমরা তাঁর প্রজা। সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম। রাজাকে ভালবাসা, তারপর একে অপরকে ভালবেসে ভালবাসার রাজা হয়ে ওঠো। আমরা ঈশ্বরের অমৃতলোকের বাসিন্দা. তাঁরই শক্তিতে আমরা শক্তিমান, তাঁর গৌরবে আমরা মহিমোজ্জ্বল। তাই যিশু বলেছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায় তবে সে নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পিছু পিছু আসুক।" সেই অনুগমনেই নিত্যজীবন। ক্রুশেই ত্রাণ, ক্রুশেই শক্তি, ক্রুশেই সান্ত্বনা, ক্রুশেই বিজয়, ক্রুশেই চিরন্তন মঙ্গল॥ ❑

নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বল

নিজেকে প্রকাশ কর। তোমার কাজকর্ম যেন কথা বলে। নিজেকে গুপ্ত ধনের মত লুকিয়ে রেখ না। সহভাগিতা কর।

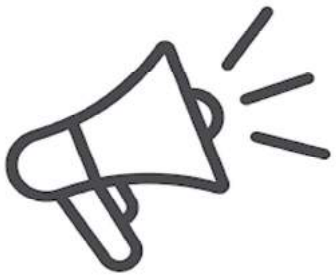

প্রতিদিন নতুন কিছু শেখ। যা তোমার জানা আছে তা অনুশীলন কর। নিজেকে হাতে-গোনা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো না। তৎপর হও।

বেছে নাও, মোকাবেলা কর, কাজে নেমে পড়, যথাযথভাবে উপলব্ধি কর।

বিষয়গুলি নিজের উপযোগী করে নাও। বাস্তবায়নের জন্য তা বেছে নাও। নিজে দায়িত্ব পালন কর।

যদি তুমি জনশূণ্য কোনো দ্বীপে অবস্থান কর, তোমাকে উপযোগী কাজগুলো তোমার নিজের করতে হবে। টিকে/ বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে অত্যন্ত সৃজনশীল হতে হবে।

ঐ ধরনের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া তুমি বাড়ীতে শুরু কর না কেন?

প্রার্থনা

প্রিয়তম প্রভু, আমার সম্ভবনাময় জীবনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাকে আশীর্বাদ কর। আমার মধ্যে যে সতল অনুগ্রহ, গুন দিয়েছ, তা যেন মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারি। আমি যেন শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখি। যে ভাবে স্কুলে, সেভাবে বাড়ীতে যেন আচরণ করি। মানুষের সাথে যেন নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বলতে পারি। আমেন।

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

ওরা বাঁচতে চায়

ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি

আজ ওরা সবাই বাঁচতে চায়, শুধুই বাঁচতে চায়
এতকাল ছুটেছে ঘরের বাহিরে, বাঁচার ধান্দায় হায়
এবার ওরা ঢুকেছে ঘরে, ওরা যে মরণের ভয় পায়
সকাল সন্ধ্যা প্রশ্ন ছোড়ে, আর কি হবে দেখা সবায়?

এরই মাঝে কেউ খায়, কেউ অভুক্ত মরে ঘরে পড়ে
কেউ দেয় সব বিলিয়ে, আর দেখ কেউ খায় ত্রাণ মেরে
কেউ দেয় পরের ধন, অথপর, সেলফী তুলে নেয় কেড়ে
মানুষেরা কবে মানুষ হবে, হাঁটবে মানবতার পথ ধরে?

এরা নাকি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব, অহংকার সর্বোন্নত সভ্যতায়
সামান্য স্বাস্থ্য বিধিতে চরম অনীহা, তাই পতন বহিয়া যায়
এত হেলা মরণ নিয়ে খেলা, দেখ মারে কুড়াল নিজের পায়
সত্যি কি মানুষ মানুষের ভালো চায়, তবে কেন বিপথে ধায়?

বাঁচার তাগিদে নিত্য ইবাদত, তবু পথ কি বদলেছে তায়
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কানা, আজো ভন্ড যাদুকরের তরে যায়
বাঁচতে চায়, তাই আজ ঢুকেছে ঘরে, বন্ধ করেছে কাঠের দ্বার
পথ-মত-মন না বদলালে কে কবে কেমনে করিবে তাদের পার?

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

প্রমা নিবেদিতা রিবেরু
৭ম শ্রেণি
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস এণ্ড কলেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কার্ডিনাল মাউরো গামবেত্তি সাধু পিতরের মহামন্দিরের নতুন প্রধান পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ পেলেন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল মাউরো গামবেত্তিকে সাধু পিতরের মহামন্দিরের প্রধান পুরোহিত (Archpriest) হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এর আগে তিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পবিত্র কনভেন্টের সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কার্ডিনাল মাউরো কার্ডিনাল আঞ্জেলো কোমাস্ত্রি'র স্থলাভিষিক্ত হবেন।

কাথলিক নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নকে করোনা ভ্যাকসিনের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান করেছেন

কারিতাস ইউরোপা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর কাথলিক বিশপ সম্মিলনীগুলো ইউরোপীয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে আহ্বান করছেন কোভিড - ১৯ ভ্যাকসিন আনয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং সকলকে সমভাবে তা পাবার নিশ্চয়তা দান করতে। অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ধীরগতিতে ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যে যখন ২১% এবং আমেরিকায় ১৪% মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছে তখন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মাত্র ৫% অধিবাসী ভ্যাকসিন পেয়েছে। এ মাসের শুরুতে ইইউ'র প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনদের লিয়ান স্বীকার করেছেন যে, ভ্যাকসিন স্কিমে তাদের সমস্যা ছিল।

কাথলিক নেতৃবৃন্দ তাদের বিবৃতিতে ভ্যাকসিন কার্যক্রম নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন তুলে ধরেন। যেমন: ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানগুলো ও ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলোর মধ্যে কিভাবে দরদাম হয়েছিল? ... আপাতদৃষ্টিতে সরকারী সংস্থাগুলো কেন এত অপ্রস্তুত ছিল? প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও কমেক ও কারিতাস, ইউর সংহতির অঙ্গীকারকে প্রশংসা করেছে। কেননা তারা একক দেশ হয়ে নয় কিন্তু ব্লক হয়ে ভ্যাকসিনের ডোজ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সেগুলো এখন হাতের কাছে এসে পৌঁছেছে, অনুমান করা যাচ্ছে সমৃদ্ধ দেশগুলো অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে আলোর পথ দেখবে। তথাপি ইউরোপীয়ার বিশপগণ ও কারিতাস নেতৃবৃন্দ ইইউ'র কাছে জোরালো আবেদন রাখেন যাতে করে সকলের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ভ্যাকসিন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়। এমনকি দরিদ্র দেশে যারা বসবাস করতে তাদের জন্যও। সকলের জন্য ভ্যাকসিন এই ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী। সকলে যেন সহজে ও সুলভে ভ্যাকসিন পেতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। বর্তমানে তা একটি বৈশ্বিক নৈতিক কাজ। তারা ইইউ'র ভ্যাকসিন কৌশলটির যথার্থ সংজ্ঞা দিতে বলেছেন এবং উৎপাদন বাধা নির্মূল প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। গণ ভ্যাকসিন/টিকা দেওয়ার চাহিদা মেটাতে সাংগঠনিক ও লজিষ্টিক দক্ষতা বিকাশ করতে হবে। ইউরোপের কাথলিক নেতারা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের 'অসম ও অন্যায্য' রোল আউটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, 'ভ্যাকসিন প্রতিযোগিতা' ও 'ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ' দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতি করছে ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি বন্ধ করে। ইতোমধ্যে দুর্বল দেশগুলো আরো বেশি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; যা তাদেরকে মানব উন্নয়নের উল্টো পথে চালিত করতে পারে। সকলের ন্যায্য ভ্যাকসিন পাবার যে দাবি কাথলিক নেতৃবৃন্দ ইইউ'কে তা শোনার আমন্ত্রণ জানান। ইউরোপ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নীতি শুধুমাত্র মহামারী সংকটের 'শেষের সূচনা নয়', বরং গণমঙ্গল এবং সংহতির সেবায় নবায়িত নীতিমালার 'শুরুর সূচনা' হিসেবে তৈরি করতে পারে ।

সহিংসতা বন্ধ করে সংলাপ শুরু করতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর কাছে বিশপদের আবেদন

শত-সহস্র মানুষ রাস্তায় নেমে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তারা মিলিটারী শাসনের অবসান ও নির্বাচিত নেতা অং সাং সূচি মুক্তি চান। গত সোমবারে মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুণে তারা সমবেত হয়। যদিও পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও জলকামান ব্যবহার করে জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দেশের এমনিতর পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের কাথলিক বিশপগণ সামরিক বাহিনীকে আহ্বান করেন সংযম ধারণ করতে ও সংলাপে বসে এই সমস্যা উত্তরণের। ইয়াঙ্গুণের আর্চবিশপ কার্ডিনাল চার্লস বো তার খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ করেন প্রার্থনা ও উপবাস করতে যাতে করে সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে জাতির মধ্যে যে হতাশা নেমে এসেছে তা দূর হয়ে পুর্নমিলন

স্থাপিত হয়। তপস্যাকালের ১ম রবিবারে তিনি বলেন, এটি হলো প্রার্থনা ও মন-পরিবর্তনের সময়। শান্তির পায়রা আবার দেশের মধ্যে ফিরে এসে নতুন মিয়ানমার সৃষ্টি করবে যেখানে সকলে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে থাকতে পারবে - তার জন্যে তিনি প্রার্থনা রাখেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

অন্যের যত্ন নেওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন

করোনাভাইরাস স্বাস্থ্যঝুঁকির সময়ে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উদার ও বীরোচিত বিভিন্ন উদ্যমের কথা স্মরণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। মহামারীর কারণে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন তাদের স্মরণে এক অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ ভিনসেন্ট পাল্লিয়াকে এক চিঠিতে তা তুলে ধরেন পোপ মহোদয়। জীবন বিষয়ক পোপীয় একাডেমী ইতালিতে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের প্রথম বার্ষিকীতে উক্ত স্মরণোনুষ্ঠানটি করেন।

সমাজের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ

পোপ মহোদয় লিখেন, আমাদের অনেক ভাই-বোনেরা যারা নিজেদের শেষ হওয়ার সম্ভাবনা জেনেও নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে তাদের জীবন আমাদের মধ্যে গভীর কৃতজ্ঞতার অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে এবং একটি অনুধ্যানেরও কারণ হয়ে ওঠেছে। এ ধরণের আত্মত্যাগের উপস্থিতি, পুরো সমাজকে প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা ও অন্যের যত্ন নেওয়া; বিশেষভাবে দুর্বলদের প্রতি আরো বেশি যত্ন নিয়ে বৃহত্তর সাক্ষ্য দেবার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

অন্যের যত্ন নেওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন

পোপ ফ্রান্সিস তার চিঠিতে উল্লেখ করেন, এই মহামারীর দিনগুলিতে যারা বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যসেবাতে কাজ করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করছেন তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতায় বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন এবং একই সাথে তারা মানব হৃদয়ের সবচেয়ে খাঁটি আকাঙ্খা: যারা খুবই অভাবী তাদের কাছে থাকা এবং তাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া তা প্রকাশ করছেন। গত শনিবার (২০/০২) এই স্মরণসভায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সাথে পোপ মহোদয় আধ্যাত্মিক একতা ও ঘনিষ্ঠতা ঘোষণা করে বলেন, আমি আধ্যাত্মিকভাবে আপনাদের সাথে এই তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণসভায় অংশ নিচ্ছি এবং আপনাদেরকে আশির্বাদ দান করছি।

কাক্‌কো লিঃ-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাবুল এ দরেছ ▯ গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০টায়, সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাক্‌কো লিঃ-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও এবং সঞ্চালনা করেন কাক্‌কো'র সেক্রেটারী ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন, অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ঢাকা ক্রেডিট-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিষ বিশ্বাস, সেক্রেটারী ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ঢাকা খ্রীষ্টিয়ান বহুমূখী সমবায় সমিতি লি:-এর সেক্রেটারী ডা: বিনয় গোস্বামী ও কাক্‌কো লিঃ-এর প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান জেমস সুব্রত হাজরা, কাক্‌কো'র ভাইস-চেয়ারম্যান অনিল লিও কস্তা, এবং অন্যান্য ডিরেক্টরগণ কাক্‌কো'র চেয়ারম্যান মি. নির্মল রোজারিও তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্মরণ করেন ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা স্বর্গীয় আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেণার সিএসসি, অগ্রদূত ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি-সহ প্রয়াত ও জীবিত সকল নেতৃবৃন্দকে, যাদের অবদান ও পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আজকে ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলন একটি শক্তিশালী পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে আজকের এই ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি কাক্‌কো গঠন করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বর্তমান সমবায় সমিতিসমূহের ক্যান্সার স্বরূপ খেলাপী ঋণের ক্ষতিকর দিকসমূহ ব্যাখ্যা করেন। খেলাপী ঋণ প্রতিরোধে 'কাক্‌কো ক্রেডিট মনিটরিং সিস্টেম (সিসিএমএস)' ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। বিগত সময়ে সদস্য সমিতিসমূহের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ আগামী দিনেও সকলের নিকট থেকে অনুরূপভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

বিশেষ অতিথি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট মি. পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, আমরা অল্প সময়ে অনেক লাভবান হতে চাই এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো অনেক বড় আকারে আয়োজন করি, ফলে ঋণখেলাপী হই। তিনি বলেন, কোয়ালিটি নেতৃত্ব সৃষ্টির বিষয়ে কাক্‌কো কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয়, যারা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদেরও আরো বেশি প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমাদের সমিতিগুলোর প্রোডাক্ট অরিয়েন্টেড হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সমিতি হিসেবে কাক্‌কো এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে পারে।

আলবার্ট আশিস বিশ্বাস তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, কাক্‌কো'র মাধ্যমে সদস্য সমিতির বিধিবদ্ধ অডিট সেবা চালু করতে পারলে আমাদের সমিতিগুলো আরো বেশি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ হবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া বলেন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত সমবায় সমিতির নীট লাভের ১৫% আয়কর বাতিল বা কমিয়ে আনার বিষয়েও কাক্‌কো লিঃ-কে এখন থেকেই কাজ করতে হবে। একই সাথে সমবায়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। আমরা অবশ্যই সফল হবো।

উল্লেখ্য বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৩টি সদস্য সমিতির ২৩ জন ডেলিগেট, সম্মানিত অতিথি ও প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা, সমবায় পতাকা ও কাক্‌কো'র পতাকা উত্তোলন করার পর পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যায়ক্রমে বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন; ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন; আর্থিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন; প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন; নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন; উপ-আইন সংশোধনী; অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে ভাইস-চেয়ারম্যান মি: অনিল লিও কস্তার ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ-এর পালকীয় সফর ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▯ গত ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে পালকীয়

সফরে আসেন। আর্চবিশপ ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে এসে পৌছান। আর্চবিশপ'কে গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে বরণডালা, ফুলের মালা এবং কীর্তন করে বরণ করা হয়। এরপর গির্জা প্রাঙ্গণে দেশীয় সংস্কৃতিতে আর্চবিশপ মহোদয়কে পা ধুয়ানো, ফুলের মালা, চন্দন তিলক, রাখি বন্ধনী, মিষ্টি মুখ এবং নৃত্যের মধ্যদিয়ে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার আর্চবিশপ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর মোট ৫৪ জন ছেলেমেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ মহোদয় 'পবিত্র আত্মার সপ্তদান, হস্তার্পণ সংস্কারে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে খ্রিস্টের সৈনিক হওয়া, সৈনিক হিসেবে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করা এবং খ্রিস্টের সৈনিকের করণীয় দিকসমূহ সহভাগিতা করেন।' খ্রিস্টযাগের শেষে আর্চবিশপ মহোদয় হস্তার্পণ প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করেন। পরিশেষে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ হস্তার্পণ প্রার্থীদের অভিনন্দন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জায় রোগী দিবস উদ্‌যাপন

জেমস্ বায়েন ▯"যিশু পরম চিকিৎসক"- এর আলোকে ১২ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার), ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মোহাম্মদপুর সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জায় সকাল ৯ ঘটিকায় ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের আয়োজনে "বিশ্ব রোগী দিবস" উদ্‌যাপন করা হয়। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য ফাদার ডেভিড গমেজ (পাল-পুরোহিত) রোগীদের যত্নদানে বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে যিশুর প্রেরণকাজকে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "মানব জীবনে অসুস্থতা, বিরক্তি ও দুঃখ কষ্ট বয়ে আনলেও অনেক সময় অসুস্থতার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা ব্যক্তিগত জীবনে বুঝতে পারি।" খ্রিস্টযাগে রোগীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয় ও কপালে আশীর্বাদিত তেল দ্বারা লেপন করা হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ, ব্রতধারী ব্রাদার-সিস্টারগণও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে রোগীদের এবং উপস্থিত সেবাদানকারী নার্স, যারা এই করোনা মহামারীতে সেবাকাজ করেছেন, তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিবারের অসুস্থ্য রোগীদের পক্ষ থেকে জীবন সহভাগিতা করা হয়, যেখানে ফুটে উঠে খ্রিস্ট বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ঈশ্বরের গভীর ভালবাসার উপলব্ধি॥

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর সংবাদ

আর্চবিশপ বিজয়ের পালকীয় সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি ▯ গত ৯-১১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ঢাকার আর্চবিশপ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে তিনদিনের পালকীয় সফরে আসেন। ৯ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল চারটার সময় আর্চবিশপ ধরেণ্ডা গ্রামে পদার্পন করার সঙ্গে-সঙ্গে ফুলের মালা দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে কীর্তন করে এবং স্কাউট দলের বাদ্য বাজনার তালে তালে তাঁকে গির্জা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। মিশন চত্বরে সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুলের সিস্টার ও শিক্ষকগণ আর্চবিশপের পা ধুইয়ে দেন এবং এর পর পরই অনুষ্ঠিত হয় নতুন আর্চবিশপের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পরদিন সকালে আর্চবিশপ মহোদয় ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের জন্যে দু'টো খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগের পর বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে সেন্ট যোসেফ্ হাইস্কুল এণ্ড কলেজের টিচার ও ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে বর্ণিল শোভাযাত্রা করে স্কুল এণ্ড কলেজের আঙ্গিনায় নিয়ে যান। স্কুল এণ্ড কলেজের পক্ষ থেকে ফুলের মালা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। বিকেলে আর্চবিশপ কমলাপুর ও দেওগাঁও গ্রামে যান এবং গ্রামবাসী কীর্তন ও মালা সহ বরণ করে নেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং আর্চবিশপ বিজয় ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে নব নির্মিত সেন্ট যোসেফস্ ছাত্রী হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন। এ উপলক্ষে হোস্টেলে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই আর্চবিশপ বিজয় ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে তার পালকীয় সফর শেষ করেন।

সাধু যোসেফের বর্ষ-এর শুভ উদ্বোধন

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফকে সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণার ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাধু যোসেফের বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক হলেন সাধু যোসেফ। তাই গত ৩১ জানুয়ারি, রোববার রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের বর্ষের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ফাদার আলবাট ও ফাদার জেমস এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু যোসেফের লগো উন্মোচন করা হয়। ফাদার আলবাট তাঁর উপদেশে বলেন, আমরা যেন সাধু যোসেফের আদর্শগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করি। আমাদের প্রত্যেকটা পরিবার যেন সাধু যোসেফের আদর্শে গড়ে ওঠে।

৭ ফেব্রুয়ারি, রোববার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় বার্ষিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৩ টার সময় গির্জাঘরে আরাধনার মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। নতুন ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন শোভাযাত্রায় মূল্যবান উপদেশ দেন। তিনি বলেন– যিশু হলেন আমাদের জীবনময় রুটি ও পানীয়। এই রুটি ও পানীয় হলো যিশুর সত্যিকার দেহ ও রক্ত। শোভাযাত্রা শেষে ফাদার আলবাট সবাইকে ধন্যবাদ দেন॥

চড়াখোলার ‘বইয়ের ডাক’ এর অমর একুশের বই মেলা

প্রতিবেশী ডেস্ক ॥ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বই মেলার আয়োজন করেছে চড়াখোলার ‘বইয়ের ডাক’ আন্দোলন। ‘বইয়ের ডাক’ এর আয়োজনে ও প্রতিবেশীর প্রকাশনীর সার্বিক সহযোগিতায় গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের চড়াখোলা গ্রামে ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই বই মেলা। বই মেলার শুরুটা হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। সকাল ৯টায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তাকে সহযোগিতা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার লিয়ন রোজারিও। খ্রিস্টযাগের শেষে স্কুলের মাঠ প্রাঙ্গণে সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বইমেলার উদ্বোধন হয় ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, কালিগঞ্জ উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শর্মিলী রোজারিও, তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু, আসন্ন ইউনিয়ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হারুনুর রশীদ টিপুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনের পর মাঠের সবগুলো স্টল বই বিক্রির জন্যে উন্মোচিত হয় আর পাঠকগণ যে যার চাহিদা মত বইয়ের স্টলে ভিড় জমাতে শুরু করে। যথার্থ সম্মান ও গাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অতিথিবৃন্দ ও আপামর জনগণ দলে দলে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। এরপর থাকে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবৃন্দদের আসন গ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান। আসন গ্রহণ পর্বে প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে তাদের সামনে এনে আসন দেয়া হয় ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার অরুণ কস্তা, বরুণ কস্তা, আদম ও রিচার্ড গমেজ এবং নাগরী ধর্মপল্লীর সন্তোষ রড্রিক্স। এছাড়াও অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন তুমিলিয়ার পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, তুমিলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু, আসন্ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হারুনুর রশীদ টিপু, চড়াখোলা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট কমল গমেজসহ বীর মুক্তিযোদ্ধারা। অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর বইয়ের ডাক এর আহ্বায়ক প্রণব কস্তা প্রারম্ভিক বক্তব্যে ৫২’র ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, ভাষার গুরুত্ব, বইয়ের ডাকের কর্মকাণ্ডের কথা সকলের কাছে তুলে ধরেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় বইয়ের ডাকের এমন ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম প্রশংসনীয় ও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তাদের এমন কার্যক্রম আমাদের সমাজকে বই পড়তে আরো বেশি উৎসাহিত করবে। বই থেকে আমরা যে আলো লাভ করি তা অন্যের সাথে সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে আমরা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। বই পড়ার দৈন্যতা থাকলেও বইয়ের ডাকে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে আমরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারি। কালীগঞ্জ উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শর্মিলী রোজারিও অমর একুশেতে এই ধরণের ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য যুবকদেরকে ধন্যবাদ জানান। সকলস্তরের মানুষকে বই পড়তে অনুরোধ করেন তিনি। আর তুমিলিয়া ইউনিয়নের চেয়াম্যান আবু বক্কর বলেন, আমাদের এলাকায় আমাদের যুবসমাজের এমন ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগে আমি সত্যিই খুশি। আমি চাই এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক ও আমাদের সমাজকে আরো সমৃদ্ধ করুক। হারুনুর রশীদ টিপুও এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শরীক হতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চড়াখোলা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট কমল গমেজ বলেন, বইয়ের ডাকের কার্যক্রমকে আরো প্রসারিত করার জন্যে ক্রেডিট সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। বই প্রকাশনাসহ লেখালেখির জন্য আমরা সুদ বিহীন ঋণ দিতে প্রস্তুত আছি। বক্তব্যের পরে শুরু হয় চড়াখোলা গ্রামের সন্তান প্রবাসী কবি সুবীর কাস্মীর পেরেরা’র ‘নতুন আলোয় রৌদ্রস্নান’ কাব্যগ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন। মোড়ক উন্মোচন পর্বে অন্যান্য অতিথিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কবির পিতা আগষ্টিন পেরেরা। এরপর বইয়ের মেলায় দর্শক ও পাঠকরা ঘুরাঘুরি করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ৪:৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় ও সন্ধ্যা ঘন্টার পরে দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শেষ হয় বই মেলার আয়োজন। উল্লেখ্য এবারের মেলায় বিভিন্ন প্রকাশনীর বই নিয়ে পসরা সাজায় মোট ৮টি স্টল॥

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখ: ২০/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা ঢাকা শরহস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপানা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **২৫ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় অলিভ রেস্টুরেন্ট, তেজকুনীপাড়া (হোন্ডা গলি), তেজগাঁও, ঢাকায়** ইউনিয়নের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ১৮ ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারি, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার ও ০৭ (সাত) জন ডিরেক্টর সহ সর্বমোট ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে ইউনিয়নের সকল সদস্য-সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

লরেন্স রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

প্রিয়ন্ত সি. কস্তা
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৪৮/২১

পরমদেশে যাত্রার অষ্টম বর্ষ

আমাদের অতীব আদরের অতুলনীয়া সোনামণি মাগো,
এই পৃথিবীর কোথাও তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরটি নেই, এই কথাটি মেনে নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে মাগো? তুমি যে আমাদের অন্তরের গভীর থেকে পাওয়া আনন্দ। তুমি যে রয়েছো আমাদের হৃদয়-মন সমস্ত কিছু জুড়ে। তোমার হাস্যজ্জ্বল মুখটি যে আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতিকে চিরন্তন করে রেখেছে।

মাগো, আমাদের সুখ-দুঃখ সবকিছুই তোমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। আমাদের সুখে তুমি সুখী হতে, আমাদের দুঃখে তোমার কষ্ট, আমাদের সমস্যায় তোমার প্রার্থনা ছিল অস্ত্রের মতো। এই সংসারের মোহ তোমাকে কিছুতেই আকর্ষিত করতে পারেনি। এই বেদনা বিধূর চিত্তেও আমরা পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি তোমার মতো একজন মাকে আমাদের জীবনে দান করার জন্য। মাগো, তোমার কাছে আমাদের জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বিশেষ আর্শিবাদ চাই যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গরাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত লিলি মিরেভা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
গ্রাম: করান, নাগরী।

তোমার আর্শিবাদে গড়া পরিবার,

স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন মেয়ে : লিভা, লিমা ও লিডা রোজারিও
মেয়ে জামাই : কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা ননিজ
নাতনী : পুষ্পিতা, ভিওলা ও জেনিসা
নাতি : অলিভার বিশ্বাস

বিজ্ঞ/৪২/২১

১৭তম মৃত্যু বার্ষিকী

**"সদা হেসে বলতে কথা দিতে না প্রাণে ব্যথা
মরণের পরে হলে বেদনার স্মৃতি গাঁথা"**

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার কথা, হাসিমাখা মুখ, সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সব কিছু আমরা এখনও অনুভব করি। তোমার জীবন শিক্ষাই আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন মাঝে।

বিশ্বাস করি, স্বর্গীয় পিতার পাশে তুমি আছ। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও তোমার জীবনাদর্শে অতিবাহিত করতে পারি আমাদের অনাগত দিনগুলি।

প্রয়াত হরলাল সিপ্রিয়ান দেশাই
জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়ইহাজী, শুলপুর।

স্ত্রী : সরোজনী দেশাই
মেয়ে ও মেয়ের স্বামী : মুক্তি-সুনির্মল এবং যুঁথি-পলাশ
ছেলে : হেমন্ত দেশাই
নাতি ও নাতনী : আবির, অর্ঘ্য, অপরাজিতা এবং আরোস।

বিজ্ঞ/৪৫/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07
Regd. No. DA-33
❖ 28 Fabruary - 6 March, 2021, ১৫ - ২১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ঐশধামে যাত্রার পঞ্চম বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়: বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ

জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি অসহায়। তোমার আদরের নাতীন শুধু সুজানাকে তুমি জীবিত অবস্থায় দেখে গিয়েছ । এখন কিন্তু তোমার দুই ছেলের সংসারে ৩জন নাতীন ও এক নাতী। ওরা তোমাকে 'খ্রিস্ট ভাই' বলে প্রতিনিয়ত খুঁজে। সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা বেড়েছে। সবাই আছে শুধু তুমি নেই। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে উঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা/দাদু ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছে। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও খ্রীষ্টফারের সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা/দাদু, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা, নীতি-আদর্শ ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,

বড় ছেলে-ছেলে বৌ : সজল - বীথি সিসিলিয়া
ছোট ছেলে-ছেলে বৌ : সুজন - সিলভিয়া
মেয়ে-মেয়ে জামাই : বৃষ্টি স্কলাস্টিকা - মামুন
নাতনী : সুজানা, সায়ানা, ও সামারা
নাতী : সৃজন
স্ত্রী : সবিতা জসিন্তা গমেজ

বিজ্ঞ/৪৪/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৭
২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
তপস্যাকাল : বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নবায়নের কাল
খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের নিজেদের ভাষায় অবদান
পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট
উপবাসকাল : যিশুর সান্নিধ্যে থাকার কাল

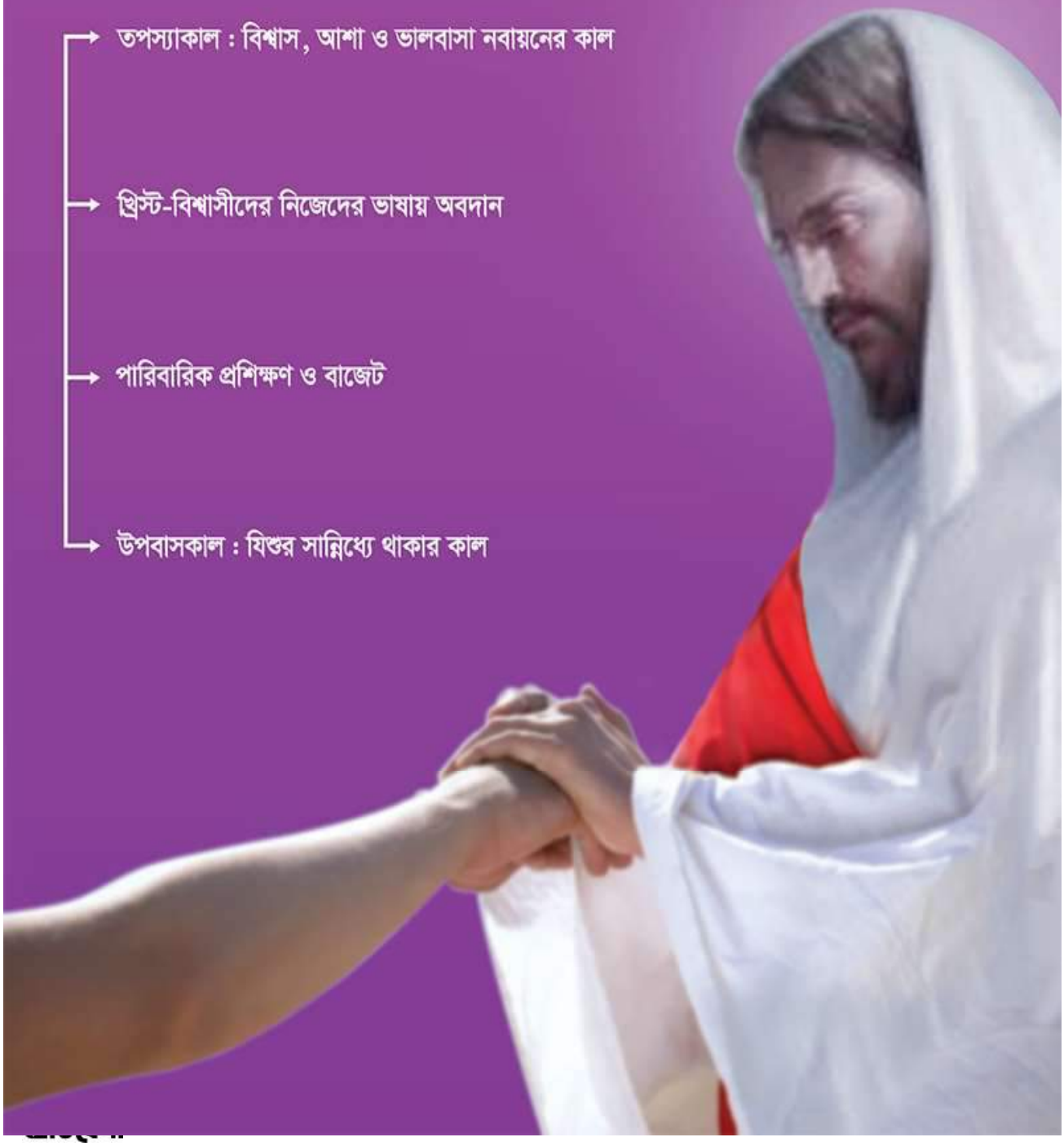

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। বিশ্বময় করোনা পরিস্থিতির কারণে ফেব্রুয়ারির প্রথম শুক্রবারের পরিবর্তে এপ্রিলে নভেনা ও পর্বোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে আর্থিক অনুদান ও মানত পূরণ করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তার জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহান তীর্থোৎসবে যোগদান করে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

নভেনা খ্রিস্টযাগ

১৪ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ০৬:৩০ মিনিট এবং
বিকাল ০৪ টায়

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

২৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭ টায়
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০ টায়

যোগাযোগের ঠিকানা

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত
সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে-

পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী
নাগরী, গাজীপুর

বিজ্ঞ/৪৩/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৭
২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

জীবন নবায়নের উত্তম সময় তপস্যাকাল

এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষের তপস্যাকাল শুরু হয়েছে কপালে ছাই লেপন করার মধ্যদিয়ে। ৪০ দিনের এই তপস্যাকালীন যাত্রা চলমান থাকবে পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত। ত্যাগ, সংযম ও দয়া-দান অনুশীলন করে এক এক জন ব্যক্তি খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা করেন। খাঁটিত্বের প্রথম ধাপে একজন ব্যক্তি আত্ম-মূল্যায়ন করে নিজের দুর্বলতা ও সবলতা আবিস্কার করবে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে এবং দুর্বলতা জয় করতে প্রয়াসী হবে। নিজের ভূল-ভ্রান্তি, স্বার্থপরতা-উদাসীনতা, পাপ-অন্যায় উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হবে। যে অনুতাপ থেকে আসবে আত্মদহন ও আত্মোপলব্ধি। ফলশ্রুতিতে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া-ভালবাসায় আরো বেশি বিশ্বাসী হবে এবং তিনি যে পরিবর্তিত হয়ে উত্তম মানুষ হয়ে ওঠতে পারবেন সে আশায় এগিয়ে চলবেন। তপস্যাকালে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-সচেতনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নবায়িত মানুষ হবার সুযোগ লাভ করে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বাণীতে সকলকে আহ্বান করেছেন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন আনতে।

বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন ঘটানোর সাথে-সাথে প্রার্থনা, দয়া-দান ও উপবাসের নবায়ন ঘটানোর মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সবসময়ই আমরা প্রার্থনা, দয়া ও উপবাস বা ত্যাগস্বীকার করতে পারি। এগুলো আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ়তা দান করে ও মন্দতার উপর বিজয়ী হতে সহায়তা করবে। সব ধর্মেই কৃচ্ছতাসাধন ও ত্যাগস্বীকারের কথা বলা হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে নিয়ম করে তা আরোপও করা হয়। তবে খ্রিস্টধর্মে এই কৃচ্ছসাধন, ত্যাগস্বীকার ও উপবাস স্বাধীনভাবে করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। আর তাই ধরা-বাধার কোন নিয়ম না থাকলেও অনেকেই ৪০ দিন উপবাস থাকেন। কেউ-কেউ মাছ-মাংস ত্যাগ করেন। ত্যাগের ফসল সঞ্চিত অর্থ গরীব-দুঃখীদের সাথে সহভাগিতা করেন বা কোন মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করেন। তপস্যাকালকে ঘিরে ত্যাগ ও সহভাগিতার এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক। ভোগ-বিলাসিতাবাদ ও আরাম-আয়েসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে তপস্যাকালকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভস্ম বুধবার, পুণ্য শুক্রবার উপবাস এবং তপস্যাকালের প্রতি শুক্রবার মাছ-মাংসাহার ত্যাগ করার রীতিটার প্রতি যেন সকলে শ্রদ্ধাশীল হই। ধর্মীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কোন কারণে যেন তপস্যাকালের শুক্রবারে ঘটা করে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন না করি।

তপস্যাকালে আমরা যিশুর জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাঁর বাণী ধ্যান ও সহভাগিতা করি এবং একই সঙ্গে তাঁর সেবা কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রদের সাথে আমাদের ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের ফসল সহভাগিতা করার মধ্যদিয়ে। করোনাকালে অনেক মানুষ চরম দারিদ্র, ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা অভিজ্ঞতা করছে। আমাদের ছোট-ছোট ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়াই। তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করতে একটু দরদী হই। আমাদের স্বার্থপরতা, আমিত্ববোধ, উচ্চাকাঙ্খা, হীনমণ্যতা, পূর্বধারণা প্রভৃতি অন্যের পাশে দাঁড়াতে বাঁধা সৃষ্টি করে। এ সকল মানবিক দুর্বলতাগুলোকে জয় করার শক্তি সঞ্চয় করি এই তপস্যাকালে আরেকটু বেশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে।

আসলে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে নিজেকে বেশি করে নিবিষ্ট করতে পারলেই আমরা আমাদের মধ্যকার হিংসা-দ্বেষ, মনোমালিন্য, বিবাদ-বিশৃংঙ্খলা, অনৈতিক জীবন-যাপন, ভোগ-বিলাসিতা, পরশ্রীকাতরতা, গুজব-পরনিন্দা, খ্রিস্টীয় জীবনে উদাসীনতাসহ আরো অনেক মন্দতা পরিহার করে পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসায় সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবন গড়ে তুলতে পারব। †

তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল : ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র ; তাঁর কথা শোন। - *(মার্ক ৯:৭)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ১৫ টি **বয়স** : ২২-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন** : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচএসসি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ০৬ টি **বয়স** : ২৫-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন** : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্ঠম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম/স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, ঠিকানা, পদবী ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে।

২. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গন্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৪. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৫. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৬. ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৭. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৮. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৯. আবেদনপত্র **আগামী ১৮/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১০. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

১৩. কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/৪৭/২১

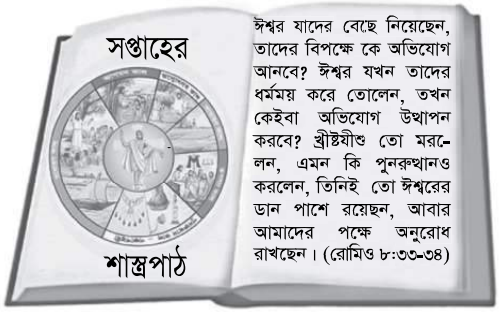

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আদি ২২: ১-২, ৯-১৩, ১৫-১৮, সাম ১১৬: ১০, ১৫, ১৬-১৭, ১৮-১৯, রোমীয় ৮: ৩১-৩৪, মার্ক ৯: ২-১০

১ মার্চ, সোমবার
দানিয়েল ৯: ৪খ-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮

২ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসাইয়া ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৭, ১৬খগ, ১৭, ২১, ২৩, মথি ২৩: ১-১২

৩ মার্চ, বুধবার
জেরেমিয়া ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৫-৬, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২৮

৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরেমিয়া ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

৫ মার্চ, শুক্রবার
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩ক, ১৭খ-২৮ক, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

৬ মার্চ, শনিবার
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২৯, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পইরিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. উইনিফ্রেড আরএনডিএম
+ ২০০৯ সিস্টার. মেরী শান্তি এসএমআরএ

১ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. কর্ণেলিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৫ সিস্টার বার্ণার্ড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯১৫ ফাদার হিউবার্ট পিটার্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড মাসার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিত্র (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

৬ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৬০ সিস্টার এম. করোনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোসেফ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জেন ডরিস মাকত্তি সিএসসি (ঢাকা)

ঘোষণা

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের মেট্রোপলিটন আর্চবিশপ নিযুক্ত

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার ভাতিকান সিটি সময় দুপুর ১২ টা ও বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫ টায় কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন আর্চবিশপ হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

His Holiness, Pope Francis, the supreme pontiff of the Universal Catholic Church appointed Most Rev. Lawrence Subrato Howlader CSC as the Metropolitan Archbishop of Chattogram at friday, 19 Feb. 2021 at Vatican City local time 12 pm and Bangladesh local time 5 pm.

আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠানুষ্ঠান হবে ৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল চট্টগ্রাম।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে মনোনীত আর্চবিশপ মহোদয়কে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! **- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

সমবায় ঋণদান সমিতি প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ১৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব এবং ধর্মপল্লীভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির বৈশিষ্ট্য ও নীতি আদর্শ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা দুইটি একটু দেরীতে হলেও জনসম্মুখে তুলে ধরায় প্রশংসার দাবিদার। লেখকদ্বয়ের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সমবায়ী অভিনন্দন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি পালকীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পূর্বে এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালকবৃন্দকে ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে পারেনি বলে আজ এই অচলাবস্থার সৃষ্টি। উপরোক্ত লেখা দু'টি মনোযোগসহ পড়ে মনে "নতুন দিগন্তে আবার সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে।" যেমন: ক্রেডিট ইউনিয়নের চ্যাপলেইন শুধু আবশ্যকই নয় বরং বাস্তবায়নে একমত পোষণ করে জীবন সায়াহ্নেও শারীরিক দুর্বলতায় শ্রবণদৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়া সত্ত্বেও পুনরায় কলম ধরলাম। বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে Credit শব্দটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করি। যেমন: C - Courage : সাহসিকতার সাথে সত্য কথা প্রকাশ করা। R-Reliable : আস্থাসহকারে। E - Efficient : সক্ষম এর মাধ্যম। D - Durable : টেকসই/স্থায়ীত্ব প্রমাণ করতে। I - Intelligent : বুদ্ধি দিয়ে। T - Trust Worthy : বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারলে সে হবে একজন প্রকৃত সমবায়ী। কেননা এই বিশ্বস্ত না হওয়ার কারণে সমিতি সর্বদাই নানাবিধ সমস্যায় জড়িত হয়ে উন্নতির পথে বাঁধাগ্রস্ত হবে। বর্তমানে ক্যান্সার রোগীকেও সুচিকিৎসায় (ব্যয় স্বাপেক্ষ হলেও) রোগ মুক্ত করা সম্ভব। তদ্রুপ প্রতিটি ধর্মপল্লীর স্কুলের শিক্ষক/সিস্টার/কেটেখ্রিস্টসহ উৎসাহী যুবক-যুবতীদের সহযোগিতায় নিজ এলাকায় শিক্ষা সেমিনার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের (Grass Root Lavel) ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূল নীতি, ক্রেডিট ইউনিয়নের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষাদানে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় অদূর ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে। ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠিত ঋণদান সমিতির শিক্ষা তহবিল হতে খরচ বহনে সক্ষম হবে বিধায় অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুর অভাব নেই, অভাব শুধু একটি ত্যাগস্বীকারের। সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

তপস্যাকালের ২য় রবিবার
বর্ষ- খ পূজনবর্ষ
প্রথম পাঠ : আদি ১-২, ৯-১৩, ১৫-৮;
দ্বিতীয় পাঠ : রোমীয় ৮:৩১-৩৪;
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ৯:২-১০

প্রতিটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে ভাল থেকে উত্তমতার দিকে, উত্তমতা থেকে আরও উত্তমতার দিকে যাত্রা করতে হয়। অন্যদিকে, রিপুর তাড়না থেকেও মুক্ত হয়ে আশীর্বাদের জীবনের দিকে ধাবিত হতে হয়। কাজেই এটি হল একটি তীর্থযাত্রার মতো; আমরা অনবরত আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে ঈশ্বরের দিকে যাত্রা করি। এ জন্য আমাদেরকে হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে হয়।

প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করতে এতোটুকুও দ্বিধাবোধ করেননি। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আব্রাহাম হবে বহু জাতির পিতা। অথচ তাকেই কি না ঈশ্বর বললেন, একমাত্র পুত্র ইসায়াককে বলী দিতে! আব্রাহাম কিন্তু কোনভাবেই গড়িমসি করেননি, তিনি ঈশ্বরের কথা শুনেছেন এবং মেনেও নিয়েছেন। কারণ ঈশ্বরের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ গভীর বিশ্বাসের ফলে ঈশ্বর তার এ ভক্তকে পুরস্কৃত করেন। তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বাসীদের পিতা, আমাদের সকলের সামনে একটি প্রদীপ্ত আদর্শ।

আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সাধারণত বিভিন্ন মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতেন এবং মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একবার সৌজন্য সাক্ষাতের সময় তার কাছে অভিযোগ এলো যে, সাক্ষাতপ্রার্থীগণ নিয়ম-কানুন মানেন না। বার বার নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও তারা ভুল কাজটিই করেন। তখন প্রেসিডেন্ট একটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি প্রত্যেকজন দর্শনার্থীর সাথে করমর্দনের সময় সকলকেই বলতে লাগলেন, "আজ আমি আমার ঠাকুরমাকে মেরে ফেলেছি"। প্রত্যুত্তরে সকলে বলতে লাগল, "খুব ভাল, খুব ভাল। আপনি চালিয়ে যান। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" শেষে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কথা শুনে খানিকটা থেমে বললেন, "আমি জানি, আপনার ঠাকুরমা অনেক আগেই স্বর্গে গিয়েছেন।"

'শোনা' যোগাযোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে বা তার আদেশ পালন করতে আমাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যিশু তার তিন শিষ্য পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে একটি উচু পাহাড়ের উপর গেলেন। সেখানে যিশুর চেহারা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল; যিশুর রূপ বদলে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এটি তাঁর গৌররান্বিত চেহারা। সেখানে দেখা দিয়েছিলেন প্রবক্তা এলীয় ও মোশী। কিন্তু শিষ্যগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেখানে কি করবেন, কার জন্য ঘর বানাবেন ইত্যাদি নিয়ে। আর তখনই তারা শুনতে পেলেন, "এ আমার একান্ত প্রিয়জন। তোমরা এর কথা শোন।" অর্থাৎ ঈশ্বর যিশুর শিষ্যদের বলছেন তাঁর পুত্রের কথা শুনতে। খ্রিস্টে দীক্ষিত হিসেবে আমরাও যিশুর কথা শুনতে আহ্বান পাই। পিতা ঈশ্বর আমাদেরও নির্দেশ দিচ্ছেন প্রিয়পুত্র যিশুর কথা শুনতে। মূলত বাণীর মধ্যদিয়েই আমরা প্রভু যিশুর কথা প্রতিনিয়ত শুনছি। নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, আমরা কি সত্যিই প্রভু যিশুর কথা শুনি? যদি শুনে থাকি, তবে মেনে চলি কী? আমরা কি প্রার্থনা, মিশা ও ধর্মকর্মের আহ্বান শুনি? পাশাপাশি, আমরা কি দুঃখী মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাই?

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকালের অর্থ আমাদেরকে বার বার স্মরণ করতে হয়। তপস্যাকালকে ইংরেজীতে Lent বলা হয়। Lent শব্দের অর্থ বসন্তকাল। অর্থাৎ তপস্যাকাল হল মণ্ডলীর বসন্তকাল। আমাদের দেশে এখন বসন্তকাল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, গাছে গাছে নতুন কচি পাতা, ফুল ও ফল। শীতে সব পাতা ঝরে গিয়ে এ বসন্তে গাছগুলো নতুনভাবে নতুন পাতায় ভরে উঠছে। মণ্ডলীর এ বসন্তকালেও আমাদেরকে পুরাতন সব কিছু ফেলে দিয়ে নতুনভাবে জীবন সাজাতে হয়; জীবনকে রূপান্তরিত করতে হয়। জীবনের মন্দতা ঝেড়ে ফেলে নতুন চিন্তা, নতুন মনোভাব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন আশা এবং বিভিন্ন সদগুণাবলীর আভরণে জীবন সাজাতে হয়। এটাই তো তপস্যাকালের অন্যতম আহ্বান। কেননা, দীক্ষাস্নানে আমরা নবজন্ম লাভ করি; পাপস্বীকারে পুনর্মিলিত হই ও জীবন নবায়ন করি; খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুতে যিশুময় হয়ে উঠি; হস্তার্পণে হই আত্মায় বলবান। তাই কষ্ট হলেও, কঠিন হলেও, সত্যসুন্দর জীবন, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক ও আচণের মধ্যদিয়ে অন্তরে-বাহিরে বদলে যাওয়াতেই প্রকৃত গৌরব।

প্রসাধনী মেখে বা মেকআপ করে আমরা আমাদের বাহ্যিক অবয়ব রূপান্তরিত করতে পারি, অনেক সুন্দর করে তুলতে পারি। আবার মুখোস করে সঙও সাজতে পারি। কিন্তু তা আমাদের প্রকৃত রূপান্তর নয়। কেননা এ রূপান্তর সাময়িক বা অস্থায়ী। তাই আমাদের প্রয়োজন জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে রূপান্তরিত হওয়া। রাগান্বিত চেহারা, রাগান্বিত চাহনী, হুঙ্কার, অন্যকে অবমাননা, টিটকারী, মিথ্যা দ্বারা চতুরামী, ছল চাতুরী, অনৈতিক জীবন প্রভৃতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত-সৌম্য, উদারতা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃপ্রেম, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি সদগুণের আলোকে পরিচালিত জীবনই তো প্রকৃত রূপান্তরিত জীবন। তাই আসুন, আমরা আব্রাহামের মতো অবিচল বিশ্বাস রেখে এবং যিশুর কথা হৃদয় দিয়ে শুনে আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাই। এভাবে সত্যিকারভাবেই খ্রিস্টের শিষ্য হয়ে উঠি এবং অনেক আনন্দ নিয়ে পাস্কা পর্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হই। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন॥ ❑

তপস্যাকাল ২০২১ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর বাণী

"দেখ, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি" (মথি ২০:১৮)

তপস্যাকাল : বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নবায়নের কাল

সুপ্রিয় ভাই বোনেরা,

যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলেছেন, তখনই তিনি তাঁর প্রেরণ-কর্মের গভীরতম অর্থ প্রকাশ করেছেন - পিতার ইচ্ছার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রেরণ-কাজের অংশীদার হতে।

পুনরুত্থান-অভিমুখে আমাদের তপস্যার যাত্রায় আসুন আমরা তেমন একজনকে স্মরণ করি, যিনি "নিজেকে নম্র করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন" *(ফিলিপ্পীয় ২:৮)*। মন-পরিবর্তনের এই সময়ে আসুন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করি, আশার "জীবন-বারি" থেকে জল আহরণ করি এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করি, যিনি আমাদেরকে খ্রিস্টের ভাই-বোন করে তোলেন। নিস্তার জাগরণীতে আমরা আমাদের দীক্ষার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করব এবং পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশীলতায় আমরা পুনর্জন্ম লাভে নতুন মানব ও মানবী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা করব। গোটা খ্রিস্টীয় জীবনের তীর্থযাত্রার মত এই তপস্যার তীর্থ যেন এখনই পুনরুত্থানের জ্যোতিতে আলোকোজ্জ্বল হয় - যা খ্রিস্টানুসারী হিসেবে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্ত সমূহকে অনুপ্রাণিত করে।

যিশু যেমন উপদেশ দিয়েছেন - উপবাস, প্রার্থনা এবং দানকর্ম *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:১-১৮)* আমাদের মন পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে, আবার এ সমস্ত আমাদের মন পরিবর্তনের চিহ্নও। দারিদ্র্য ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তোলে।

১) বিশ্বাস আমাদেরকে আহ্বান জানায় সত্যকে গ্রহণ করতে এবং ঈশ্বর ও আমাদের সকল ভাই-বোনের সামনে এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে।

এই তপস্যাকালে খ্রিস্টে প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করা এবং সেই সত্যে জীবন-যাপন করার প্রথম অর্থই হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করা, মণ্ডলী যে ঐশ বাণী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দিয়ে যাচ্ছেন। এই সত্য গুটিকয়েক বুদ্ধিমান মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোন দুরূহ-অদৃশ্য ধারণা মাত্র নয়; বরং এটি তেমন এক বার্তা, যা আমাদের প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। স্তুতিবাদ জানাই অন্তরাত্মার সেই প্রজ্ঞাকে, যেটি ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে উন্মুক্ত - যে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার চেতনায় সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধতাসহ তিনি আমাদের মানব সত্ত্বা গ্রহণ করে তিনি নিজেকে করে তুলেছেন সেই পথ, যেটি অনেক কিছু দাবী করে, অথচ সবার জন্য উন্মুক্ত; এই পথই সকলকেই জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

নিজেকে এক প্রকার অস্বীকার করার অভিজ্ঞতায় পালিত উপবাস তাদেরকে সাহায্য করে, যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে। তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিস্ব করে তোলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। কেননা সাধু টমাস আকুইনাসের কথায়, ভালবাসা হচ্ছে একটি বহির্মুখী প্রণোদনা, যেটি আমাদের মনোযোগকে অন্যদের উপর নিবদ্ধ করে এবং তাদেরকে আমাদেরই একজন হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে (দ্রষ্টব্য: *Fratelli Tutti*, ৯৩)।

তপস্যাকাল হচ্ছে বিশ্বাসী হওয়ার সময়, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে স্বাগত জানানোর সময় এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে "তাঁর বসতি গড়তে" দেওয়ার সময় (দ্রষ্টব্য: যোহন ১৪:২৩)। ভোগবাদ অথবা সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে তথ্যের অতি প্রবাহের মত সব রকম বোঝায় নুইয়ে পড়া অবস্থা থেকে উপবাস আমাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এটি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় সেই একজনের জন্য, যিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি সবকিছুতে দরিদ্র, তবু "ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ" *(যোহন ১:১৪)*: তিনি ঈশ্বরপুত্র আমাদের মুক্তিদাতা।

২) আশা "জীবন-জল"- এর মত আমাদের তীর্থযাত্রা চলমান রাখতে সমর্থ করে তোলে।

যিশু যার কাছ একটু খাবার জল চেয়েছিলেন, কুয়ার ধারের সেই সামারীয় নারী যিশুর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি, যখন যিশু তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে "জীবন-জল" *(যোহন ৪:১০)* দিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই নারীর ধারণায় ছিল যিশু জাগতিক জলের কথা বলে থাকবেন; কিন্তু তিনি তো বলছিলেন পবিত্র আত্মার কথা, যাঁকে তিনি অজস্র ধারায় প্রদান করবেন পরিত্রাণ রহস্যের মধ্য দিয়ে - তা তিনি করবেন একটি আশা প্রদানের মধ্যদিয়ে, যে আশা আমাদের কখনও নিরাশ করে না। ইতিপূর্বে যিশু এই আশার কথা বলেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি "তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন" *(মথি ২০:১৯)*। পরম পিতার অনুগ্রহের দ্বারা একটি উন্মুক্ত আগামীর কথা বলছিলেন যিশু। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর কারণে আশান্বিত হওয়ার মানেই এ কথা বিশ্বাস করা যে, আমাদের ভুলে, সহিংসতা এবং অন্যায্যতার কারণে, অথবা ভালবাসাকে ক্রুশবিদ্ধকারী পাপের কারণে ইতিহাসের ইতি ঘটে না। এর অর্থ দাঁড়ায় - তাঁর উন্মুক্ত হৃদয় থেকে পরম পিতার ক্ষমা লাভ করা।

সমস্যা-সংকুল এই সময়ে যখন সবকিছুকেই ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত মনে হয়, তখন আশার কথা বলা চ্যালেঞ্জপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু তপস্যাকাল হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে আশার সময়, যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকাই, যে ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের হাতে বিক্ষত তাঁর সৃষ্টির যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন *(দ্রষ্টব্য: Laudato Si, ৩২-৩৩; ৪৩-৪৪)*। সাধু পল জোর দিয়ে আমাদের বলেন, আমরা যেন পুনর্মিলনে আমাদের আশা রাখি: "তোমরা পরমেশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" *(২য় করিন্থীয় ৫:২০)*। মন-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিহিত সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে বিনিময়ে আমরাও অন্যদের মাঝে এই ক্ষমার প্রসার ঘটাতে পারি। আমরা নিজেরা ক্ষমা পেয়ে অন্যদের সাথে একটি নিবিষ্ট সংলাপে প্রবেশ করার ইচ্ছায় ক্ষমা দান করতে পারি; আর যারা দুঃখ ও ব্যথার অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাদের জীবনে স্বস্তি আনতে পারি। আমাদের কথা ও কাজের মধ্যদিয়েও ঈশ্বরের ক্ষমার আহ্বান আসে। আর তখনই আমরা ভ্রাতৃত্বের পুনরুত্থান-উৎসবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

তপস্যাকালে আমরা যেন আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে "স্বস্তি, শক্তি, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণার কথা বলতে পারি, কিন্তু তুচ্ছকারী কথা, বেদনাদায়ী কথা, রাগের কথা বা অপমানজনক কথা যেন না বলি (*Fraterlli Tutti*, ২২৩)। কখনও কখনও শুধুমাত্র একটু দয়ালু হয়েই অন্যদের মাঝে আশা সঞ্চার করা যায়। "সবকিছু এক দিকে রাখার ইচ্ছা মনে ধারণ ক'রে, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে, একটি হাসি উপহার দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ ব্যঞ্জক একটি কথা বলে, সর্বব্যাপী নিলিপ্ততার মধ্যেও অন্যদের কথা শুনে আশার সঞ্চার করা যায়" *(ঐ, ২২৪)*।

নির্জনধ্যান ও মৌন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদেরকে আশা দেয়া হয় অনুপ্রেরণা ও আত্মিক আলো হিসেবে। এই আলোই আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ আর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর জ্যোতি ছড়ায়। এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:৬)* আর কোমল ভালবাসাময় পরম পিতার সাথে সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করা।

প্রত্যাশাকে তপস্যার সাধনায় অভিজ্ঞতা করার সাথে যে বিষয়টি জড়িত তা হচ্ছে, খ্রিস্টে আমরা নব যুগকে প্রত্যক্ষ করি, যে যুগে ঈশ্বর "সব কিছু নতুন ক'রে তোলেন" *(দ্রষ্টব্য: প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২১:১-৬)*। এর মমার্থ হলো, খ্রিস্টের আশায় আশান্বিত হওয়া, যে খ্রিস্ট ক্রুশের উপরে তাঁর জীবন দিয়েছেন, যাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত করেছেন; আর সর্বদা "প্রস্তুত থাকা, যেন আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করা আশার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে যেন আমরা এর স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারি" *(১ম পিতর ৩:১৫)*।

৩) খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরন করে সবার জন্য আকুলতা ও মমতাময় ভালবাসা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ও আশার সর্বোত্তম প্রকাশ

ভালবাসা অন্যদেরকে বৃদ্ধি পেতে দেখে উল্লসিত হয়। সেই কারণেই অন্যদের জীবনে যন্ত্রণা, একাকিত্ব, অসুস্থ্যতা, বাস্তুচ্যুত অবস্থা, অবজ্ঞা ও অভাব দেখে এই ভালবাসা কষ্ট পায়। ভালবাসা হচ্ছে অন্তরের নাচন। এটি আমাদের ভেতরের আমি থেকে আমাদের বের করে আনে আর সৃষ্টি করে সহভাগিতা ও মিলনের বন্ধন।

"ভালবাসার সভ্যতার অভিমুখে অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে সামাজিক ভালবাসা। এতে আমরা সবাই যে আহূত, তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এর প্রণোদনার জন্য ভালবাসা একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম। কেবল আবেগ নয়, এটি হচ্ছে সবার জন্য উন্নয়নের একটি কার্যকর পথ আবিষ্কারের উপায়" (*Fratelli Tutti,* ১৮৩)।

ভালবাসা হচ্ছে একটি উপহার, যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলে। এটি অভাবীজনদেরকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে, বন্ধুজন, ভাই বা বোন হিসেবে দেখতে সমর্থ করে তুলে। ক্ষুদ্র একটি দান যদি ভালবাসার সাথে দেওয়া হয়, তবে তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি জীবন ও সুখের উৎস হয়ে ওঠে। এমনটিই ঘটেছিল সেরেফ্‌তা শহরের বিধবার খাদ্যের জালা ও তেলের পাত্রকে কেন্দ্র করে, যে বিধবা প্রবক্তা এলিয়কে তেল দিয়ে তৈরী রুটি খেতে দিয়েছিলেন *(দ্রষ্টব্য: ১ম রাজাবলী ১৭: ৭-১৬)*। একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল যখন যিশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে, তা ভেঙ্গে শিষ্যদের হাতে দিয়েছিলেন, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য *(দ্রষ্টব্য: মার্ক ৬:৩০-৪৪)*। যখন আমরা আনন্দ ও সরলতার সাথে দান করলে আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটে- তা সে সামান্যই হোক অথবা প্রচুর পরিমাণেই হোক।

ভালবাসার সাথে তপস্যাকালের অভিজ্ঞতা করা মানেই হচ্ছে তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া, যারা কোভিড-১৯ এর কারণে কষ্ট পাচ্ছে বা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত ভাবছে এবং যারা ভয়ের মাঝে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর অনিশ্চতার এই দিনগুলিতে আসুন আমরা ভৃত্যের উদ্দেশে প্রভুর এই কথা মনে রাখি : "ভয় পেও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি" *(ইসাইয়া ৪৩:১)*। আমাদের দয়ায় কাজে আমরা পুননিশ্চয়তার কথা বলতে পারি এবং অন্যদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করতে পারি যে, ঈশ্বর তাদেরকে পুত্র ও কন্যা হিসেবে ভালবাসেন।

দানশীলতার দ্বারা পরিবর্তিত সুস্থির দৃষ্টিই কেবল অন্যদের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে মানুষকে সমর্থ করে তুলে। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্ররা পায় মর্যাদা, তাদের মর্যাদাকে করা হয় সম্মান, তাদের পরিচয় ও কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করা হয়। এভাবেই তাদেরকে সমাজের অঙ্গীভূত করা হয় *(Fraterlli Tutti, ১৮৭)*।

সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে বিশ্বাস করার, ভালবাসার ও আশায় থাকার সময়। মন পরিবর্তন, প্রার্থনা এবং আমাদের সম্পদ সহভাগিতার এই তপস্যাকালীন যাত্রার ডাক সমাজ ও ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে সহায়তা করে বিশ্বাসকে পুর্নজীবিত করতে, যে বিশ্বাস আসে জীবন্ত খ্রিস্ট থেকে, আসে পবিত্র আত্মার প্রাণবায়ুতে অনুপ্রাণিত আশা থেকে, আর আসে পরম পিতার প্রেমময় হৃদয়ের নিসরিত ভালবাসা থেকে।

মারীয়া, মুক্তিদাতার জননী- যিনি ক্রুশের নীচে এবং মণ্ডলীর অন্তরাত্মায় চির বিশ্বস্ত, তিনি তাঁর ভালবাসাময় উপস্থিতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করুন। পুনরুত্থানের আলোর অভিমুখে আমাদের যাত্রায় পুনরুত্থিত প্রভুর আশীর্বাদ আমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান, ১১ নভেম্বর ২০২০, তুরস এর সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবস

পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

উপবাস কাল : যিশুর সান্নিধ্যে থাকার কাল

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

উপবাস কথাটি দু'টি শব্দ থেকে এসেছে 'উপ' এবং 'বাস'। 'উপ' কথার অর্থ হল কাছে বা নিকটে আর 'বাস' কথার অর্থ হল বসবাস করা। অর্থাৎ কারও নিকটে বা কাছে বসবাস করা। এই সময় আমরা যেসকল কাজ করি সে সকল কাজের মধ্যদিয়ে যিশুর কাছে আসার চেষ্টা করি তাঁরই সান্নিধ্যে বাস করি। এই সময় মণ্ডলীতে উপবাস, দান এবং প্রার্থনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা যেন আত্মশুদ্ধি অর্জনের মধ্যদিয়ে যিশুর কাছে থাকি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। এই বিশেষ সময়ে আমরা যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাই, ক্রুশের কথা স্মরণ করি, যিশুর সাথে ক্রুশের দিকে অর্থাৎ কালভারীর দিকে যাত্রা করি। একই সাথে আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের ক্রুশ বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ক্রুশ হল পরিত্রাণের প্রতীক, গৌরবের প্রতীক সেই সাথে ভালবাসার প্রতীক। ক্রুশের পথে যাত্রা করার মধ্যদিয়ে যিশুর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করি, তাঁকে অনুসরণ করি। মানুষকে সেই পথে হাঁটতে উৎসাহিত করি।

উপবাস কালকে মন পরিবর্তনের কালও বলা হয়ে থাকে। যখন আমরা পাপ করি তখন যিশু হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকি। আবার যখন মনপরিবর্তন করি, পাপের জন্য অনুতপ্ত হই তখন যিশুর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটে। শুধু যিশুর সঙ্গে নয় ভাই মানুষদের সঙ্গেও পুনর্মিলন ঘটে। মন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই এই সময় হল মন পরিবর্তনের সময়। আমরা যেন মন পরিবর্তন করে যিশুর কাছে থাকি, তাঁর পথে যাত্রা করি। "সময় হয়ে এসেছে ঐশ রাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাওঃ তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর *(মার্ক ১:১৫)*"।

উপবাস কাল হল আত্মশুদ্ধির কাল। নিজেকে শুদ্ধ করার কাল। এই শুদ্ধ বা পবিত্র হল কথা, কাজ, চিন্তা ও জীবনাচরণের শুদ্ধতা। মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। সবাই কম বেশি পাপী। তাই আমাদের সবার আহ্বান "স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র *(মথি ৫:৪৮)*।" এই পবিত্র হওয়ার অর্থ হল নিজেকে শুচিশুদ্ধ করার মধ্যদিয়ে যিশুর সান্নিধ্যে বসবাস করা। বর্তমান জগতে দেখা যায় মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। এই সকল ব্যস্ততার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে করতে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। যান্ত্রিকতায় খাপ খাওয়াতে গিয়ে অনেক মানুষ পাপের দিকে চলে যাচ্ছে। এখানে তাকে সচেতন হতে হয় পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করতে হয়। পবিত্র হওয়া শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয়, গোটা স্বত্ত্বায়ই আমাদের পবিত্র হতে হয়। আমাদের চিন্তা, চেতনা, কথা-বার্তা, ধ্যান ধারণা, কাজ-কর্ম যেগুলো মানুষের জন্য মঙ্গলকর নয় তা বাদ দিতে হয়। নিজেকে পাল্টে দিতে হয়। যেন আমি গোটা সত্ত্বায় পবিত্র হতে পারি। যিশুর সান্নিধ্যে সর্বদা থাকতে পারি।

উপবাস কালে প্রার্থনার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আশীর্বাদ আসে। কোন প্রার্থনাই বৃথা যায় না। "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো তা করো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকে ডাক, আড়ালে থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব-কিছু দেখতে পান তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন *(মথি ৬:৫-৬)*।" প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে নয় মানুষের সঙ্গেও মিলন ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রার্থনা করি ঠিকই কিন্তু আমাদের জীবনের পরিবর্তন হয় না। এ রকম হলে আমাদের প্রার্থনা আর ভণ্ড ফরসীদের প্রার্থনা একই রকম। এই তপস্যাকালে যেন আমাদের প্রার্থনা প্রকৃত প্রার্থনা হয়। জীবনের পরিবর্তন হয়। সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপবাসের মধ্যদিয়ে আমি নিজেকে সংযত করি। ত্যাগের মধ্যদিয়ে যেন ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি। শুধু মাত্র খাবারের উপবাস নয়, কথা, চিন্তা ও কাজের উপবাস করতে হয়। দানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়। তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা উপবাস, প্রার্থনা ও দান করি যেন এই সময় আরও বেশি যিশুর সান্নিধ্যে থাকি।

উপবাস কালকে অনেক নামে ডাকা হয়। এই কাল হল তপস্যাকাল, মন পরিবর্তনের কাল, কৃচ্ছতা সাধনের কাল, ত্যাগের কাল, উপবাস কাল, প্রার্থনা করার কাল, দানের কাল, ক্রুশের পথে যাত্রার কাল। যে নামেই এই সময়কে অভিহিত করা হোক না কেন সবগুলো করা হয়ে থাকে যিশুর সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে। যিশুর সান্নিধ্যে থাকতে হলে আমাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হয়। যাদের আমরা দেখতে পারি না, ঘৃণা করি তাদের যেন ভালবাসি, আমাদের মধ্যে অহংকার থাকলে তা যেন চূর্ণ করি। অহংকারের পরিবর্তে যেন নম্র হই, ভোগের পরিবর্তে যেন ত্যাগী মনোভাবাপন্ন মানুষ হই। যাদের ক্ষতি করার চিন্তা করি, তাদের যেন ভাল করতে চেষ্টা করি। পরশ্রীকাতরতা না করে যেন পরের মঙ্গল করি। পরের সমালোচনা না করে যেন পরের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করি। অন্যে ভাল করলে আমি যেন তাকে উৎসাহিত করি। আমরা এই কাজ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছে বসবাস করতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ক্রুশ রয়েছে। কারও জীবনের ক্রুশ ছোট কারও ক্রুশ বড়। আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা নিরাশা, অভাব অনটন, কাজের অভাব, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, যে কোন কাজের ব্যর্থতা এগুলো আমাদের জীবনের এক একটি ক্রুশ। যিশু যেমন ক্রুশ বহন করেছেন, যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন, আমরাও যেন আমাদের জীবনের ক্রুশ বহন করি, যিশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে শক্তি লাভ করি। আমরা যারা বোঝার ভারে ক্লান্ত আমরা যেন যিশুর কাছে আসি। যিশু নিজেই বলেছেন তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দেব। যিশু আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কাছে আসার আহ্বান করেন। তিনি আরও বলেন- যে আমার শিষ্য হতে চায় সে তার ক্রুশ বহন করে আমার অনুসরণ করুক।

মাতামণ্ডলী এই তপস্যাকালে ৪০টি দিন আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা যেন যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। এই তপস্যাকালে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কিছু সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। আমাদের যে সকল দুর্বলতা বা মলিন দিক রয়েছে তা বাদ দিতে পারি। আমার মিথ্যা বলার প্রবণতা থাকলে বাদ দিতে পারি, ধুমপানের অভ্যাস থাকলে বর্জন করতে পারি, পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকলে যত্নবান হতে পারি, মোবাইলে বেশি কথা বলার প্রবণতা থাকলে পরিমিত কথা বলতে পারি, মোবাইলে গেমস খেলায় আসক্ত থাকলে বাদ দিতে পারি, মোবাইলে মন্দ কিছু দেখার অভ্যাস থাকলে বাদ দিতে পারি, ঘৃণা করার প্রবণতা থাকলে ভালবাসতে পারি, যাদের সাথে কথা বলি না আমি উদ্যোগী হয়ে কথা বলতে পারি, অনেক দিন ধরে ক্ষমা করতে না পারলে ক্ষমা করতে পারি, ভোগ করার প্রবণতা থাকলে ত্যাগী হতে পারি, অপচয়ের প্রবণতা থাকলে মিতব্যয়ী হতে পারি, উদার মনোভাব না থাকলে উদার হতে পারি, অন্যকে দান করতে সাহায্য করতে পারি। আমার পরিবারের মানুষকে সময় দিতে পারি, একসাথে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা করতে পারি। সময়ের অপচয় করার মনমানসিকতা থাকলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারি। মোট কথা আমার যে সকল বদভ্যাস রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে ভাল কাজ করতে পারি। এগুলোর চর্চার মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বসবাস করতে পারি। নিজের জীবন প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারি। অন্যকেও উৎসাহিত করতে পারি।

উপবাস কাল আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি বিশেষ সময়। এই সময় আমরা যেন প্রকৃত উপবাস, প্রার্থনা ও দান করতে পারি। মানুষ ও ঈশ্বরের আরও সান্নিধ্যে আসতে পারি। নিজের জীবন প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারি। পাওয়ার পরিবর্তে মানুষকে আরও বেশি করে দিতে চেষ্টা করি। নিজের ক্রুশ বহন করি, যিশুর ক্রুশ থেকে শক্তি লাভ করি। অন্যকে ক্রুশের পথে হাঁটতে উৎসাহিত করি। আমি নিজে যিশুর সান্নিধ্যে থাকি অন্যদেরও যিশুর সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি॥ ❑

সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম

সুনীল পেরেরা

মৃত্যুর পূর্বে শেষ রাতে, যিশু তার শিষ্যদের নিয়ে গেৎসিমানী বাগানে এলেন প্রার্থনা করতে। বললেন, "জেগেই থাকো, প্রার্থনা করো যেন প্রলোভনে না পড়ো।" একটু পরেই ক্লান্ত শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়ে। যেমনটি আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই। তাঁর অবাধ্য হয়ে শয়তানের প্রলভনে পড়ি। অন্যদিকে যিশু কাঁদছেন আমাদের বিশাল পাপের বোঝার কথা স্মরণ করে। মানুষের সমস্ত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেই তাকে ক্রুশের কষ্টময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এসব জেনেও তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণ করতেই বিনম্রভাবে বললেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

ইচ্ছে করলে যিশু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। মারমুখো জনতার মধ্যদিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারতেন অক্ষত দেহে। কিন্তু তাহলে বেদনার পেয়ালায় চুমুক দেবে কে? সর্বোপরি পিতার অনুগত, ঈশ্বর ইচ্ছার প্রতিমূর্তি।

বিশ্বাসঘাতক যুদাসের লোভের কারণে যিশু ধৃত হলেন। মহাযাজক কাইফার গৃহ-প্রাঙ্গণে চলে সারারাত অমানুষিক নির্যাতন। প্রহারে প্রহারে এমন ক্ষত-বিক্ষত হলো যে, যিশু আর উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না। চলে মহাসভার বিচার। কিন্তু কোনো আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার মহাসভার নেই। তাই তারা যিশুকে রোমান শাসক পিলাতের বিচারালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

ধূরন্দর শাসক পিলাত। একদিকে ইহুদিদের প্রচণ্ড দাবী যিশুর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে এই সম্রাটের প্রতিনিধি। রোমান আদালতে বিচার চাইতে হলে চাই নির্দিষ্ট অভিযোগ, চাই প্রমাণ, চাই সাক্ষ্য।

ইহুদিরা যিশুর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনল। **প্রথমঃ** লোকটা আমাদের জাতিকে বিকৃত করেছে; **দ্বিতীয়ঃ** লোকটা মহান সম্রাটকে কর দিতে বারণ করেছে; আর **তৃতীয়ঃ** এই ধর্মদ্রোহী নিজেকে ইহুদিদের রাজা এবং ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছে। প্রথম অভিযোগ অস্পষ্ট, দ্বিতীয় অভিযোগ অসত্য। যিশু বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" তৃতীয় অভিযোগই গুরুতর। এটা রাজদ্রোহের সামিল। পিলাত তা উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে যিশু নিজে বিচার সভায় স্বীকার করেছেন তিনি রাজা। কিন্তু দুর্বলচিত্ত পিলাত নানা ফঁন্দি এটেও যিশুকে মুক্তি দিতে পারেনি। জনতার উত্তেজিত গর্জনের কাছে পরাভূত হলেন তিনি। শেষ চেষ্টা ছিল, যিশুকে বেত্রাঘাত করে ছেড়েই দেবেন। রোমান সৈন্যদের হাতে শুরু হয় পৃথিবীর সব চাইতে ঘৃণ্যতম ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। যিশু নীরব, নিথর, অচঞ্চল। এতেও ইহুদিদের মন ভরল না। তাদের এক দফা, এক দাবী যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু। কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছে।

এতেই পিলাত ভয় পেয়ে গেল। সত্যিই যদি তাই হয়। লোকটা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে। অথচ যিশুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা হলো ঈশ্বর নিন্দার সামিল। যার একমাত্র শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড।

পরাজিত, অসহায় পিলাত অবশেষে জলে হাত ধুয়ে যিশুকে ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দিল ক্রুশীয় দণ্ড বিধানে। হাত ধুলেই দায়িত্ব মুছে ফেলা যায়? পিলাতের নীতিবোধ, তার বিচার বুদ্ধিতে, তার বিবেকে এমনকি তার স্ত্রীর স্বপ্নও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে যিশুর প্রতি কঠোর দণ্ড না দিতে। তবুও সে পারল না, জনতার দাবীর কাছে পরাজিত হলো। মিথ্যার কাছে সত্যের পরাজয়। এখন জলের- ছলনা করলে কী হবে, রক্ত না থাকলেও তার হাত থেকে রক্তের দাগ ওঠে যাবে না। চোখের জল ছাড়া শুধু জলে কি দাগ ওঠে? পিলাত ক্ষমতালোভী এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির অসহায় নায়ক।

যিশু নিজেকে কখনো বলেছেন মনুষ্যপুত্র, কখনো ঈশ্বরপুত্র। যিনি মনুষ্যপুত্র তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। মানবী আর ঐশী দুই বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নয়, যিশুতে এক সত্ত্বা। যিনি ঈশ্বর পুত্র তিনিই ঈশ্বর। যিশু নরায়িত ঈশ্বর। যিশু ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরের বিষয় জানাতে নয়। স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরকে জানার অর্থই ঈশ্বরকে ভালবাসতে জানা। যিশুর মধ্যদিয়েই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই। যে ঈশ্বর নিস্বার্থভাবে শুধু দিলেন, প্রতিদানে কিছুই চাইলেন না। ঈশ্বর অহর্নিশ ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। "পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত যারা, আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের শান্তি দেব, তোমাদের ভার মোচন করব।" সমাজ-সংসারে যারা মূল্যহীন, ঈশ্বরের কাছে তাদেরও দাম আছে। এমনিতে যে তুচ্ছ সেও ঈশ্বরের বরণীয়।

আমাদের পাপের বোঝা বহন করে যিশু কালভেরীর পথে কত কষ্ট করেছেন, কত লাঞ্ছনা, কত ধিক্কার, কত উপহাস সহ্য করেছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা, চাবুকের প্রহার আর সূর্যের প্রখর তাপে প্রভুর পা কাঁপছে থর থর করে। তবু সৈন্যরা তাকে টেনে, হিচড়ে নিয়ে গেল কালভেরী পাহাড় চূড়ায়। জনশ্রুতি রয়েছে, আদি পিতা আদমকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

যিশুর হাত ও পা পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হলো ক্রুশের উপর। তারপর দু'জন দস্যুর মাঝে ক্রুশটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। মৃত্যুর চরম মূহুর্তেও যিশু পাপীদের সঙ্গী হলেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বিস্ময়কর বাণী, "পিতা এদের ক্ষমা কর। এরা কি করছে তা এরা জানে না।" যে শত্রুরা তাকে মৃত্যুর জন্যে ক্রুশে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যারা তাকে কষাঘাতে রক্তাক্ত করেছে , তাদের প্রতি কোন ক্ষোভ নয়, ক্রোধ নয়, অভিশাপ নয়। তাদের প্রতি ক্ষমা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এই তো যিশুর হৃদয়, ক্ষমাশীল পিতার কোমল হৃদয়।

পৃথিবীর মানুষেরা জানে না তারা কি করছে। একদিন সমস্ত পৃথিবীই জানবে ঐ ক্রুশের অর্থ কী, কী এর ইঙ্গিত। সেদিন শুধু অত্যাচারী মানুষের লজ্জা ও কলঙ্কই দেখবে না, দেখবে মানুষের জন্য ঈশ্বরের আত্মদান। তাই দেখে মানুষও জগত জুড়ে উৎসর্গের মহোৎসবে মেতে উঠবে।

যিশু তীক্ষ্ণতম মৃত্যু যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন আর তারই ক্রুশের নীচে বসে তার গায়ের জামাটা নিয়ে সৈন্যরা জুয়া খেলছে। এত বড় নির্মম উদাসীনতার দৃশ্য আর কী হতে পারে? ঈশ্বর আর্তনাদ করছেন আর আমরা মদগর্বিত সভ্য মানুষের দল তাকিয়েও দেখছি না। কে কোন ভাগের বস্তুটা আয়ত্ব করব তারই প্রাণান্ত চেষ্টা। ঐ জামাটা যিশুর মা মারীয়া যিশুকে হাতে বুনে দিয়েছেন। বাড়ি ছেড়ে বেরুবার আগে এটিই তার মায়ের শেষ উপহার।

মা! যাকে সবাই পরিত্যাগ করেছে মা কিন্তু তাকে ছাড়তে পারেননি। যিশুর আর কেউ না থাক, মা আছেন। মারীয়া এই ছেলেকেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। ত্রিশ বছর মায়ের সাথে সংসারের সমস্ত কাজ করেছেন। "আমার ডাক এসেছে" এই বলে তিন বছর আগে সেই যে বাড়ি ছেড়েছেন, মা কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেন নি। সোনার বরণ দেহটি রোদে পুড়ে কেমন কালো হয়ে গেছে। জনতা উপহাস করছে কতভাবে। মারীয়া শুনতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না। তার মনে হচ্ছে বড় বড় ধারালো পেরেক যেন তার বুকের পাঁজরে বিদ্ধ হচ্ছে। তিনি মা অথচ তার সাধা নেই পুত্রের কপালে হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দেন, এক চুমুক ঠান্ডা জল খাওয়ান তৃষ্ণার্ত পুত্রকে। মারীয়ার মুখে ভাষা নেই, চোখে অশ্রু নেই, যেন শোক প্রতিমার প্রস্তর মূর্তি। এই মা-ই যিশুর শেষ আশ্রয়, সেই মাকেও তিনি আমাদের জন্য বিলিয়ে দিলেন। দিলেন পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের লালন পালন করতে। মারীয়া যেমন যিশুর মা, তাই মারীয়া আমাদেরও মা।

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের নিজেদের ভাষায় অবদান

ফাদার সুশীল লুইস

পৃথিবীতে ৩০ কোটির অধিক লোক বাংলায় কথা বলে। ইতিহাস, গুণ, মান, গভীরতা হিসাবেও বাংলা এক সম্পদশালী ভাষা। সেদিক থেকে বাংলার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য, গভীরতা, সৌন্দর্য, গুরুত্ব, ইতিহাস, মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা প্রায়ই বাংলা ভাষার বিষয়ে স্মৃতিচারণসহ অনেক কথা বলে থাকি, বিচিত্রানুষ্ঠান করে থাকি। তবে ভাষা প্রসঙ্গে কে, কী করতে পারি, কখন কীভাবে করতে পারি সেটি হল এক বড় বিষয়। শুধু মুখে অনেক কথা বলা নয়, তবে ভাষার বিষয়ে জরুরীভাবে করা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় খুব সহজে বার-বার সবার সামনে আসতে পারে। **যেমন:**

আমরা অনেক ইংরেজি শিখি, পড়ি, লিখি, আয়ত্ত করি, কিন্তু কেন বাংলাকে গুরুত্ব দিব না? নিজেরা কেন নিজেদের দেশের ভাষায় বিভিন্ন কিছু লিখি না, পড়ি না, বলি না, করি না, করতে পারলে, লিখতে পারলে তখন নিজের ভাষায় সব হতে পারত। নিজেদের ভাষায় কেন বিভিন্ন কিছু সংশোধন করব না, অন্যদের কাছে ভাষাসম্পদ প্রকাশ করব না? সেদিক থেকে অনেক গুরুত্বসহ সবাইকে বার বার বলতে হবে; আগে নিজেরা যথাযথ বাংলা শিখি, তারপর ইংরেজি শিখি, লিখি ও পড়ি।

অন্য দেশের মানুষ নিজেদের ভাষায় সব করেন। আমরা শুধু প্রায়ই ইংরেজিপ্রেমের প্রথমসারির পথযাত্রী। ভিয়েতনাম, কোরিয়া, জাপান, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মানুষ যদি নিজেদের ভাষায় সব করতে পারে তবে কেন আমরা সেভাবে সব করতে পারব না?

যদি সত্যিই চাই ও চেষ্টা করি তবে বাংলায়ও দেশের ভাষাসমূহে অনেক কিছু করা যাবে। যেমন ধর্মের অভিধান, ধর্মকোষ, বিশ্বকোষ, মণ্ডলীকোষ, ইতিহাস, দর্শন, ঐশতত্ত্ব, সাধুচরিত ইত্যাদি। আমার মতে এগুলি করা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দায়িত্ব।

এসব বিষয়ে আরো চিন্তা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও সঠিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। তারপর তথ্য সংগ্রহ করে সমাজের লেখকেরা নিজে নিজে এবং বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে আরো লিখতে চেষ্টা করা দরকার।

বাংলা হল নিজেদের ভাষা এটিতেই আমরা যেমন তেমন করে বলি, লিখি, শিখি তখন ইংরেজির বিষয়ে আর কি বলা যাবে? বাংলা ভাষায় আমাদের অনেক কাজ করতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে, ভালভাবে লেখালেখি করতে হবে, সঠিক উচ্চারণে সুন্দরভাবে বলতে হবে, সেজন্য অনেক সাধনা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন। এখানে সবার বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরী যে, যেকোন ধারণায় পরিচালিত হয়ে ভাষায় নিজের খুশিতে বানান লেখা কিন্তু কোনভাবেই বর্তমান কালের "ফ্যাশন" নয়। শব্দের বানান তার নিজস্ব ধরনেই চলবে সবার সেটা সচেতন হওয়া উচিৎ।

আমাদের দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে যেসব লেখা প্রকাশিত হয় সেসব সর্বসাধারণের পাঠের ব্যবস্থা রাখা ও সেগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেসব মূল্যালন করা ও স্বীকৃতি দেয়া দরকার। এভাবে আমাদের অনেক মূল্যবান ঐতিহ্য ও সম্পদ সংরক্ষিত হবে, পরবর্তী বংশধরগণ যুগে যুগে সেসব জানবে ও সংস্কৃতিবান মানুষ হবে।

ভক্তদের মধ্যে যেসব কথা, ভাষা, লেখা, বই, নাটক, বর্ণমালা, পালাগান, কষ্টের গান, কীর্তন, রীতিনীতি, আচরণ, সামাজিকতা আদবকায়দা প্রভৃতি ঝাঁপসা হয়ে যাচ্ছে। বা কোনভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সেসব লেখায় সবার প্রচেষ্টায় সযত্নে রক্ষা করা জরুরী। একটি উদাহরণ ব্যবহার করছি: ছোটবেলায় শুনেছি মৃতব্যক্তিদের ঘরে রাতভর এবং কবরদানের শোভাযাত্রাকালে অনেক গান/কীর্তণ করা হতো, অনেক স্থানে সেসব আজ ইতিহাসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সমাজ/মণ্ডলীর পক্ষে এসব মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ করার কি কোন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ থাকতে পারে?

আমাদের ধর্মীয় অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে আছে সেসব গবেষণায় বের করে একটি সুন্দর বই হতে পারে। একইভাবে আমাদের ধর্মীয় নাম ও সেসবের অর্থগুলি নিয়েও মূল্যবান লেখা আসতে পারে। তাহলে অনেক মানুষ আমাদের বিষয়ে আরো ভাল জানতে পারবে।

আমাদের খ্রিস্টভক্তদের সংস্কৃতি-জীবন, বিশেষভাবে আদিবাসীদের বিষয়ে অনেক সুন্দর লেখা আসতে পারে। আর সেজন্য ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী সবাই সচেতন হয়ে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারেন।

নিজেদের ভাষায় উপাসনা করা, উপাসনার বই রচনা ও অনুবাদ করা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। একই সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষা, আদেশ, নির্দেশ স্ব-স্ব মাতৃভাষায় করলে সেসব মানুষের প্রাণে দাগ কাটবে, উপরন্তু অন্যরা সেসব জানবে, বুঝবে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কাজ করতে হবে।

অনেককে নিজের ভাষায় স্ব-স্ব বিষয়ে অনেক লিখতে হবে, ভাল লিখতে হবে, বেশি প্রকাশ করতে হবে। তাহলে দেশের বহু মানুষ আমাদের বিষয়ে জানবে, বুঝবে আর আমাদের বিদেশী বলবে না বরং আমাদের কাছাকাছি আসবে, সুসম্পর্কে বাস করবে।

ভাষার মাসে আমরা সবাই সচেতন হই, আর নিজেদের ভাষায় গবেষণালব্ধ মূল্যবান অনেক কিছু প্রকাশ করার পদক্ষেপ নেই তাহলে ভাষার শহীদদের আমরা উপযুক্ত সম্মান দেখাতে পারব আর নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারব। সেজন্য আমাদের পবরর্তী বংশধর আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমরা না থাকলেও আমাদের লেখা পড়ে তারা পথের দিশা ও আলোময় জ্ঞান লাভ করবে। সফল হোক যার যার মাতৃভাষার জয়যাত্রা॥ ❑

মায়ের ভাষা মাতৃভাষা

মানুয়েল চাম্বুগং

২০০০ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মধুরতম ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন এ প্রতিষ্ঠান। বিষয়টি বাঙালি জাতির জন্য গৌরব ও আনন্দের একটা দিক। এই গৌরার্বোজন আমরা পেয়েছি আমাদের দেশের সোনার ছেলে সালাম, রফিক, বরকত ও জব্বার প্রমুখসহ আরো নাম না জানা অনেকের তাজা রক্তের বিনিময়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময়ই তাদের উৎসর্গকৃত এই রক্তের মূল্য দিতে পারছি না। আধুনিক সংস্কৃতির বেড়াজালে ও আধুনিকতার নামে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভাষাকে হারাতে বসেছি। বিশেষ করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের জীবন চিত্রে তাকালে দেখতে পাবো, আজ অনেক জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। আদিবাসী ভাইবোনদের মনে আজ প্রশ্ন, বাংলা যদি এদেশের মাতৃভাষা হয় তাহলে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের মায়ের ভাষা কি তাদের কাছে মাতৃভাষা নয়? মাতৃভাষা প্রসঙ্গে লেখিকা সেলিনা হোসেন বলেন, "একজন ব্যক্তির মা যে ভাষায় কথা বলেন সেটিই তার মাতৃভাষা। আমাদের দেশে কোটি কোটি মা আছেন, যারা তাদের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলতে পারে না। তাদের সন্তানদের মাতৃভাষা, তাহলে সেই আঞ্চলিক ভাষাই, অন্য ভাষা নয়। কিন্তু এই সব সন্তানেরা কালক্রমে অন্য ভাষা আয়ত্ব করতে পারে, বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলের ভাষায় কথা না বলে প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং সে আঞ্চলিক ভাষা ভুলে না গেলেও প্রধানত জীবন-যাপনে প্রমিত বাংলা ভাষাই ব্যবহার করতে পারে।"

লেখিকা এখানে যে জিনিসটি বলতে চেয়েছেন সেটি হলো, মায়ের কাছ থেকে সন্তান যে ভাষাটি শিখে সেটিই তার মাতৃভাষা। একজন বাঙালির মাতৃভাষা যেমন বাংলা তেমনি একজন গারোর মাতৃভাষা হচ্ছে; তার মায়ের কাছ থেকে যে ভাষাটি শিখেছে সেই গারো ভাষা। বাংলা হলো তাদের কাছে রাষ্ট্র ভাষা। যে কথাটি বলছিলাম, গারো ভাষার মতো এদেশে ৫০টিরও অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি আজ বিলীন হওয়ার পথে। তাদের প্রাণের ভাষা কেন হারিয়ে যাচ্ছে, খুঁজলে আমরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও কারণ দেখতে পাবো। নিম্নে প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করছি:

- ❖ নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করা।
- ❖ পরিবারে মায়ের ভাষায় কথা না বলা।
- ❖ পারিপার্শিক প্রতিবন্ধকতা, কাজে-কর্মে, স্কুল-কলেজে মাতৃভাষা চর্চা করার পরাধীনতা।
- ❖ মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করা।
- ❖ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকায়।
- ❖ মিশ্র বিবাহ।

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুকে গারো ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "রিপেং নাম্মে দংআমা (বন্ধু কেমন আছ?)" মিষ্টি হাসি দিয়ে সে বাংলায় বললো, এই তো বন্ধু ভাল আছি, তুমি ভাল আছোতো?" "ভাল ছিলাম কিন্তু এখন ভাল নেই।" "কেন?" "কেন আবার এই যে তোমাকে কত সুন্দর করে গারো ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি বাংলায় চট করে উত্তর দিলে। আচ্ছা দোস্ত তুমি কি গারো ভাষা বলতে পারো না?" "পারি তবে বলতে লজ্জা লাগে।" বন্ধুর মুখে মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা লাগে কথাটি শুনে নিজেও খুবই কষ্ট পেলাম। মনে মনে মহাকবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের ভাষায় বললাম, "মাতৃভাষায় যার অধিকার নেই; সেই সব মানুষের নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেওয়াকে আমি ঘৃণা করি।" মাতৃভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে, তুচ্ছভাবে মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'বঙ্গবাণী' কবিতায় তাদেরকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন:

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ না যায়।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।"

কবিতার এই পঙ্কতিমালায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কবির সময়ও স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা ছিল। কবি হাকিম অনেকটা আক্ষেপ করে এই সমস্ত মানুষদের উদ্দেশে বলেছেন, "বঙ্গ দেশে জন্মগ্রহণ করে যাদের বঙ্গভাষার প্রতি মমত্বহীন তাদের জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ হয়। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি যাদের মমতা নেই, তাদের এদেশ ত্যাগ করাই উত্তম। পিতা-মাতামহের জন্ম যে দেশে হয়েছে তাদের ভাষার চেয়ে মধুর ভাষা আর কি হতে পারে!" তাই মাতা-পিতার কাছ থেকে যে ভাষা পেয়েছি সেই ভাষাকে সম্মান করে চলা ও রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কেননা মায়ের ভাষার সাহায্যেই আমরা যেকোনো বিষয়ে খুব সহজেই অন্তরোপলব্ধি করতে পারি এবং অন্যের কাছে মনের কথা সম্পূর্ণভাবে ও সাবলীলভাবে ব্যক্ত করতে পারি। অন্য কোনো ভাষা দিয়ে যেটা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর জন্য সবসময় সবারই মনে রাখা দরকার কোন জাতি যদি তার মাতৃ ভাষাকে কোনো ক্রমে হারিয়ে ফেলে তাহলে সে জাতির অস্থিত্ব বলে কিছুই থাকে না। কারণ ভাষাবিহীন কোন জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য টিকে থাকা অসম্ভব। মূলত এর জন্য আমরা শুনে থাকি। জাপান, কোরিয়া, চীন, ইতালী, বেলজিয়াম ও জার্মানি প্রভৃতি দেশসমূহ আরো অনেক দেশে পড়তে গেলে বা কাজ করতে গেলে, যে যাবে তাকে অবশ্যই সেদেশের ভাষা শিখতে হবে। নইলে কেউই সেদেশে পড়তে বা কাজ করতে পারবে না। এর কারণ একটাই তারা তাদের মাতৃভাষাকে এতটাই ভালবাসে যে ইংরেজী বলতে পারলেও তারা বলে না। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা উদাহরণ দিতে চাই। অনেক দিন আগে একটা বই-এ জেনেছিলাম, বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় কিছু আবিষ্কৃত হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিদেশে গিয়ে সে সম্পর্কে জেনে আসেন এবং নিজ দেশে নিজের মাতৃভাষায় ছাত্রছাত্রীদের সে বিষয়টি শেখান। এটাই প্রমাণ করে তারা কতটুকু নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিদেশের অনেক দেশেই বিভিন্নভাবে কার্যক্রম নিয়ে থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও দেখি প্রতিটি প্রদেশেই তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষায় ছেলেমেয়েদেরকে পড়ান। বাংলাদেশ সরকারও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের মাতৃভাষায় পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যে পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়েল বই মুদ্রিত হয়েছে। তবে সত্য কথা হলো এখন পর্যন্ত এর তেমন আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না। মাতৃভাষাকে ধরে রাখার জন্য আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি।

১. পরিবারে মাতৃভাষায় কথা বলা।
২. যেভাষায় প্রশ্ন করা হয় সেই ভাষায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা।
৩. নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া ও ভালবাসা।
৪. মায়ের ভাষায় গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করা।
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
৬. পুণ্য উপাসনায় বা প্রার্থনানুষ্ঠান নিজস্ব ভাষায় পরিচালনা করা।
৭. নিজস্ব ভাষার বর্ণমালা ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া।
৮. নিজে সচেতন হয়ে অন্যকেও সচেতন করা। ❑

তথ্যসূত্র

১. শফি, মুহম্মদ: *ভাষা আন্দোলন ঃ আগে ও পরে*, বিদ্যাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
২. হোসেন, সেলিনা: *একুশের প্রবন্ধ ২০০০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
৩. দৈনিক জনকণ্ঠ॥

পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট

ড. আলো ডি'রোজারিও

আমাদের গ্রামের আমার বেশ কাছের একজন তার ছেলেকে বিয়ে করাবে শুনে জানতে চাইলাম- তো ছেলের বিয়েতে বাজেট কত? বেশি না, দুই লাখ, অলংকার বাদে, অলংকার সব ছেলের শ্বশুর বাড়ি থেকে দিবে- তিনি হেসে উত্তর দিলেন। তার আয়ের তুলনায় খরচের পরিমাণ বেশ বেশি মনে হওয়ায় আমি তাকে আরো একটা প্রশ্ন করলাম- টাকা হাতে আছে না যোগাড় করতে হবে? কিছু আছে, কিছু যোগাড় করতে হবে- হাসি হাসি মুখে তিনি আবারো উত্তর দিলেন। সে বিয়েতে আমার দাওয়াত ছিল। অফিসের কাজে দেশের বাইরে থাকাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

বিয়ের কয়েক মাস পরে আবার তার সাথে দেখা হওয়াতে তিনি নিজে থেকেই বললেন- ছেলের বিয়েতে শেষ পর্যন্ত তার খরচ করতে হয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা। নিজেদের সঞ্চয় ছিল লাখ খানেক, ঋণদান সমিতি হতে ঋণ নেয়া হয়েছে এক লাখ, বাকী টাকা মাসিক সুদে দুই মহাজনের কাছ হতে নিয়েছেন। তিনি আফসোস করে আরো বললেন- এত টাকা যে খরচ হয়ে যাবে আগে তারা বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলে প্রথম থেকেই খরচ কম কম করতেন। আমি তাকে বললাম- বিয়ের আগে একটা বাজেট করলে বুঝতে পারতেন কী রকম খরচ হতে পারে। বাজেট আবার কী?- তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

আমাদের বাড়ীতে দক্ষিণের ভিটায় সামনে ছোট বারান্দাসহ একটি সেমিপাকা ঘর দেবার সময় আমি তিন তিনটা বাজেট তিন জনের কাছ হতে নেই। প্রথম জন ঘরের আকার-আয়তন জেনে মুখে মুখে হিসেব করে বললেন- দেড় লাখ টাকার মতোন লাগবে। কোন খাতে কত টাকা লাগবে তা বিস্তারিত তিনি দিলেন না। তবে তিনি বললেন, কাজ শুরু করলে বুঝতে পারবেন কোন জিনিস কী পরিমাণ লাগবে। দ্বিতীয় জন সেই একই আকার-আয়তনের ঘরের বাজেট দিলেন, এক লাখ ২৬ হাজার টাকার। জিনিসপত্রে কত টাকা লাগবে ও মজুরী বাবদ কত দিতে হবে, তা তিনি আলাদাভাবে উল্লেখ করলেন। এরচেয়ে বিস্তারিত আর কিছু দিলেন না।

তৃতীয়জন বাজেট দিলেন ৮৭ হাজার টাকার এবং তিনি তার বাজেটে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলেন- কতখানা ইট লাগবে, কয় বস্তা সিমেন্ট ও কয় ঘনফুট বালুর প্রয়োজন হবে,

রড লাগবে কত টন...। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করলেন- একজন রাজমিস্ত্রী কয় রোজ কাজ করবেন, তার সাথে কতজন করে হেলপার মোট কত রোজ থাকবেন এবং তাদের দিনপ্রতি কত টাকা করে দিতে হবে। আমি তৃতীয় জনকে ঘরের কাজটি করতে দিয়েছিলাম কারণ তার হিসেব করা বাজেট ছিল বিস্তারিত, বেশি স্বচ্ছ ও টাকার পরিমাণে সবচেয়ে কম। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সেই সেমিপাকা ঘরটি তৈরী করতে আমাদের লেগেছিল ৯২ হাজার টাকা। যেকোন বাজেট মোটের ওপর ১০ শতকরা এদিক সেদিক হতেই পারে। সেই সময়ের এই অভিজ্ঞতা আমাকে জীবনভর বাজেট-নির্ভর থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাজেট করাটা আমাদের বুঝতে সহায়তা করে- আমাদের ছোট বা বড় যেকোন কাজে সম্ভাব্য মোট কত খরচ হতে পারে। শুধু কী তাই? মোট খরচের টাকা কোন কোন উৎস হতে আসবে সেটারও আগাম ধারণা বাজেটে রাখা যেতে পারে। আর খাতওয়ারী বিস্তারিত খরচের একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যে সম্ভব তা তো ইতোমধ্যে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নাকি আমাদের ঘর তৈরী করেছিলেন সেই তৃতীয়জনের দেয়া বাজেটে। এই পর্যন্ত এই লেখা পড়ে আমরা চেষ্টা করলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারব- বাজেট হ'ল আর্থিক পরিকল্পনা যেখানে কোন কাজ বা উদ্যোগের মোট সম্ভাব্য খরচসহ খাতওয়ারী খরচের বিস্তারিত বিবরণ থাকে, এটাকে খরচের বা ব্যয়ের বাজেট বলা যায়। সেসাথে থাকে আয়ের বিভিন্ন উৎস উল্লেখসহ মোট সম্ভাব্য আয়, এটাকে আয়ের বাজেট বলা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খরচ বা ব্যয়ের বাজেট করা হয়, আয়ের বাজেট করা হয় না। বাজেটের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভুল বা দুর্বলতা। এই ভুল বা দুর্বলতার বাজেট গ্রামের বিয়ের ক্ষেত্রে বেশ দেখা যায়। কোন কোন বিয়ের ক্ষেত্রে তো কোন বাজেটই করা হয় না। আগেভাগে বাজেট না থাকলে যে কী ঘটে তেমন একটি বিয়ের ঘটনা তো ওপরে উল্লেখ করেছি।

আগেভাগে বাজেট করলে যেকোন কাজ বা উদ্যোগ বাস্তবায়ন সহজ হয়। অনুরূপভাবে, পারিবারিক বাজেট করলে পারিবারিক সমস্ত আয়-ব্যয় হিসেবে এনে ভেবে-চিন্তে চলা যায়। পারিবারিক বাজেট সাধারণত এক বছরের জন্য হয়, তাই এর নাম- বার্ষিক পারিবারিক বাজেট। বার্ষিক পারিবারিক বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খরচের খাতসমূহ এইভাবে থাকতে পারে: **(ক)** সঞ্চয় **(খ)** ঋণের কিস্তি দেয়া- ঋণ থাকলে **(গ)** ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে **(গ)** ঘরভাড়াসহ অত্যাবশ্যক বিল (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইত্যাদি) প্রদান- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে **(ঘ)** খাবার-দাবার **(ঙ)** যাতায়াত **(চ)** চিকিৎসা **(ছ)** বিনোদন **(জ)** পোশাক, ইত্যাদি।

উল্লেখ করা ভালো যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলতে বুঝায়– অবশ্যই করতে হবে এবং

অন্য অনেক কিছুর আগে করতে হবে। তাই, সবার আগে সঞ্চয় করতে হবে এবং তা হবে সাধ্য অনুযায়ী, যত কমই হোক না কেন। এরপর ঋণ থাকলে ঋণের কিস্তি ফেরত দিতে হবে। বাকী খাতসমূহ স্কুলের বেতন দেয়া দিয়ে শুরু করে পর্যায়ক্রমে আসবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পরিবর্তন হতে পারে, যেমন– পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকলে চিকিৎসা খাত অগ্রাধিকার পাবে। যেমন প্রতিটি মানুষ আলাদা, তেমনি প্রতিটি পরিবারও আলাাদা। সেই কারণে প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা, তাদের বয়স, প্রকৃত আর্থিক পরিস্থিতি, বাস্তব প্রয়োজন এবং সম্পদ ও আয় বিবেচনায় এনে বাজেট তৈরী করতে হয়।

কয়েকবার ইন্দোনেশিয়া যাবার সুবাদে দেখেছি সেখানে প্রতি পরিবারে রয়েছে বার্ষিক বাজেট, আছে গ্রাম ভিত্তিক দ্বিবার্ষিক বাজেট, প্যারিশে রয়েছে ত্রিবার্ষিক বাজেট। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজেট করা হয় অংশগ্রহণমূলক ভিত্তিতে অর্থাৎ সকলের অংশগ্রহণে। পারিবারিক বাজেট তৈরী করতে পরিবারের ১২ বছর বা এর অধিক বয়সের সকলে এক সাথে বসেন, আলোচনা করে স্থির করেন সকল খাত, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। তারপর সকলে মিলে হিসেব কষে দেখেন তাদের পরিবারে মোট সম্ভাব্য আয় কত হতে পারে, কে কীভাবে আয় করবে তা-ও আলোচনায় জানা হয়ে যায়।

সম্ভাব্য আয়ের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন খাতের জন্যে টাকার পরিমাণ স্থির করা হয়। এই বাজেট প্রক্রিয়া এতই স্বচ্ছ যে সবার সব কিছু জানা থাকে, কিছু না কিছু আয় করতে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়, বাজেটের বাইরে খরচ করার চিন্তা তেমন একটা কেউ করেন না। সকলে আন্তরিক থাকেন পারিবারিক বাজেট অনুসরণ করতে কারণ এই বাজেটকে তারা দেখেন পারিবারিক মান-সম্মানের বিষয় হিসেবে। প্রতি ধর্মপল্লীতে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী ভাই-বোন আছেন যারা পারিবারিক বাজেট তৈরী করতে প্রথম দিকে বিভিন্ন পরিবারকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক পরিচর্যার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কাজে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক প্যারিশ কমিটি বা প্যারিশ কাউন্সিল পারিবারিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পারিবারিক প্রশিক্ষণের একটি অংশে পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়।

এই পারিবারিক প্রশিক্ষণগুলো সেখানে পাড়া কেন্দ্রিক আয়োজন করা হয়, যাতে ঐ পাড়ার প্রতিটি পরিবারের সকল বয়স্ক ব্যক্তি অংশ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়- আড়াই থেকে তিন ঘন্টা করে তিন দিন, প্রতিদিন সন্ধেবেলা। প্রার্থনা দিয়ে শুরু ও একটু গান-বাজনা বা রসালাপ দিয়ে শেষ, মাঝখানে থাকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা। সেদেশে কোন কোন বেসরকারী সংস্থাও এই পারিবারিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

আমাদের দেশেও পারিবারিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে মানব উন্নয়ন গঠনমূলক বিষয়াদির সাথে থাকবে পারিবারিক বাজেট তৈরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতাসহ দক্ষতা বৃদ্ধির অনুশীলন। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় পারিবারিক বাজেট তৈরী করে তা অনুসরণ করলে প্রয়োজনীয় খরচে মিতব্যয়ী হওয়া যাবে ও অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দেয়া যাবে। তাতে পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুপরিকল্পিত হবে, কমবে আর্থিক দুর্যোগ। আমাদের পালকীয় কমিটি/পরিষদ সদস্যগণ এই পারিবারিক প্রশিক্ষণ ও বাজেট বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে পারেন॥ ❑

MATHBARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

২৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা **মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড** এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ০৫/০২/২০২১ তারিখের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **৩০/০৪/২০২১ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর **বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন** ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যালয় জুবিলী ভবনের স্বর্গীয় আগষ্টিন ছেড়াও স্মৃতি অডিটোরিয়াম হল রুমে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের সদস্যগণ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচী:

১. ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের নির্বাচন।

সংযুক্ত : উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা এদতসংগে প্রকাশ করা হলো। অত্র খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানতে হবে। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রনি আন্তনী রোজারিও
সেক্রেটারি

সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও
চেয়ারম্যান

অনুলিপি:
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১. সকল সদস্য/সদস্যা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ;
২. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর;
৩. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর ও
৪. নোটিশ বোর্ড।

বিপ্র/৪৬/২১

আপনি ও আপনার সন্তান

শৈবাল এস গমেজ

১৫ বয়সের সৃজু খুব হাসিখুশি স্বভাবের ছেলে। সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। সৃজুর এখন বাড়ন্ত বয়স। এ সময় ওর মনে অনেক কিছুর পরিবর্তন দেখা যায় । অনেক জায়গায় নিজের মতামত দিতে চায়, একটু নিজেকে বড় বড় ভাবে, মেয়েদের দেখলে একটু মনের মধ্যে কি রকম জানি বেতালের বাঁশি বাজে প্রভৃতি লক্ষণ। বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত থাকে নিজেদের কাজে। বাবা সারাদিন অফিস করে আর মা সারাদিন তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সৃজু থাকে তার নিজের মতোই। মধ্যবিত্ত পরিবারে আর যা হয়।

একদিন সৃজু বন্ধুদের পাল্লায় পরে অন্যের বাড়ি থেকে কাঁঠাল চুরি করে, আরেক দিন তার অন্য বন্ধুর সাথে মারামারি করে, এভাবে তার অপরাধগুলো বারতে থাকে। অবশ্য একদিন সৃজু তার পরিবারের কাছে ধরা পরে গেল যে, সৃজু চুরি করে ও বন্ধুদের সাথে মারামারি করে। এতে করে তার বাবা ও মা খুব রেগে যায় এবং তাকে খুব মার ধর করে ও শাস্তি দেয়।

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ পরিবারগুলোতে এই একই কাজগুলো করে থাকে যে, সন্তান যদি কোন ভুল কাজ করে, তাহলে তাকে মারধর বা শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু আমরা কেউ সচেতন ভাবে দেখি না বা লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করি না যে তারা কেন এ ধরনের আচরণ করছে বা কেন তারা এ রকম ভুলগুলো করছে? এ থেকে বুঝা যায় যে, পরিবারে বড় যারা আছে তারা ছোটদের বা তাদের সন্তানদের ভালোবাসে না ও যত্ন নেয় না। কিন্তু সমাজে এমন মানুষও আছে যারা এদের বিপরীত। তারা কিন্তু তাদের সন্তানদের বুঝে ও তাদের সেই ভাবেই যত্ন নেয়। কিন্তু এদের সংখ্যা খুব কম।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন একজন সন্তান বা কিশোর-কিশোরীরা ভুল কাজ করে থাকে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কিশোর-কিশোরীরা তাদের বাড়ন্ত বয়সে বিভিন্ন কিছুর সম্মুখীন হয়। এ সময় তারা বুঝতে পারে না যে কোনটা তাদের করা দরকার বা করলে ও অনুসরণ করলে তাদের জীবনে সুফল বয়ে আনবে। এছাড়াও এ সময় তারা চায় যে, বিভিন্ন জায়গায় বা কোন বিষয়ে তাদের গুরুত্ব বা তাদের অস্তিত্ব যে আছে, তা যেন প্রকাশ পায় ও নিজেদেরকে অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করতে চায়। আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের রূপ চর্চায়, সাজ-সজ্জায়, কি করলে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এ সব নিয়েই ব্যস্ত থাকে ।

বয়সের ব্যবধানে এ বয়সে ছেলে-মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল-ত্রুটি একটু করেই থাকে। কিন্তু এই ভুলের জন্য যদি তাদের শাস্তি বা মারধর করি তা কি ঠিক হবে? এক বার চিন্তা করুন আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন কত ভুলই না করেছেন, কত বাবা-মাকে না বলে এবং না জানিয়েই করেছেন, তাহলে কেন নিজের সন্তানের সময় তাকে শাস্তি ও মারধর করছেন? কেন তাকে তার ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে তাকে ভুল থেকে উঠে আসতে সাহায্য করছেন না?

তাই আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের একটু বুঝার চেষ্টা করি। কেন তারা ভুল করছে? তার কারণ খুঁজে বের করি এবং বন্ধুর মত তাদের কাছে গিয়ে, তাদেরকে সাহায্য করি। যাতে তারা ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং কিছু বলার পূর্বে আগে নিজেকে আগে তার পর্যায়ে আসতে হবে এবং তার মত একটু চিন্তা করে দেখতে হবে, তারপর তাকে ঐভাবে সাহায্য করুন এবং তার সাথে বন্ধুর মত থেকে তাকে সময় দিন। দেখবেন আপনাদের সন্তান ভালো পথেই অগ্রসর হবে ॥ ❑

বাংলা ভাষা

পিয়াল লরেন্স কস্তা

বাঙালির মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা
কী সুন্দর এই বাংলা ভাষা।
এই ভাষায় মিশে আছে বাংলার মুখে মুখে।
রফিক, জব্বার, আনোয়ার ভাই
বলেছেন রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
তাদের এই দাবির ফলে
গুলি করা হয় তাদের বুকে,
হারিয়েছেন তারা নিজের প্রাণ
সেই স্মৃতির তরে গাই মোরা
অমর ২১শের গান।
ভুলিনি তোমার ২১শে ফেব্রুয়ারি
ভাষার জন্য দিয়েছিলো বাঙালি
রাজপথে দিয়েছিলো রক্তের অঞ্জলী
তাই আজও তাদের স্মরণ করি।
২১ তুমি হয়েছ আজ বাংলার অহংকার
বিশ্বের বুকে পেয়েছ তুমি ভালোবাসার স্থান
তুলে ধরেছ চেতনার গান
সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছি মোরা,
বাঙালির দেহে থাকবে যত দিন প্রাণ
তত দিন ধরে রাখবো এই ভাষার মান॥

যে সৌন্দর্য মায়ার বাঁধন

রবীন ভাবুক

অপরূপ সুন্দরের দেশ মায়াময় বাংলাদেশ। রূপ বৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে মোহিত করে। শীতের সকালে বরিশাল শহরের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য দুর্গাসাগর ভ্রমণ এবং কিছু আলোকচিত্র ধারণ করা। পাখির কিচিমিচির শব্দের মাঝে মাহেন্দ্র গাড়িটি ছুটে চলে সুনশান নিরবতার বুকচিরে কর্কশ শব্দ করে। গন্তব্য বরিশালের মাধবপাশার দূর্গা সাগর। সঙ্গী ছিল বন্ধু মিলু আর ভাইয়ের ছেলে বাপ্পি।

এক সময় বরিশালকে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হতো। সাগর গর্ভে গড়ে ওঠা বরিশালের প্রাচীন নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। শস্য আর সম্পদে ভরপুর ছিল বাংলার এই দক্ষিণাঞ্চল। যে কারণে এখানকার রাজা এবং জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থানও ছিল শক্তিশালী। আর এ কারণেই সে সময়ে বার্মিজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠনের শিকার হতে হতো এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের।

প্রাচীন রাজা-জমিদারদের স্মৃতিচিহ্নগুলো আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো এখানে সেখানে বেশকিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা বরিশাল। ইতিহাসখ্যাত এই বরিশাল জেলার একটি ইউনিয়ন মাধবপাশা। এখানেই রয়েছে রাজবংশীয় বহু প্রাচীন নিদর্শন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কীর্তিমান পুরুষ রাজা রামচন্দ্র শ্রীনগর (মাধবপাশায়) চন্দ্রদ্বীপের (প্রাচীন বরিশাল) রাজধানী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্রের সেই রাজত্বের তেমন কিছু এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু বিশাল জলধারায় নিজেকে পূর্ণ করে বুকচিতিয়ে রয়েছে দূর্গাসাগরটি। এরপরও আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করতে থাকলাম। খুঁজতে শুরু করলাম রাজবংশীয় কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

একটি চায়ের দোকানে বন্ধু ও ভাতিজাকে নিয়ে চা খাওয়া শুরু করলাম। আমার ভাইয়ের ছেলে বাপ্পি বেশকিছু ভ্রমণে আমার সাথে ছিল। ও আমার সাথে ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্জার করতে খুবই উৎসুক। চায়ের দোকানীর কাছে জানতে চাইলাম দুর্গাসাগর দিঘির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। কথার ফাঁকে জানতে পারলাম চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বংশধর দিলীপ রাজা এখনো এখানে বাস করেন। সাতপাঁচ না ভেবে একটি ইজিবাইকে রওনা দিলাম দিলীপ রাজার খোঁজে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে করতে তাকে খুঁজতে লাগলাম। তাঁকে খুঁজে পেতে তেমন সমস্যা হয়নি।

একটি পুরানো বাড়ির সামনে এসে গাড়ির চালক দেখিয়ে দিলেন এটাই দিলীপ রাজার বাড়ি। গাছপালা বেষ্টিত বাগানের মধ্যে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজবংশের বাড়িটি। দেওয়ালের আস্তর-শুরকি উঠে গেছে। অনুমেয় যে, মানুষ বসবাসের কারণে নিয়মিতভাবে এটা সংস্কার এবং রং করা হয় বলে এখনো তেমন বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েনি। বাড়ির সামনেই একটি পুরানো ভাঙা মঠ। ঘরে খিলানগুলো তার আভিজাত্য ছড়াচ্ছে। অহংকার করে ছাদের দেওয়ালগুলোও মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুনশান নীরবতা। রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যের একটি স্বাদ এখনো এখানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই পুরানো ঘরানার জানালায় চোখ যায়। রাজবংশের বর্তমান দিলীপ রাজার কন্যা জানালার কাছে

বসে রূপচর্চা করছেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই চোখের কাজল পড়া শেষ করে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

মনে মনে ভাবলাম এই মেয়ে যদি শতবছর পূর্বে আসতো, সে তখন রাজকন্যা হিসেবে পরিচিত হতো। তার রাজকন্যার মতো বেশভূষা নেই, কিন্তু তার চাহনি এবং বাড়ির পরিবেশ তাকে এখনো রাজকন্যার মতো করে রেখেছে।

মেয়েটি তাঁর মায়ের (দিলীপ রাজার স্ত্রী) সাথে সিঁড়িতে এসে জানতে চাইলো আমি কে এবং কী চাই। আমি দিলীপ রাজার স্ত্রীকে বললাম, মাসি-মা আমি দূর্গা সাগর সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি, দিলীপ রাজাকে পাওয়া যাবে কিনা? তার মেয়ে উত্তর দিলেন, তিনি এখন বাড়িতে নেই। তবে অপেক্ষা করলে দেখা হতেও পারে। আমি তাদের অনুমতি নিয়ে কিছু ছবি তুললাম। মেয়েটি পুরানো নকশা করা গ্লাসে দুধ এবং প্লেটে মুড়ি-বাতাসা নিয়ে এসে আমাকে বসতে বললো। নিজেকে কিছুটা সময়ের জন্য রাজকীয় আতিথেয়তায় হারিয়ে ফেললাম।

এর মধ্যে বন্ধু ও ভাতিজা চায়ের দোকানে বসে বারবার ফোন দিচ্ছে। অনেক সময় হয়ে গেল দিলীপ রাজার দেখা নেই। অবশেষে রাজবংশের রাজকন্যাই বলতে শুরু করল। তাঁদের রাজবংশ এবং পরগণার বিষয়ে।

চন্দ্রদ্বীপ রাজারা এখানে প্রায় ২০০ বছর রাজ্যত্ব করেছিলেন। মাধবপাশা বিভিন্ন গ্রামে সেসব রাজ-রাজাদের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবপাশার নয়নাভিরাম দূর্গাসাগর দীঘি সেই রাজাদেরই এক কীর্তি। বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ও দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রথম রাজা কন্দর্প নারারণ রায়। তিনিই এখানে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁরই বংশধর দিলীপ রাজা হলেন রাজবংশের বর্তমান বংশধর। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজবংশের ১৬তম ও সর্বশেষ রাজা সতীন্দ্র নারায়ণ রায় (দীলিপ রাজার পিতা) ১১০ বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এই দীঘিটি খনন করেন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের পঞ্চদশ রাজা শিব নারায়ণ রায়। বাংলার বারো ভূঁইয়ার একজন ছিলেন তিনি। স্ত্রী দুর্গাবতীর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা প্রমাণের জন্যই নাকি তিনি রাজকোষ থেকে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে দীঘিটি খনন করেন। তাদের বংশধর নিয়ে এবং স্থানীয়ভাবে বসবাস নিয়ে তিনি বলেন, কয়েক দশক আগে যখন রাজশাসন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের সবাই ভারতে পাড়ি জমায়। পরবর্তীতে তারা আবার নিজ ভূমিতে ফিরে আসে।

বর্তমানে দিলীপ রাজা দুর্গাসাগর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। বিভিন্ন সময়ে তিনি দুর্গাসাগরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। দিলীপ রাজার মেয়ে জানান, সাবেক পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন দুর্গাসাগর প্রকল্পের জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সেই বরাদ্দ অর্থ দিয়ে দুর্গাসাগরের সংস্কার কাজ করা হয়েছে। কিছুটা হলেও রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন কীর্তি।

এক সময় উঠতে সেই উর্বশী আধুনিক বাংলার রাজকন্যার সম্মুখ থেকে। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে বলতে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। হাত তুলে দেখিয়ে বলে, ওই মঠের সামনে আগে বিশাল আকারে পূজা হতো। মেতে থাকতো এই বাড়িটা। চোখ চলে যায়, রাজকন্যার জানালায়। অনেক পুরানো একটা আয়না তক্তপোশের পাশে। যেন এক অমরাবতির হাতের ছোঁয়ার কারুকাজ খচিত

শিল্প। জানতে চাইলাম কবেকার। রাজকন্যা বললো, তা জানি না। তবে আমাদের পিতৃপুরুষের। এমন আরো কিছু কিছু বহু পুরানো জিনিস এখনো রয়েছে। টানা লম্বা সিঁড়ির ধাপগুলো আজো রাজাদের পদচিহ্ন ধরে রেখেছে যেন। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগটা চাপিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেই পেছন থেকে রিনিঝিনি চুড়ির শব্দে কোমল সুরে বললো- শুনুন। ফিরে দেখি রাজকন্যার অবাধ্য চুলগুলো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। ঝিলমিল সুরে বললো- দুপুরে খেয়ে গেলে হতো না? আমি মুচকি হেসেই বললাম, এবেলায় যে আর সময় নেই। দীঘির পাড়ে বন্ধু আর ভাতিজা আমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। মুখটা মলিন করেই রাজকন্যা বললো- আবার কখনো এদিকে এলে আসবেন। তখন আতিথেয়তা নিতে যেন অস্বীকৃতি না জানান। আমি হাল্কা মাথা দুলিয়ে বাহিরের পথ ধরলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোনো আকর্ষণ পেছন থেকে টানছে। কি যেন ফেলে যাচ্ছি। এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের কোনো বাঁধন ছিড়ে চলে যাচ্ছি। প্রাণপনে যতই সামনের দিকে যাচ্ছি, মনটা যেন ততো পেছনে ছুটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা কথাই মনে হলো, আমি কেন রাজকন্যার নামটি একবারও জানতে চাইনি। হয়তো মনে নেই, নয়তো অগোচরেই!

দুর্গাসাগর পাড়ে এসে দেখি বন্ধু ও ভাতিজা দু'জনেই ফুরফুরে মেজাজে ঘুরছে। আমি বললাম, চল কিছু খেয়ে নেই। স্থানীয়ভাবে বাজারে খাওয়ার বন্দোবস্তও ভাল।

খাওয়া শেষে স্থানীয়দের কাছে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কথিত আছে রাণী দুর্গাবতী একবারে যতোদূর হাঁটতে পেরেছিলেন ততোখানি জায়গা নিয়ে এ দীঘি খনন করা হয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক রাতে রাণী প্রায় ৬১ কানি জমি হেঁটেছিলেন। রাণী দুর্গাবতীর নামেই দীঘিটির নাম করণ করা হয় দুর্গাসাগর দীঘি। তবে এটাও বলা হয়, দুর্গাদেবী প্রজাদের পানির সমস্যা দূর করতে রাজা শিব নারায়ন রায়কে দিয়ে এই দীঘি খনন করিয়েছেন।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী দীঘিটি ৪৫ একর ৪২ শতাংশ জমিতে অবস্থিত। এর ২৭ একর ৩৮ শতাংশ জলাশয় এবং ১৮ একর ৪ শতাংশ পাড় । পাড়টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১,৪৯০ফুট এবং প্রশস্ত পূর্ব-পশ্চিমে ১,৩৬০ ফুট। কালের বিবর্তন ধারায় দীঘিটি তার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা হারিয়েছে। দুর্গাসাগরকে পাখির অভয়ারণ্যও বলা হয়। সরাইল ও বালিহাঁসসহ নানান প্রজাতির পাখি দীঘির মাঝখানে ঢিবিতে আশ্রয় নেয়। সাঁতার কাটে দীঘির স্বচ্ছ স্ফটিক জলে। কালে-কালে দীঘিটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় ইংরেজ শাসনামলে তৎকালীন জেলা বোর্ড ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে এটির সংস্কার করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী আবদুর বর সেরনিয়াবাত দীঘিটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন। এ সময় তিনি তৎকালীন বরিশাল জেলা প্রসাশক নুরু আহাদ খানের সহযোগিতায় দুর্গাসাগর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দীঘির মাঝামাঝি স্থানে অবকাশ যাপনকেন্দ্র নির্মাণের জন্য মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়।

দীঘির চারপাশে নারকেল, সুপারি, শিশু, মেহগনি প্রভৃতি বৃক্ষরোপন করে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। দিঘির চারপাশে চারটি সুদৃশ্য শানবাধানো ঘাট থাকলেও পূর্ব-দক্ষিণ পাশের ঘাট দু'টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। পশ্চিম পাড়ে ঘাট সংলগ্ন স্থানে রয়েছে জেলা পরিষদের ডাক বাংলো। ইচ্ছা করলে ভ্রমণকারীরা এখানে অনুমতি নিয়ে রাত কাটাতে পারে।

এখানে রয়েছে বেশ বড় আকারের সিমেন্টের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ঘাটলা এবং দীঘির মাঝে সুন্দর একটি দ্বীপ যেখানে শীতকালে অতিথি পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। পাখিদের অভয়ারণ্য এই এলাকা। দীঘির পাড়ে সরু রাস্তা, মাঝে মধ্যে বসার বেঞ্চ, ঘন সবুজ বিভিন্ন ধরনের গাছও এই দীঘির সৌন্দর্য বর্ধনে ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া যেসব সৌখিন ব্যক্তি মাছ ধরতে পছন্দ করে, তাদের জন্য এখানে রয়েছে টিকিট কেটে মাছ ধরার ব্যবস্থাও। বলা হয়ে থাকে, এখানে অনেক সময় মাছ শিকারে ৪০ থেকে ৪৫ কেজি ওজনের মাছও ধরা পড়েছে।

প্রতিদিন কোনো না কোনো স্কুল-কলেজ বা যে কেউ এখানে বনভোজনে ছুটে আসে। এছাড়াও পরিবার বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে আসলে মনটা উদার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কেউ যদি নিরালায় প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে চায়, তবে তার জন্য এই দুর্গাসাগরই সেরা স্থান॥ ❑

সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম

(১০ পৃষ্ঠার পর)

ক্রুশের উপর যিশুর শেষ উচ্চারণ, " সমস্তই সমাপ্ত হলো পিতা তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পন করলাম।" এ উচ্চারণ কোনো অভিযোগ নয়, আর্তনাদ নয়, পরিপূর্ণ জয়ের তৃপ্তিতে আত্মনিবেদন। মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল, ঈশ্বর মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন। মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, এবার মানুষ ঈশ্বর হবে।

যিশুর মৃত্যুর পর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হলো, সমাধির দ্বার খুলে মৃত আত্মারা জীবিত হয়ে গেল আর মহামন্দিরের বড় পর্দাটি ছিঁড়ে দুইভাগ হয়ে গেল। এই পর্দাটিই এতদিন ঈশ্বরকে আঁড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু এখন ঈশ্বর উন্মোচিত, কত সন্নিহিত, কত অন্তরঙ্গ, কত স্পষ্ট ও স্পর্শসহ। ঈশ্বর আর লুকায়িত নয়, পলাতক নন, ঈশ্বর একেবারে চোখের উপর, একেবারে বুকের কাছটিতে। যিশুই দেখালেন, চেনালেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর কে, কেমন, কোন খানে। ঈশ্বর আমাদের জন্য বাঁচেন, আমাদের জন্য মরেন, মরে আবার বেঁচে ওঠেন, বেঁচে থাকেন। পৃথিবীতে লোভ, দম্ভ, শক্তির ফলে কত রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে কিন্তু ক্রুশে যে রাজ্যের পতাকা, সেই প্রেম আর আনন্দের রাজ্যের ক্ষয় নেই, লয় নেই। প্রেমেই প্রেমের বিস্তার, আনন্দেই আনন্দের উদ্বোধন।

যিশুর মৃত্যুর পরও তার পাজরে বর্শা বিদ্ধ করল একটি সৈনিক। ক্ষতস্থান থেকে বেড়িয়ে এলো রক্ত ও জল। এই জল আর রক্ত, করুণা আর ক্ষমাময় ভালবাসার প্রতীক।

যিশুর ক্রুশের জায়গার কাছেই একটা পাহাড়ি সমাধি গুহায় তাকে সমাধি দেওয়া হয়। ইহুদিরা তাতেও নিশ্চিত হতে পারেননি। কারণ যিশু জীবিতকালে বলেছিলেন, তিনি মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন। তাই সমাধিগুহার দরজার পাথরের উপর সিলমোহর করে দিল। বসানো হলো কড়া পাহাড়া। কিন্তু কার সাধ্য যিশুকে সমাধিতে বন্দী করে রাখে? উত্থিত যিশুকে বন্দী করে রাখার মত সমাধিগৃহ নির্মিত হয়নি আজও।

তৃতীয় দিনের প্রত্যুশে সমাধি হতে উঠে এলেন যিশু। শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হলো। মেরী ম্যাগডেলিন যিশুকে খুঁজছে দেখে স্বর্গদূত বললেন, "মৃতদের মধ্যে জীবতকে খুঁজছ কেন? তিনি পুনরুত্থান করেছেন।" মৃত্যুকে জয় করার সাধ্য কার আছে? আছে, ঈশ্বরের মৃত্যু নেই, ঈশ্বর চিরঞ্জীব। যিশু পুনরুত্থানের পর প্রথম দর্শন দিলেন সেই পাতকী মেয়েটির সাথে, যাকে তিনি ক্ষমা করে পাপের অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মেরী ম্যাগডেলিনের ভালবাসা, তার ব্যাকুলতা, তার সর্বসমর্পণই সেই দর্শন অর্জন করেছে। পরে যিশু শিষ্যদের সাথে বারবার দেখা করেছেন। এভাবেই তিনি তার পুনরুত্থানের সত্যকে সাধারণ বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু মৃত্যুকে জয় করে তিনি চলে যান নি, জয় করে ফিরে এসেছেন। যিশুর প্রেমের জালে বিশাল বিশ্বের যত মানুষ রয়েছে সবাই ধরা পড়বে। কারণ তার মানবমমতা যে অফুরন্ত।

ঈশ্বর আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা। আমরা তাঁরই অমৃতপুত্র। ঈশ্বর যেখানেই থাকেন সেখানেই স্বর্গ। তিনি স্বর্গ থেকে যখন মৃতলোকে এসে দাঁড়ালেন, তখন আমাদের এই মর্তলোকই স্বর্গ। মর্তে স্বর্গ রচনা, এতো ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি। ঈশ্বর যখন মানুষ হয়েছেন তখন মানুষকেও ঈশ্বর হতে হবে। ঈশ্বরের রাজত্বে আমরা তাঁর প্রজা। সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান শুধু প্রেম। রাজাকে ভালবাসা, তারপর একে অপরকে ভালবেসে ভালবাসার রাজা হয়ে ওঠো। আমরা ঈশ্বরের অমৃতলোকের বাসিন্দা. তাঁরই শক্তিতে আমরা শক্তিমান, তাঁর গৌরবে আমরা মহিমোজ্জ্বল। তাই যিশু বলেছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায় তবে সে নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পিছু পিছু আসুক।" সেই অনুগমনেই নিত্যজীবন। ক্রুশেই ত্রাণ, ক্রুশেই শক্তি, ক্রুশেই সান্ত্বনা, ক্রুশেই বিজয়, ক্রুশেই চিরন্তন মঙ্গল॥ ❑

নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বল

নিজেকে প্রকাশ কর। তোমার কাজকর্ম যেন কথা বলে। নিজেকে গুপ্ত ধনের মত লুকিয়ে রেখ না। সহভাগিতা কর।

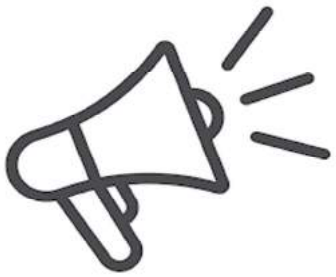

প্রতিদিন নতুন কিছু শেখ। যা তোমার জানা আছে তা অনুশীলন কর। নিজেকে হাতে-গোনা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো না। তৎপর হও।

বেছে নাও, মোকাবেলা কর, কাজে নেমে পড়, যথাযথভাবে উপলব্ধি কর।

বিষয়গুলি নিজের উপযোগী করে নাও। বাস্তবায়নের জন্য তা বেছে নাও। নিজে দায়িত্ব পালন কর।

যদি তুমি জনশূণ্য কোনো দ্বীপে অবস্থান কর, তোমাকে উপযোগী কাজগুলো তোমার নিজের করতে হবে। টিকে/ বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে অত্যন্ত সৃজনশীল হতে হবে।

ঐ ধরনের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া তুমি বাড়ীতে শুরু কর না কেন?

প্রার্থনা

প্রিয়তম প্রভু, আমার সম্ভবনাময় জীবনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাকে আশীর্বাদ কর। আমার মধ্যে যে সতল অনুগ্রহ, গুন দিয়েছ, তা যেন মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারি। আমি যেন শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখি। যে ভাবে স্কুলে, সেভাবে বাড়ীতে যেন আচরণ করি। মানুষের সাথে যেন নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বলতে পারি। আমেন।

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

ওরা বাঁচতে চায়

ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি

আজ ওরা সবাই বাঁচতে চায়, শুধুই বাঁচতে চায়
এতকাল ছুটেছে ঘরের বাহিরে, বাঁচার ধান্দায় হায়
এবার ওরা ঢুকেছে ঘরে, ওরা যে মরণের ভয় পায়
সকাল সন্ধ্যা প্রশ্ন ছোড়ে, আর কি হবে দেখা সবায়?

এরই মাঝে কেউ খায়, কেউ অভুক্ত মরে ঘরে পড়ে
কেউ দেয় সব বিলিয়ে, আর দেখ কেউ খায় ত্রাণ মেরে
কেউ দেয় পরের ধন, অথপর, সেলফী তুলে নেয় কেড়ে
মানুষেরা কবে মানুষ হবে, হাঁটবে মানবতার পথ ধরে?

এরা নাকি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব, অহংকার সর্বোন্নত সভ্যতায়
সামান্য স্বাস্থ্য বিধিতে চরম অনীহা, তাই পতন বহিয়া যায়
এত হেলা মরণ নিয়ে খেলা, দেখ মারে কুড়াল নিজের পায়
সত্যি কি মানুষ মানুষের ভালো চায়, তবে কেন বিপথে ধায়?

বাঁচার তাগিদে নিত্য ইবাদত, তবু পথ কি বদলেছে তায়
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কানা, আজো ভন্ড যাদুকরের তরে যায়
বাঁচতে চায়, তাই আজ ঢুকেছে ঘরে, বন্ধ করেছে কাঠের দ্বার
পথ-মত-মন না বদলালে কে কবে কেমনে করিবে তাদের পার?

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

প্রমা নিবেদিতা রিবেরু
৭ম শ্রেণি
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস এণ্ড কলেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কার্ডিনাল মাউরো গামবেত্তি সাধু পিতরের মহামন্দিরের নতুন প্রধান পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ পেলেন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল মাউরো গামবেত্তিকে সাধু পিতরের মহামন্দিরের প্রধান পুরোহিত (Archpriest) হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এর আগে তিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পবিত্র কনভেন্টের সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কার্ডিনাল মাউরো কার্ডিনাল আঞ্জেলো কোমাস্ত্রি'র স্থলাভিষিক্ত হবেন।

কাথলিক নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নকে করোনা ভ্যাকসিনের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান করেছেন

কারিতাস ইউরোপা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর কাথলিক বিশপ সম্মিলনীগুলো ইউরোপীয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে আহ্বান করছেন কোভিড - ১৯ ভ্যাকসিন আনয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং সকলকে সমভাবে তা পাবার নিশ্চয়তা দান করতে। অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ধীরগতিতে ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যে যখন ২১% এবং আমেরিকায় ১৪% মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছে তখন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মাত্র ৫% অধিবাসী ভ্যাকসিন পেয়েছে। এ মাসের শুরুতে ইইউ'র প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনদের লিয়ান স্বীকার করেছেন যে, ভ্যাকসিন স্কিমে তাদের সমস্যা ছিল।

কাথলিক নেতৃবৃন্দ তাদের বিবৃতিতে ভ্যাকসিন কার্যক্রম নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন তুলে ধরেন। যেমন: ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানগুলো ও ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলোর মধ্যে কিভাবে দরদাম হয়েছিল? ... আপাতদৃষ্টিতে সরকারী সংস্থাগুলো কেন এত অপ্রস্তুত ছিল? প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও কমেক ও কারিতাস, ইউর সংহতির অঙ্গীকারকে প্রশংসা করেছে। কেননা তারা একক দেশ হয়ে নয় কিন্তু ব্লক হয়ে ভ্যাকসিনের ডোজ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সেগুলো এখন হাতের কাছে এসে পৌঁছেছে, অনুমান করা যাচ্ছে সমৃদ্ধ দেশগুলো অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে আলোর পথ দেখবে। তথাপি ইউরোপীয়ার বিশপগণ ও কারিতাস নেতৃবৃন্দ ইইউ'র কাছে জোরালো আবেদন রাখেন যাতে করে সকলের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ভ্যাকসিন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়। এমনকি দরিদ্র দেশে যারা বসবাস করতে তাদের জন্যও। সকলের জন্য ভ্যাকসিন এই ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী। সকলে যেন সহজে ও সুলভে ভ্যাকসিন পেতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। বর্তমানে তা একটি বৈশ্বিক নৈতিক কাজ। তারা ইইউ'র ভ্যাকসিন কৌশলটির যথার্থ সংজ্ঞা দিতে বলেছেন এবং উৎপাদন বাধা নির্মূল প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। গণ ভ্যাকসিন/টিকা দেওয়ার চাহিদা মেটাতে সাংগঠনিক ও লজিষ্টিক দক্ষতা বিকাশ করতে হবে। ইউরোপের কাথলিক নেতারা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের 'অসম ও অন্যায্য' রোল আউটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, 'ভ্যাকসিন প্রতিযোগিতা' ও 'ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ' দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতি করছে ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি বন্ধ করে। ইতোমধ্যে দুর্বল দেশগুলো আরো বেশি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; যা তাদেরকে মানব উন্নয়নের উল্টো পথে চালিত করতে পারে। সকলের ন্যায্য ভ্যাকসিন পাবার যে দাবি কাথলিক নেতৃবৃন্দ ইইউ'কে তা শোনার আমন্ত্রণ জানান। ইউরোপ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নীতি শুধুমাত্র মহামারী সংকটের 'শেষের সূচনা নয়', বরং গণমঙ্গল এবং সংহতির সেবায় নবায়িত নীতিমালার 'শুরুর সূচনা' হিসেবে তৈরি করতে পারে ।

সহিংসতা বন্ধ করে সংলাপ শুরু করতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর কাছে বিশপদের আবেদন

শত-সহস্র মানুষ রাস্তায় নেমে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তারা মিলিটারী শাসনের অবসান ও নির্বাচিত নেতা অং সাং সূচি মুক্তি চান। গত সোমবারে মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুণে তারা সমবেত হয়। যদিও পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও জলকামান ব্যবহার করে জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দেশের এমনিতর পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের কাথলিক বিশপগণ সামরিক বাহিনীকে আহ্বান করেন সংযম ধারণ করতে ও সংলাপে বসে এই সমস্যা উত্তরণের। ইয়াঙ্গুণের আর্চবিশপ কার্ডিনাল চার্লস বো তার খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ করেন প্রার্থনা ও উপবাস করতে যাতে করে সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে জাতির মধ্যে যে হতাশা নেমে এসেছে তা দূর হয়ে পুর্নমিলন

স্থাপিত হয়। তপস্যাকালের ১ম রবিবারে তিনি বলেন, এটি হলো প্রার্থনা ও মন-পরিবর্তনের সময়। শান্তির পায়রা আবার দেশের মধ্যে ফিরে এসে নতুন মিয়ানমার সৃষ্টি করবে যেখানে সকলে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে থাকতে পারবে - তার জন্যে তিনি প্রার্থনা রাখেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

অন্যের যত্ন নেওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন

করোনাভাইরাস স্বাস্থ্যঝুঁকির সময়ে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উদার ও বীরোচিত বিভিন্ন উদ্যমের কথা স্মরণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। মহামারীর কারণে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন তাদের স্মরণে এক অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ ভিনসেন্ট পাল্লিয়াকে এক চিঠিতে তা তুলে ধরেন পোপ মহোদয়। জীবন বিষয়ক পোপীয় একাডেমী ইতালিতে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের প্রথম বার্ষিকীতে উক্ত স্মরণোনুষ্ঠানটি করেন।

সমাজের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ

পোপ মহোদয় লিখেন, আমাদের অনেক ভাই-বোনেরা যারা নিজেদের শেষ হওয়ার সম্ভাবনা জেনেও নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে তাদের জীবন আমাদের মধ্যে গভীর কৃতজ্ঞতার অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে এবং একটি অনুধ্যানেরও কারণ হয়ে ওঠেছে। এ ধরণের আত্মত্যাগের উপস্থিতি, পুরো সমাজকে প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা ও অন্যের যত্ন নেওয়া; বিশেষভাবে দুর্বলদের প্রতি আরো বেশি যত্ন নিয়ে বৃহত্তর সাক্ষ্য দেবার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

অন্যের যত্ন নেওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন

পোপ ফ্রান্সিস তার চিঠিতে উল্লেখ করেন, এই মহামারীর দিনগুলিতে যারা বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যসেবাতে কাজ করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করছেন তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতায় বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন এবং একই সাথে তারা মানব হৃদয়ের সবচেয়ে খাঁটি আকাঙ্খা: যারা খুবই অভাবী তাদের কাছে থাকা এবং তাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া তা প্রকাশ করছেন। গত শনিবার (২০/০২) এই স্মরণসভায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সাথে পোপ মহোদয় আধ্যাত্মিক একতা ও ঘনিষ্ঠতা ঘোষণা করে বলেন, আমি আধ্যাত্মিকভাবে আপনাদের সাথে এই তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণসভায় অংশ নিচ্ছি এবং আপনাদেরকে আশির্বাদ দান করছি।

কাক্‌কো লিঃ-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাবুল এ দরেছ ▯ গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০টায়, সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাক্‌কো লিঃ-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও এবং সঞ্চালনা করেন কাক্‌কো'র সেক্রেটারী ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন, অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ঢাকা ক্রেডিট-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিষ বিশ্বাস, সেক্রেটারী ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ঢাকা খ্রীষ্টিয়ান বহুমূখী সমবায় সমিতি লি:-এর সেক্রেটারী ডা: বিনয় গোস্বামী ও কাক্‌কো লিঃ-এর প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান জেমস সুব্রত হাজরা, কাক্‌কো'র ভাইস-চেয়ারম্যান অনিল লিও কস্তা, এবং অন্যান্য ডিরেক্টরগণ কাক্‌কো'র চেয়ারম্যান মি. নির্মল রোজারিও তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্মরণ করেন ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা স্বর্গীয় আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেণার সিএসসি, অগ্রদূত ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি-সহ প্রয়াত ও জীবিত সকল নেতৃবৃন্দকে, যাদের অবদান ও পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আজকে ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলন একটি শক্তিশালী পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে আজকের এই ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি কাক্‌কো গঠন করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বর্তমান সমবায় সমিতিসমূহের ক্যান্সার স্বরূপ খেলাপী ঋণের ক্ষতিকর দিকসমূহ ব্যাখ্যা করেন। খেলাপী ঋণ প্রতিরোধে 'কাক্‌কো ক্রেডিট মনিটরিং সিস্টেম (সিসিএমএস)' ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। বিগত সময়ে সদস্য সমিতিসমূহের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ আগামী দিনেও সকলের নিকট থেকে অনুরূপভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

বিশেষ অতিথি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট মি. পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, আমরা অল্প সময়ে অনেক লাভবান হতে চাই এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো অনেক বড় আকারে আয়োজন করি, ফলে ঋণখেলাপী হই। তিনি বলেন, কোয়ালিটি নেতৃত্ব সৃষ্টির বিষয়ে কাক্‌কো কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয়, যারা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদেরও আরো বেশি প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমাদের সমিতিগুলোর প্রোডাক্ট অরিয়েন্টেড হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সমিতি হিসেবে কাক্‌কো এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে পারে।

আলবার্ট আশিস বিশ্বাস তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, কাক্‌কো'র মাধ্যমে সদস্য সমিতির বিধিবদ্ধ অডিট সেবা চালু করতে পারলে আমাদের সমিতিগুলো আরো বেশি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ হবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া বলেন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত সমবায় সমিতির নীট লাভের ১৫% আয়কর বাতিল বা কমিয়ে আনার বিষয়েও কাক্‌কো লিঃ-কে এখন থেকেই কাজ করতে হবে। একই সাথে সমবায়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। আমরা অবশ্যই সফল হবো।

উল্লেখ্য বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৩টি সদস্য সমিতির ২৩ জন ডেলিগেট, সম্মানিত অতিথি ও প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা, সমবায় পতাকা ও কাক্‌কো'র পতাকা উত্তোলন করার পর পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যায়ক্রমে বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন; ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন; আর্থিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন; প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন; নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন; উপ-আইন সংশোধনী; অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে ভাইস-চেয়ারম্যান মি: অনিল লিও কস্তার ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ-এর পালকীয় সফর ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▯ গত ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে পালকীয়

সফরে আসেন। আর্চবিশপ ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে এসে পৌছান। আর্চবিশপ'কে গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে বরণডালা, ফুলের মালা এবং কীর্তন করে বরণ করা হয়। এরপর গির্জা প্রাঙ্গণে দেশীয় সংস্কৃতিতে আর্চবিশপ মহোদয়কে পা ধুয়ানো, ফুলের মালা, চন্দন তিলক, রাখি বন্ধনী, মিষ্টি মুখ এবং নৃত্যের মধ্যদিয়ে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার আর্চবিশপ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর মোট ৫৪ জন ছেলেমেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ মহোদয় 'পবিত্র আত্মার সপ্তদান, হস্তার্পণ সংস্কারে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে খ্রিস্টের সৈনিক হওয়া, সৈনিক হিসেবে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করা এবং খ্রিস্টের সৈনিকের করণীয় দিকসমূহ সহভাগিতা করেন।' খ্রিস্টযাগের শেষে আর্চবিশপ মহোদয় হস্তার্পণ প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করেন। পরিশেষে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ হস্তার্পণ প্রার্থীদের অভিনন্দন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জায় রোগী দিবস উদ্‌যাপন

জেমস্ বায়েন ▯"যিশু পরম চিকিৎসক"- এর আলোকে ১২ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার), ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মোহাম্মদপুর সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জায় সকাল ৯ ঘটিকায় ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের আয়োজনে "বিশ্ব রোগী দিবস" উদ্‌যাপন করা হয়। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য ফাদার ডেভিড গমেজ (পাল-পুরোহিত) রোগীদের যত্নদানে বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে যিশুর প্রেরণকাজকে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "মানব জীবনে অসুস্থতা, বিরক্তি ও দুঃখ কষ্ট বয়ে আনলেও অনেক সময় অসুস্থতার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা ব্যক্তিগত জীবনে বুঝতে পারি।" খ্রিস্টযাগে রোগীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয় ও কপালে আশীর্বাদিত তেল দ্বারা লেপন করা হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ, ব্রতধারী ব্রাদার-সিস্টারগণও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে রোগীদের এবং উপস্থিত সেবাদানকারী নার্স, যারা এই করোনা মহামারীতে সেবাকাজ করেছেন, তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিবারের অসুস্থ্য রোগীদের পক্ষ থেকে জীবন সহভাগিতা করা হয়, যেখানে ফুটে উঠে খ্রিস্ট বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ঈশ্বরের গভীর ভালবাসার উপলব্ধি॥

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর সংবাদ

আর্চবিশপ বিজয়ের পালকীয় সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি ▯ গত ৯-১১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ঢাকার আর্চবিশপ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে তিনদিনের পালকীয় সফরে আসেন। ৯ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল চারটার সময় আর্চবিশপ ধরেণ্ডা গ্রামে পদার্পন করার সঙ্গে-সঙ্গে ফুলের মালা দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে কীর্তন করে এবং স্কাউট দলের বাদ্য বাজনার তালে তালে তাঁকে গির্জা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। মিশন চত্বরে সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুলের সিস্টার ও শিক্ষকগণ আর্চবিশপের পা ধুইয়ে দেন এবং এর পর পরই অনুষ্ঠিত হয় নতুন আর্চবিশপের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পরদিন সকালে আর্চবিশপ মহোদয় ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের জন্যে দু'টো খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগের পর বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে সেন্ট যোসেফ্ হাইস্কুল এণ্ড কলেজের টিচার ও ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে বর্ণিল শোভাযাত্রা করে স্কুল এণ্ড কলেজের আঙ্গিনায় নিয়ে যান। স্কুল এণ্ড কলেজের পক্ষ থেকে ফুলের মালা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। বিকেলে আর্চবিশপ কমলাপুর ও দেওগাঁও গ্রামে যান এবং গ্রামবাসী কীর্তন ও মালা সহ বরণ করে নেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং আর্চবিশপ বিজয় ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে নব নির্মিত সেন্ট যোসেফস্ ছাত্রী হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন। এ উপলক্ষে হোস্টেলে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই আর্চবিশপ বিজয় ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে তার পালকীয় সফর শেষ করেন।

সাধু যোসেফের বর্ষ-এর শুভ উদ্বোধন

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফকে সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণার ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাধু যোসেফের বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক হলেন সাধু যোসেফ। তাই গত ৩১ জানুয়ারি, রোববার রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের বর্ষের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ফাদার আলবাট ও ফাদার জেমস এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু যোসেফের লগো উন্মোচন করা হয়। ফাদার আলবাট তাঁর উপদেশে বলেন, আমরা যেন সাধু যোসেফের আদর্শগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করি। আমাদের প্রত্যেকটা পরিবার যেন সাধু যোসেফের আদর্শে গড়ে ওঠে।

৭ ফেব্রুয়ারি, রোববার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় বার্ষিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৩ টার সময় গির্জাঘরে আরাধনার মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। নতুন ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন শোভাযাত্রায় মূল্যবান উপদেশ দেন। তিনি বলেন– যিশু হলেন আমাদের জীবনময় রুটি ও পানীয়। এই রুটি ও পানীয় হলো যিশুর সত্যিকার দেহ ও রক্ত। শোভাযাত্রা শেষে ফাদার আলবাট সবাইকে ধন্যবাদ দেন॥

চড়াখোলার ‘বইয়ের ডাক’ এর অমর একুশের বই মেলা

প্রতিবেশী ডেস্ক ॥ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বই মেলার আয়োজন করেছে চড়াখোলার ‘বইয়ের ডাক’ আন্দোলন। ‘বইয়ের ডাক’ এর আয়োজনে ও প্রতিবেশীর প্রকাশনীর সার্বিক সহযোগিতায় গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের চড়াখোলা গ্রামে ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই বই মেলা। বই মেলার শুরুটা হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। সকাল ৯টায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তাকে সহযোগিতা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার লিয়ন রোজারিও। খ্রিস্টযাগের শেষে স্কুলের মাঠ প্রাঙ্গণে সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বইমেলার উদ্বোধন হয় ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, কালিগঞ্জ উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শর্মিলী রোজারিও, তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু, আসন্ন ইউনিয়ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হারুনুর রশীদ টিপুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনের পর মাঠের সবগুলো স্টল বই বিক্রির জন্যে উন্মোচিত হয় আর পাঠকগণ যে যার চাহিদা মত বইয়ের স্টলে ভিড় জমাতে শুরু করে। যথার্থ সম্মান ও গাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অতিথিবৃন্দ ও আপামর জনগণ দলে দলে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। এরপর থাকে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবৃন্দদের আসন গ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান। আসন গ্রহণ পর্বে প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে তাদের সামনে এনে আসন দেয়া হয় ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার অরুণ কস্তা, বরুণ কস্তা, আদম ও রিচার্ড গমেজ এবং নাগরী ধর্মপল্লীর সন্তোষ রড্রিক্স। এছাড়াও অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন তুমিলিয়ার পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, তুমিলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু, আসন্ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হারুনুর রশীদ টিপু, চড়াখোলা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট কমল গমেজসহ বীর মুক্তিযোদ্ধারা। অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর বইয়ের ডাক এর আহ্বায়ক প্রণব কস্তা প্রারম্ভিক বক্তব্যে ৫২’র ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, ভাষার গুরুত্ব, বইয়ের ডাকের কর্মকাণ্ডের কথা সকলের কাছে তুলে ধরেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় বইয়ের ডাকের এমন ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম প্রশংসনীয় ও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তাদের এমন কার্যক্রম আমাদের সমাজকে বই পড়তে আরো বেশি উৎসাহিত করবে। বই থেকে আমরা যে আলো লাভ করি তা অন্যের সাথে সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে আমরা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। বই পড়ার দৈন্যতা থাকলেও বইয়ের ডাকে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে আমরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারি। কালীগঞ্জ উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শর্মিলী রোজারিও অমর একুশেতে এই ধরণের ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য যুবকদেরকে ধন্যবাদ জানান। সকলস্তরের মানুষকে বই পড়তে অনুরোধ করেন তিনি। আর তুমিলিয়া ইউনিয়নের চেয়াম্যান আবু বক্কর বলেন, আমাদের এলাকায় আমাদের যুবসমাজের এমন ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগে আমি সত্যিই খুশি। আমি চাই এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক ও আমাদের সমাজকে আরো সমৃদ্ধ করুক। হারুনুর রশীদ টিপুও এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শরীক হতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চড়াখোলা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট কমল গমেজ বলেন, বইয়ের ডাকের কার্যক্রমকে আরো প্রসারিত করার জন্যে ক্রেডিট সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। বই প্রকাশনাসহ লেখালেখির জন্য আমরা সুদ বিহীন ঋণ দিতে প্রস্তুত আছি। বক্তব্যের পরে শুরু হয় চড়াখোলা গ্রামের সন্তান প্রবাসী কবি সুবীর কাস্মীর পেরেরা’র ‘নতুন আলোয় রৌদ্রস্নান’ কাব্যগ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন। মোড়ক উন্মোচন পর্বে অন্যান্য অতিথিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কবির পিতা আগষ্টিন পেরেরা। এরপর বইয়ের মেলায় দর্শক ও পাঠকরা ঘুরাঘুরি করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ৪:৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় ও সন্ধ্যা ঘন্টার পরে দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শেষ হয় বই মেলার আয়োজন। উল্লেখ্য এবারের মেলায় বিভিন্ন প্রকাশনীর বই নিয়ে পসরা সাজায় মোট ৮টি স্টল॥

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখ: ২০/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা ঢাকা শরহস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপানা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **২৫ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় অলিভ রেস্টুরেন্ট, তেজকুনীপাড়া (হোন্ডা গলি), তেজগাঁও, ঢাকায়** ইউনিয়নের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ১৮ ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারি, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার ও ০৭ (সাত) জন ডিরেক্টর সহ সর্বমোট ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে ইউনিয়নের সকল সদস্য-সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

লরেন্স রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

প্রিয়ন্ত সি. কস্তা
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৪৮/২১

পরমদেশে যাত্রার অষ্টম বর্ষ

আমাদের অতীব আদরের অতুলনীয়া সোনামণি মাগো,
এই পৃথিবীর কোথাও তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরটি নেই, এই কথাটি মেনে নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে মাগো? তুমি যে আমাদের অন্তরের গভীর থেকে পাওয়া আনন্দ। তুমি যে রয়েছো আমাদের হৃদয়-মন সমস্ত কিছু জুড়ে। তোমার হাস্যজ্জ্বল মুখটি যে আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতিকে চিরন্তন করে রেখেছে।

মাগো, আমাদের সুখ-দুঃখ সবকিছুই তোমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। আমাদের সুখে তুমি সুখী হতে, আমাদের দুঃখে তোমার কষ্ট, আমাদের সমস্যায় তোমার প্রার্থনা ছিল অস্ত্রের মতো। এই সংসারের মোহ তোমাকে কিছুতেই আকর্ষিত করতে পারেনি। এই বেদনা বিধূর চিত্তেও আমরা পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি তোমার মতো একজন মাকে আমাদের জীবনে দান করার জন্য। মাগো, তোমার কাছে আমাদের জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বিশেষ আর্শিবাদ চাই যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গরাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত লিলি মিরেভা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
গ্রাম: করান, নাগরী।

তোমার আর্শিবাদে গড়া পরিবার,

স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন মেয়ে : লিভা, লিমা ও লিডা রোজারিও
মেয়ে জামাই : কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা ননিজ
নাতনী : পুষ্পিতা, ভিওলা ও জেনিসা
নাতি : অলিভার বিশ্বাস

বিজ্ঞ/৪২/২১

১৭তম মৃত্যু বার্ষিকী

**"সদা হেসে বলতে কথা দিতে না প্রাণে ব্যথা
মরণের পরে হলে বেদনার স্মৃতি গাঁথা"**

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার কথা, হাসিমাখা মুখ, সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সব কিছু আমরা এখনও অনুভব করি। তোমার জীবন শিক্ষাই আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন মাঝে।

বিশ্বাস করি, স্বর্গীয় পিতার পাশে তুমি আছ। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও তোমার জীবনাদর্শে অতিবাহিত করতে পারি আমাদের অনাগত দিনগুলি।

প্রয়াত হরলাল সিপ্রিয়ান দেশাই
জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়ইহাজী, শুলপুর।

স্ত্রী : সরোজনী দেশাই
মেয়ে ও মেয়ের স্বামী : মুক্তি-সুনির্মল এবং যুঁথি-পলাশ
ছেলে : হেমন্ত দেশাই
নাতি ও নাতনী : আবির, অর্ঘ্য, অপরাজিতা এবং আরোস।

বিজ্ঞ/৪৫/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07
Regd. No. DA-33
❖ 28 Fabruary - 6 March, 2021, ১৫ - ২১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ঐশধামে যাত্রার পঞ্চম বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়: বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ

জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি অসহায়। তোমার আদরের নাতীন শুধু সুজানাকে তুমি জীবিত অবস্থায় দেখে গিয়েছ । এখন কিন্তু তোমার দুই ছেলের সংসারে ৩জন নাতীন ও এক নাতী। ওরা তোমাকে 'খ্রিস্ট ভাই' বলে প্রতিনিয়ত খুঁজে। সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা বেড়েছে। সবাই আছে শুধু তুমি নেই। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে উঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা/দাদু ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছে। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও খ্রীষ্টফারের সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা/দাদু, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা, নীতি-আদর্শ ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,

বড় ছেলে-ছেলে বৌ : সজল - বীথি সিসিলিয়া
ছোট ছেলে-ছেলে বৌ : সুজন - সিলভিয়া
মেয়ে-মেয়ে জামাই : বৃষ্টি স্কলাস্টিকা - মামুন
নাতনী : সুজানা, সায়ানা, ও সামারা
নাতী : সৃজন
স্ত্রী : সবিতা জসিন্তা গমেজ

বিজ্ঞ/৪৪/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org